রাজাবলির প্রথম খণ্ড

আদোনিয় রাজা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন

1 রাজা দায়ূদ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এতো বয়স হয়েছিল যে কোনোমতেই আর তাঁর শরীর উষ্ণ হয় না। এমন কি ভৃত্যরা তাঁর শরীর লেপ কম্বল দিয়ে ঢাকা সত্ত্বেও তাঁর শীত আর কাটে না। 2তখন ভৃত্যরা রাজাকে বলল, "আমরা তবে আপনার যত্ন করার জন্য একটি যুবতী মেয়েকে খুঁজে বের করি। সে আপনার পাশে শয়ন করবে এবং আপনাকে উষ্ণ রাখবে।" 3তখন রাজকর্মচারীরা রাজাকে উষ্ণ রাখার জন্য ইস্রায়েলের সর্বত্র সুন্দরী যুবতী মেয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল। এমনি করে খুঁজতে খুঁজতে শূনেম শহরে সুন্দরী অবীশগের খোঁজ মিললো। তারা তখন ঐ মেয়েটিকে রাজার কাছে নিয়ে এলো। 4অবীশগ সত্যি সত্যিই অপরূপ সুন্দরী ছিল। সে রাজার সবরকম যত্ন বা পরিচর্যা করলেও তার সঙ্গে রাজা দায়ূদের কোনো শারীরিক সম্পর্ক ছিল না। 5-6রাজা দায়ূদ ও রাণী হগীতের পুত্রের নাম আদোনিয়। এই আদোনিয় খুবই সুপুরুষ ছিলেন। রাজা দায়ূদ কখনো তাঁকে শোধরাবার চেষ্টা করেন নি। তিনি তাঁকে কখনও জিজ্ঞেস করেন নি, "কেন তুমি এসব করছ?" যদিও অবশালোম নামে তাঁর এক ভাই ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী ও ক্ষমতাভিলাষী। আদোনিয় মনে মনে ঠিক করলেন যে এরপর তিনিই রাজা হবেন; আর একথা স্থির করে তিনি নিজের সুবিধের জন্য তাড়াতাড়ি একটা রথ, কিছু ঘোড়া ও তাঁর রথের সামনে দৌড়োনোর জন্য প্রায় 50 জন লোক জোগাড় করে ফেললেন।

7রাজা হবার বিষয়টা নিয়ে তিনি সরূয়ার পুত্র যোয়াব ও যাজক অবিয়াথরের সঙ্গে পরামর্শও সেরে ফেললেন। তারা তাঁকে নতুন রাজা হতে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল। 8কিন্তু রাজা দায়ূদের প্রতি অনুগত কিছু ব্যক্তির আদোনিয়ের এই উচ্চাভিলাষ পছন্দ হয়নি। এরা হল যাজক সাদোক, যিহোয়াদার পুত্র বনায়, ভাববাদী নাথন, শিমিয়ি, রেয়ি ও রাজা দায়ূদের বিশেষ রক্ষীদল। এরা কেউই আদোনিয়র সঙ্গে যোগ দেয়নি।

9একদিন আদোনিয় ঐন্-রোগেলের কাছে সোহেলৎ পাথরে বেশ কিছু মেষ, ষাঁড় ও বাছুর মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে বলি দিয়ে তাঁর ভাইদের (রাজা দায়ূদের অন্যান্য পুত্রদের) ও যিহূদার সমস্ত আধিকারিকদের নিমন্ত্রণ করলেন। 10কিন্তু আদোনিয় তাঁর পিতার বিশেষ রক্ষীদের, তাঁর ভাই শলোমন, বনায় ও যাজক নাথনকে এদিন নিমন্ত্রণ করেন নি।"

শলোমনের হয়ে নাথন ও বৎশেবার কথা বলল

11নাথন একথা জানতে পেরে শলোমনের মা বৎশেবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "হগীতের পুত্র আদোনিয় কি করছে আপনি কি কিছু জানেন? তিনি রাজা হবার প্রস্তুতি করছেন। এদিকে রাজা দায়ূদ এসবের বিন্দু বিসর্গ জানেন না। 12এক্ষেত্রে আপনার ও আপনার পুত্র শলোমনের প্রাণের আশঙ্কা থাকতে পারে বলেই আমার ধারণা। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি আপনাকে আত্মরক্ষার একটা উপায় বলে দিচ্ছি। 13রাজা দায়ূদের কাছে যান এবং তাঁকে বলুন, 'হে রাজাধিরাজ, আপনি আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আপনার পরে আমার পুত্র শলোমনই পরবর্তী রাজা হবে। তাহলে আদোনিয় কেন পরবর্তী রাজা হচ্ছে?' 14আপনি যখন রাজার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকবেন, আমি তখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব এবং তখন আমি রাজাকে সমস্ত কিছু জানাব, তাতে আপনার কথার সত্যতাও প্রমাণ হবে।"

15বৎশেবা তখন রাজার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর শয়ন কক্ষে যেখানে শূনেমীয়া অবীশগ বৃদ্ধ রাজার পরিচর্যা করছিল, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। 16বৎশেবা রাজার সামনে আনত হবার পর রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "আমি তোমার জন্য কি করতে পারি বল?"

17বৎশেবা বললেন, "মহাশয়, আপনি আপনার প্রভু, ঈশ্বরের নামে শপথ করে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন যে, 'আপনার পর আমার পুত্র শলোমনই রাজা হবে। সে আপনার সিংহাসনে বসবে।' 18কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না আদোনিয় ইতিমধ্যেই রাজা হবার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। 19সে মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে বহু গরু ও মেষ বলি দিয়ে বড়সড় একটা ভোজসভার আয়োজন করে সেখানে আপনার অন্যান্য সমস্ত পুত্রদের নিমন্ত্রণ করেছিল। সে যাজক অবিয়াথর, যোয়াব, আপনার সেনাবাহিনীর প্রধানকে এই ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করলেও আপনার অনুগত পুত্র শলোমনকে নিমন্ত্রণ করেনি। 20রাজা, এখন ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেরা আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। আপনার পর কে রাজা হবে, সে বিষয়ে তারা আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চায়। 21আপনার মৃত্যুর আগেই এবিষয়ে আপনাকে অতি অবশ্যই কিছু একটা করতে হবে। তা না হলে, আপনার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আপনাকে সমাধিস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত লোকেরা শলোমন ও আমাকে অপরাধী বলবে।"

22বৎশেবা যখন রাজার সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তা বলছেন, তখন ভাববাদী নাথন রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলো। 23রাজার ভৃত্যরা তাঁকে বলল, "ভাববাদী নাথন আপনার কাছে এসেছেন।" নাথন রাজার সামনে আনত

হয়ে রাজাকে সম্মান দেখিয়ে বলল, 24“মহারাজ আপনি কি আদোনিয়কে আপনার পরবর্তী রাজা হিসেবে ঘোষণা করেছেন? আপনি কি ঠিক করেছেন এখন থেকে সেই রাজ্য শাসন করবে? 25আমি একথা বলছি কারণ আদোনিয় আজ উপত্যকায় গিয়ে মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে বহু গরু ও মেষ বলি দিয়েছে। তারপর যাজক অবিয়াথর, আপনার অন্যান্য পুত্রদের ও সেনাপতিদের সবাইকে ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেছে। ওরা সবাই মিলে এখন আদোনিয়র সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করছে আর আদোনিয়র জয়ধ্বনি দিয়ে বলছে, ‘মহারাজ আদোনিয় দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।’ 26কিন্তু আদোনিয় ভোজসভায় আপনার পুত্র শলোমন, যাজক সাদোক, যিহোয়াদার পুত্র বনায় বা আমাকে নিমন্ত্রণ করে নি। 27মহারাজ আপনি কি আমাদের কিছু না জানিয়েই সব ঠিক করে ফেললেন? দয়া করে বলুন, আপনার পর কে রাজা হবে।”

28তখন রাজা দায়ূদ বললেন, “বৎশেবাকে ভেতরে আসতে বলো।” বৎশেবা এসে রাজার সামনে দাঁড়ালেন।

29এরপর রাজা দায়ূদ ঈশ্বরকে সাক্ষী করে বললেন, “প্রভু আমাকে জীবনের সমস্ত বিপদ আপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে যে কথা আগে শপথ করেছিলাম সেকথাই আবার বলছি। 30আমি প্রতিশ্রুতি করেছিলাম আমার পর তোমার পুত্র শলোমন রাজা হবে। আমি সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না। তাই আজও বলছি, আমার পরে শলোমনই আমার সিংহাসনে বসবে।”

31তখন বৎশেবা রাজার সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে বললেন, “রাজা দায়ূদ দীর্ঘজীবী হোন।”

শলোমন নূতন রাজা হিসেবে মনোনীত হলেন

32এরপর রাজা দায়ূদ যাজক সাদোক, ভাববাদী নাথন ও যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে ডেকে পাঠালেন। তারা তিনজন রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলো। 33রাজা তাদের বললেন, “শলোমনকে আমার নিজের খচ্চরে চড়িয়ে, আমার সমস্ত আধিকারিকবর্গকে নিয়ে গীহোন ঝর্ণার কাছে যাও। 34সেখানে পবিত্র তেল ছিটিয়ে যাজক সাদোক ও ভাববাদী নাথন তাকে নতুন রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করবে। আর তারপর তোমরা শিঙা বাজিয়ে শলোমনের রাজপদে অভিষিক্ত হবার কথা ঘোষণা করে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। 35এরপর শলোমনই আমার সিংহাসনে বসবে এবং আমার জায়গায় রাজা হবে। আমি শলোমনকে ইস্রায়েল ও যিহূদার শাসক হিসেবে নির্বাচন করলাম।”

36যিহোয়াদার পুত্র বনায় রাজার কথার উত্তরে বলল, “আমেন! ধন্য মহারাজ! প্রভু ঈশ্বর স্বয়ং যেন আপনার মুখ দিয়ে একথা বললেন। 37হে মহারাজ, মহান প্রভু ঈশ্বর বরাবর আপনার সহায় ছিলেন। আমরা আশা করব তিনি একইভাবে শলোমনের পাশে থাকবেন এবং শলোমনের রাজ্য আপনার রাজ্য থেকে অনেক বড় ও শক্তিশালী হবে।”

38সাদোক, নাথন, বনায় ও রাজার আধিকারিকবর্গ রাজা দায়ূদের কথা পালন করল এবং শলোমনকে রাজা দায়ূদের খচ্চরে চড়িয়ে গীহোন ঝর্ণায় নিয়ে গেল। 39যাজক সাদোক পবিত্র তাঁবুর থেকে তৈলাধারটি নিজে বহন করে নিয়ে গিয়ে শলোমনের মাথায় প্রথামতো খানিক তেল ছিটিয়ে তাকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করলো। তখন চতুর্দিকে শিঙা বেজে উঠল এবং চারপাশ থেকে সমস্ত লোকেরা চিৎকার করে উঠল, “মহারাজ শলোমন দীর্ঘজীবি হোন!” 40আনন্দিত ও উত্তেজিত জনতা শলোমনের পেছন পেছন শহরে এল। খুশী হয়ে, বাঁশী বাজাতে বাজাতে তারা সকলে এতো শব্দ করছিল যে মাটিও কাঁপছিল।

41এদিকে আদোনিয় ও তাঁর অতিথিরা তখন সবে মাত্র ভোজনপর্ব শেষ করেছে। হঠাৎ তারা সবাই শিঙার শব্দ শুনতে পেল। যোয়াব বলল, “কিসের আওয়াজ হচ্ছে? শহরে এতো হৈ-চৈ কিসের?”

42যোয়াব যখন কথা বলছে তখন যাজক অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন এসে উপস্থিত হল। আদোনিয় তাকে বলল, “এসো, এসো, এখানে এসো! তুমি একজন ভাল ও বিশ্বাসী মানুষ। তুমি নিশ্চয়ই আমার জন্য কোনো সুখবর এনেছো?”

43যোনাথন বলল, “আপনার পক্ষে সুখবর কিনা জানি না, তবে রাজা দায়ূদ, শলোমনকে নতুন রাজা বলে ঘোষণা করেছেন। 44-45রাজা নিজের খচ্চরে শলোমনকে চড়িয়ে যাজক সাদোক, ভাববাদী নাথন ও রাজ আধিকারিকবর্গকে দিয়ে তাঁকে গীহোন ঝর্ণায় পাঠিয়েছিলেন। সেখানে যাজক সাদোক ও ভাববাদী নাথন তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করে। তারপর তারা সকলে একসঙ্গে শহরে ফিরে যায়। লোকেরাও সব তাদের পেছন পেছন যায়। এখানে সকলে দারুণ খুশি ও সবাই আনন্দ করছে। আপনারা সেই আওয়াজই শুনতে পাচ্ছেন।

46-47এমন কি শলোমন রাজ সিংহাসনেও বসেছেন! রাজার সমস্ত আধিকারিকবর্গ রাজা দায়ূদকে এ কাজের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলছে, ‘মহারাজ দায়ূদ, আপনি একজন মহান রাজা এবং আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর শলোমনকে একজন মহান রাজা করবেন। আমাদের বিশ্বাস প্রভু শলোমনকে আপনার চেয়েও খ্যাতিমান করবেন এবং তাঁর রাজ্য আপনার রাজ্যের থেকেও বড় হবে।’

“রাজা দায়ূদও স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিছানা থেকেই শলোমনের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে বলেছেন,

48‘ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর ধন্য হলেন! মহিমাময় প্রভু আমারই এক সন্তানকে আমার সিংহাসনে স্থাপন করলেন । এই শুভক্ষণ দেখার জন্য তিনি আমায় যথেষ্ট দিন বাঁচতে দিয়েছেন।’”

49তখন আদোনিয়র সমস্ত অতিথিরা ভয়ে পাংশু হয়ে তাড়াতাড়ি ভোজসভা ছেড়ে চলে গেল। 50এমন কি আদোনিয় শলোমনের ভয়ে ভীত হয়ে বেদীর কাছে

গিয়ে বেদীর কোণগুলিকে ধরলেন।* 51শলোমনকে গিয়ে একজন খবর দিল, ''মহারাজ, আপনার ভয়ে ভীত হয়ে আদোনিয় এখন পবিত্র তাঁবুতে যজ্ঞবেদীর কোণগুলোকে ধরে আছে। আর সেখান থেকে কিছুতেই বেরোতে চাইছে না। সে বলছে, 'আগে রাজা শলোমনকে প্রতিশ্রুতি করতে বলো যে তিনি আমাকে হত্যা করবেন না।'"

52তখন শলোমন বললেন, ''যদি আদোনিয়র আচার আচরণে প্রমাণ হয় যে সে একজন সৎ ব্যক্তি, আমি প্রতিশ্রুতি করছি আমি ওর মাথার একগাছি চুল পর্যন্ত ছোঁব না। কিন্তু ও যদি গোলমাল সৃষ্টি করে তাহলে ওকে মরতে হবে।" 53তারপর রাজা শলোমন আদোনিয়কে নিয়ে আসার জন্য একজনকে পাঠালেন। সে আদোনিয়কে রাজা শলোমনের কাছে নিয়ে এলে, আদোনিয় রাজার সামনে অবনত হলেন। শলোমন তাঁকে বললেন, ''যাও, বাড়ি যাও।"

রাজা দায়ূদ মারা গেলেন

2 ইতিমধ্যে দায়ূদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। তিনি তখন শলোমনকে ডেকে বললেন, 2''আমার আর বেশি দিন নেই, সব লোকের মতোই আমিও মারা যাব। কিন্তু তুমি এখন বলবান ও পূর্ণবয়স্ক হয়ে উঠেছ। 3এখন নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার প্রভু ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে চল। মোশির বিধিপুস্তকে যেমন লেখা আছে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিধি এবং আদেশ এবং সিদ্ধান্ত ও চুক্তি সতর্কভাবে মেনে চলবে। যদি তুমি মেনে চলো তাহলে তুমি তোমার সব কাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল হবে। 4শলোমন, তুমি যদি ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করো, তিনিও তাঁর এই প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখবেন। প্রভু আমাকে বলেছিলেন, 'যদি তোমার সন্তানসন্ততিরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে এবং নিষ্ঠাসহকারে আমার নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে তাহলে সদাসর্বদা তোমারই বংশের কেউ না কেউ ইস্রায়েলের রাজ সিংহাসনে আসীন হবে।'"

5দায়ূদ আরো বললেন, ''তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সরূয়ার পুত্র যোয়াব আমার সঙ্গে কি করেছিল? সে ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীর দুই সেনাপতিকে হত্যা করেছিল। সে নেরের পুত্র অব্নেরকে আর যেথরের পুত্র অমাসাকে হত্যা করেছিল। মনে রেখো, শান্তির সময়ে সে এই দুজনকে হত্যা করেছিল এবং তাদের রক্তে তার পায়ের জুতো রঞ্জিত করেছিল। তাকে শাস্তি দেওয়া আমার কর্তব্য। 6কিন্তু এখন তুমি রাজা। তোমার যা বিবেচনায় সঙ্গত বলে মনে হয়, সেভাবেই ওকে শাস্তি দিও ও সে যে হত হয়েছে তা নিশ্চিত কর। বার্দ্ধক্যের সুস্থ স্বাভাবিক মৃত্যু যেন ও ভোগ করতে না পারে। 7 গিলিয়দের বর্সিল্লয়ের সন্তানদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো ও তাদের নিমন্ত্রণ করে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করো। কারণ আমি যখন তোমার ভাই অবশালোমের থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, আমার সেই বিপদের দিনে ওরা আমায় সাহায্য করেছিল।

8"আর মনে রেখো বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর বহুরীম নিবাসী গেরার পুত্র শিমিয়ি এখনো কাছে পিঠেই কোথাও আছে। আমি যখন মহনয়িমে পালিয়ে যাই সে আমাকে নিদারুণ অভিশাপ দিয়ে অভিশপ্ত করেছিল। পরে যখন যর্দ্দন নদীর তীরে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে আমি প্রভুর শপথ করে বলেছিলাম, আমি শিমিয়িকে হত্যা করব না। 9কিন্তু, দেখো ওকে যেন শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিও না। তুমি যথেষ্টই বিচক্ষণ হয়েছ, কি করা দরকার তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, কিন্তু দেখো ওকে বার্দ্ধক্যের শান্ত মৃত্যু ভোগ করতে দিও না।" 10এরপর রাজা দায়ূদের মৃত্যু হলে, দায়ূদ শহরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হল। 11দায়ূদ 40 বছর ইস্রায়েলে শাসন করেছিলেন। তিনি হিব্রোণে 7 বছর ও জেরুশালেমে 33 বছর শাসন করেছিলেন।

শলোমন তাঁর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণভার নিলেন

12অতঃপর শলোমন রাজা হয়ে তার পিতার সিংহাসনে বসে রাজা দায়ূদের রাজ্য পুরোপুরি নিজের দখলে আনলেন।

13হগীতের পুত্র আদোনিয় এসময়ে একদিন শলোমনের মা বৎশেবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বৎশেবা তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখতে চাও?"

আদোনিয় তাঁকে সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বললেন, ''এ ব্যাপারে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। 14তবে আপনার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

বৎশেবা বলল, ''বলো কি ব্যাপার?"

15আদোনিয় বলল, ''আপনার মনে রাখা দরকার যে, এক সময়ে এ রাজ্য আমারই ছিল। ইস্রায়েলের লোকেরা ভেবেছিল আমিই তাদের রাজা। কিন্তু ঈশ্বর এই অবস্থার পরিবর্তন করেছিলেন এবং শলোমনকে রাজা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় আমার ভাই এখন তাদের রাজা। 16আমার আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে, দয়া করে আমায় নিরাশ করবেন না।"

বৎশেবা জানতে চাইলেন, ''বলো কি তোমার ইচ্ছা?"

17আদোনিয় বলল, ''আমি জানি, রাজা শলোমন কখনো আপনার আদেশ অমান্য করবেন না। আপনি অনুগ্রহ করে তাঁকে আমায় শূনেমের অবীশগকে বিয়ে করায় সম্মতি দিতে বলবেন।"

18বৎশেবা বলল, "এ বিষয়ে আগে তাঁকে রাজার সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

19কথামতো বৎশেবা বিষয়টি নিয়ে রাজা শলোমনের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। শলোমন তাঁকে আসতে

বেদীর ... ধরলেন এটা প্রমাণ করে যে তিনি করুণা ভিক্ষা করছিলেন। বিধি বলে যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র স্থানে গিয়ে বেদীর কোণগুলো ধরে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া চলবে না।

দেখে তাড়াতাড়ি নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানালেন। তারপর সিংহাসনে বসে ভৃত্যদের তাঁর মায়ের জন্য আরেকটি সিংহাসন আনতে হুকুম দিলেন। বৎশেবা গিয়ে তাঁর পুত্রের ডান পাশে বসলেন।

20তারপর বললেন, ‘‘তোমার কাছে একটা ছোট জিনিস চাইতে এসেছি, আমাকে নিরাশ কোর না।”

রাজা বললেন, ‘‘মা, তুমি আমার কাছে যা খুশি তাই চাইতে পারো, আমি আপত্তি করবো না।”

21বৎশেবা তখন বললেন, ‘‘তাহলে তোমার ভাই আদোনিয়কে শূনেমের অবীশগ বলে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করতে অনুমতি দাও।”

22একথা শুনে শলোমন তাঁর মাকে বললেন, ‘‘তুমি শুধু অবীশগকেই আদোনিয়র হাতে তুলে দিতে বলছ কেন? তার চেয়ে বলো না কেন, ওকেই এবার রাজা করে দিই! হাজার হোক ও আমার বড় ভাই, যাজক অবিয়াথর ও যোয়াবও ওকে সমর্থন করবে।”

23এরপর ক্রুদ্ধ শলোমন প্রভুর নামে প্রতিশ্রুতি করে বললেন, ‘‘আমি প্রতিশ্রুতি করছি, এর মূল্য আদোনিয়কে দিতে হবে। এজন্য ওকে প্রাণ দিতে হবে। 24প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো আমাকে ইস্রায়েলের রাজা করেছেন, আমার পিতা দায়ূদের রাজ সিংহাসনে আমাকে বসিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ রাজ্য আমার ও আমার পরিবারের। এখন প্রভুর জীবিত থাকাটা যেমন স্থির নিশ্চিত, তেমনি আমি শপথ নিয়ে বলছি যে আদোনিয় আজই মারা যাবে।”

25এরপর শলোমন, যেমনভাবে যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে নির্দেশ দিলেন, তেমনি বনায় গেলেন এবং আদোনিয়কে হত্যা করলেন।

26তারপর রাজা শলোমন যাজক অবিয়াথরকে ডেকে বললেন, “তোমাকে আমার হত্যা করা উচিৎ, কিন্তু আমি এখন তোমাকে হত্যা করব না, সুতরাং তুমি তোমার বাড়ি অনাথোতে যেতে পারো, কারণ তুমি আমার পিতা দায়ূদের সঙ্গে পদযাত্রার সময় প্রভুর পবিত্র সিন্দুকটি বয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। আর আমি একথাও জানি, আমার পিতার দুঃসময়ে, তুমিও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কষ্ট ভোগ করেছিলে।”

27শলোমন অবিয়াথরকে একথাও বললেন যে সে আর যাজক হিসেবে প্রভুর সেবাকাজ করতে পারবে না। প্রভু যা বলেছিলেন সেই অনুযায়ী এই ঘটনাটি ঘটেছিল। যাজক এলি ও তার পরিবার সম্পর্কে ঈশ্বর একথা শীলোতে বলেছিলেন। এবং অবিয়াথর এলিরই উত্তরপুরুষ ছিলেন।

28এখবর পেয়ে যোয়াব খুব ভয় পেলেন। যোয়াব অবশালোমকে সমর্থন না করলেও আদোনিয়র পক্ষে ছিলেন। তাই যোয়াব তাড়াতাড়ি প্রভুর তাঁবুতে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য বেদীর শরণ নিলেন। 29পরে রাজা শলোমনের কাছে সংবাদ এল যে যোয়াব প্রভুর তাঁবুর বেদীর কাছে আছেন, সুতরাংশলোমন বনায়কে যোয়াবকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। 30বনায় তখন প্রভুর তাঁবুর সামনে গিয়ে বললেন, ‘‘রাজার নির্দেশ মেনে তুমি ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে এসো।”

কিন্তু যোয়াব বললেন, ‘‘না আমি এখানেই মরতে চাই।”

বনায় তখন ফিরে গিয়ে রাজাকে যোয়াব যা বলেছেন তা জানাল। 31অতঃপর রাজা নির্দেশ দিলো, ‘‘তাহলে ও যা বলেছে তাই হোক। ওকে ওখানেই হত্যা করো আর তারপর ওকে কবর দাও। একমাত্র তারপরই আমি ও আমার পরিবারের সকলে যোয়াবের দোষ থেকে মুক্তি পাব, যেটা, সে নিরপরাধ লোকেদের হত্যা করার ফলে হয়েছিল। 32যোয়াব, যারা ওর থেকে অনেক ভালো লোক ছিল দুই ব্যক্তি, ইস্রায়েলের সেনানায়ক নেরের পুত্র অব্নের ও যেথরের পুত্র যিহূদার সেনাবাহিনীর প্রধান অমাসাকে হত্যা করেছিল। আমার পিতা দায়ূদ সেসময় যোয়াবের এই অপকর্মের কথা জানতেন না বলে ও রেহাই পেয়ে গিয়েছিল। তাই প্রভু ঐ লোকেদের হত্যার জন্য যোয়াবকে শাস্তি দেবেন। 33সে এবং তার পরিবারের সকলকেই এই কর্মফল ভোগ করতে হবে। কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয়ই দায়ূদ ও তাঁর রাজ পরিবারের উত্তরপুরুষদের ও তাঁদের রাজত্বে শান্তি আনবেন।”

34তখন যিহোয়াদার পুত্র বনায় গিয়ে যোয়াবকে হত্যা করল। যোয়াবকে মরুভূমিতে তাঁর বাড়ির কাছে কবর দেওয়া হল। 35এরপর শলোমন বনায়কে যোয়াবের জায়গায় সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করলেন। এছাড়াও তিনি অবিয়াথরের জায়গায় সাদোককে নতুন প্রধান যাজক হিসেবে নিয়োগ করলেন। 36তারপর রাজা শিমিয়িকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে জেরুশালেমে নিজের জন্য একটি বাড়ি বানিয়ে সেখানেই থাকতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন শিমিয়ি যেন কোনোমতেই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও না যায়। 37রাজা শলোমন তাকে সাবধানও করে দিয়েছিলেন। ‘‘যদি তুমি জেরুশালেম ত্যাগ কর এবং কিদ্রোণের খালের ওপাশে পা বাড়াও তবে তোমাকে মরতে হবে এবং তার জন্য তুমি দায়ী।”

38শিমিয়ি একথায় সম্মতি জানিয়ে বলল, ‘‘ঠিক আছে মহারাজ, আমি আপনার নির্দেশ মেনেই চলবো।” তাঁর কথামতো এরপর দীর্ঘদিন শিমিয়ি জেরুশালেমেই বাস করেছিল। 39কিন্তু তিন বছর পরে শিমিয়ির দুই ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়ে মাখার পুত্র গাতীয় রাজা আখীশের রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। 40একথা জানতে পেরে শিমিয়ি তার গাধায় চড়ে গাতীয় রাজা আখীশের কাছ থেকে তাদের ফিরিয়ে এনেছিল।

41কিন্তু কেউ একজন গিয়ে একথা শলোমনের কানে তুললে, 42শলোমন শিমিয়িকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ‘‘আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে তোমায় বলেছিলাম যে তুমি জেরুশালেম শহরের বাইরে পা দিলে তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে। আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে তোমার নিজের ভুলের জন্য তোমার মৃত্যু হবে। এবং তুমি আমার কথা মেনে চলতে রাজী হয়েছিলে। 43তুমি আমার নির্দেশ মেনে চলবে বলেও কেন তা অমান্য করলে? কেন নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে

বলো? 44তুমি ভাল করেই জানো বিভিন্ন সময়ে তুমি
আমার পিতা দায়ূদেরও বিরুদ্ধাচরণ করেছ। এখন
সেইসব পাপাচরণের জন্য প্রভু তোমায় শাস্তি দেবেন।
45কিন্তু প্রভু আমায় আশীর্বাদ করবেন এবং রাজা দায়ূদের
রাজ্য বাধামুক্ত হবে।”

46একথা বলে রাজা শিমিয়িকে হত্যার আদেশ
দিলেন বনায়কে। বনায় শিমিয়িকে হত্যা করল। অবশেষে
শলোমন তাঁর রাজ্যের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলেন।

প্রজ্ঞার জন্য শলোমনের প্রার্থনা

3 শলোমন মিশরের ফরৌণের কন্যাকে বিয়ে করলেন
এবং তাঁর কন্যাকে দায়ূদ শহরে নিয়ে এসে, মিশরের
রাজা ফরৌণের সঙ্গে একটি চুক্তি স্থাপন করলেন।
তখনও পর্যন্ত শলোমনের নিজের রাজপ্রাসাদ ও প্রভুর
মন্দির বানানোর কাজ শেষ হয় নি। শলোমন সে সময়ে
জেরুশালেমের চারপাশে একটি দেওয়াল নির্মাণ
করাচ্ছিলেন। 2যেহেতু মন্দিরের কাজ তখনও শেষ
হয়নি, লোকেরা উচ্চস্থানের বেদীতে পশু বলি দিত।
3শলোমন তাঁর পিতা দায়ূদের সমস্ত বিধিনির্দেশ পালন
করে প্রমাণ করেছিলেন যে সত্যি সত্যিই প্রভুর প্রতি
তাঁর অটুট ভক্তি ও ভালোবাসা আছে। কিন্তু এছাড়া
শলোমন একটি কাজ করতেন যা তাঁকে তাঁর পিতা
রাজা দায়ূদ করতে বলেন নি। সেটি হল উচ্চস্থানে
বলিদান ও ধূপধূনো দেওয়া।

4রাজা শলোমন গিবিয়োনে বলি দিতে চাইছিলেন।
সেসময়ে গিবিয়োন ছিল বলিদানের উচ্চস্থানগুলির মধ্যে
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । শলোমন গিবিয়োনের বেদীতে
1,000 হোমবলি উৎসর্গ করলেন। 5যখন শলোমন
গিবিয়োনে ছিলেন তখন রাতের বেলা প্রভু তাঁকে স্বপ্নে
দর্শন দিলেন এবং তাকে একটি বর চাইতে বললেন।

6তখন শলোমন তাঁকে বললেন, “হে প্রভু আমি
আপনার সেবক, আমার পিতা দায়ূদের প্রতি আপনি
অসীম করুণা প্রদর্শন করেছেন। তিনি সৎ ও সত্য
পথে আপনার নির্দেশ মেনে চলেছিলেন, তাই আপনি
তাঁর নিজের পুত্রকে তাঁরই সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন
করতে দিয়ে, তাঁর প্রতি আপনার করুণা ও দয়া প্রদর্শন
করেছেন। 7হে প্রভু, আমার পিতার জায়গায় আপনি
আমাকে রাজা করেছেন, কিন্তু আমি এখনও প্রায় শিশুর
মতোই অজ্ঞ। এ ব্যাপারে আমার মধ্যে প্রয়োজনীয়
অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে। 8আমি আপনার
দাস, আপনার নির্বাচিত লোকের অন্যতম সেবক। আর
এই অসংখ্য ভক্ত ও সেবকের শাসনভার আজ আমারই
ওপর ন্যস্ত ।

9তাই আপনার কাছে আমার অনুনয় ও প্রার্থনা–
আমাকে আপনি প্রজ্ঞা দিন যাতে আমি রাজার কর্ত্তব্য
পালন করতে পারি ও লোকেদের বিচার করতে পারি।
যদি আমার এই মহৎ জ্ঞান থাকে তাহলে আমি ভাল ও
মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব। এই প্রজ্ঞা ব্যতীত
আপনার এই অগণিত লোকেদের শাসন করা আমার
পক্ষে অসম্ভব।” 10শলোমনের এই প্রার্থনা শুনে প্রভু
তাঁর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হলেন। 11তাই তিনি শলোমনকে
বললেন, “তুমি নিজের জন্য দীর্ঘজীবন বা ধনসম্পদ
চাওনি। এমনকি তোমার শত্রুদের মৃত্যু কামনাও
করোনি। তুমি শুধু সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য অন্তর্দৃষ্টি
প্রার্থনা করেছ। 12তাই আমি অতি অবশ্যই তুমি যা
প্রার্থনা করেছ তা তোমায় দেব। আমি তোমাকে বিচক্ষণ
ও বুদ্ধিমান করে তুলব। আমি তোমাকে এত বিচক্ষণতা
দেব যা আজ পর্যন্ত কেউ কখনও পায়নি এবং
ভবিষ্যতেও পাবে না। 13এছাড়াও তোমাকে পুরস্কৃত
করার জন্য আমি তোমাকে সেসব জিনিসও দেব যা
তুমি প্রার্থনা করোনি। সারাজীবন তুমি অসীম সম্পদ
ও সম্মানের ভাগীদার হবে। তোমার মতো বড় রাজা
পৃথিবীতে আর কেউ হবে না। 14শুধু তুমি আমার প্রতি
আস্থা রেখো আর তোমার পিতা দায়ূদের মতো আমার
আদেশ ও বিধিগুলি মেনে চলো। আর তা যদি করো
আমি তোমাকে দীর্ঘজীবনও দেব।”

15শলোমনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি বুঝতে
পারলেন, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর সঙ্গে
কথা বলেছেন। তখন শলোমন জেরুশালেমে ফিরে
গেলেন, ঈশ্বরের আদেশ সম্বলিত পবিত্র সিন্দুকটির
সামনে দাঁড়ালেন এবং হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য
নিবেদন করলেন। এরপর যে সমস্ত নেতা ও
রাজকর্মচারীরা রাজ্যশাসনের কাজে তাঁকে সহায়তা
করেছিলেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে একটি ভোজসভার
আয়োজন করলেন।

16একদিন দুটি গণিকা শলোমনের কাছে এসে
উপস্থিত হল। 17তাদের মধ্যে একজন শলোমনকে বলল,
“মহারাজ আমরা দুজনে একই ঘরে বাস করি। আমরা
দুজনেই সন্তানসম্ভবা ছিলাম এবং সন্তান জন্ম দেওয়ার
সময় উপস্থিত হয়। ঐ মেয়েটির উপস্থিতিতেই আমি
আমার সন্তানের জন্ম দিই। 18এর ঠিক তিনদিন পরে
এই মেয়েটি তার শিশুর জন্ম দেয়। কিন্তু আমরা দুজন
ছাড়া আমাদের বাড়ীতে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল
না। 19একদিন রাতে ওর শিশুটি মারা যায় কারণ ও
শিশুর ওপর শুয়েছিল। সেসময়ে ওর শিশুটি মারা যায়।
20রাতের অন্ধকারে তখন ও আমার ঘুমন্ত অবস্থার
সুযোগ নিয়ে আমার শিশুটিকে ওর খাটে নিয়ে যায়
আর তারপর মৃত শিশুটিকে আমার পাশে শুইয়ে দেয়।
21পরদিন সকালে আমি শিশুকে খাওয়াতে উঠে দেখি
আমার পাশে একটি মৃত শিশু শোয়ানো আছে। তখন
আমি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখি যে সেটি মোটেই আমার
শিশু নয়।”

22অন্য মেয়েটি তৎক্ষণাৎ এর প্রতিবাদ করে বলে,
“মোটেই না! জীবন্ত শিশুটিই আমার। মৃতটা তোর!”

প্রথম মেয়েটি এর উত্তরে বলে, “মিথ্যে কথা। মৃত
শিশুটি তোর, এটা আমার!” এইভাবে দুজনে রাজার
সামনে ঝগড়া করতে থাকে।

23তখন রাজা শলোমন বলল, “তোমরা দুজনেই
বলছো জীবিত শিশুটি তোমার আর মৃত শিশুটি অন্য
জনের।”

24এখন আমি প্রহরীকে আদেশ দিচ্ছি গিয়ে একটা তরবারি নিয়ে আসতে। 25রাজা শলোমন বললেন, “এবার ঐ শিশুটিকে কেটে দু-আধখানা করো এবং ওদের দুজনকে একটা করে আধখানা টুকরো দিয়ে দাও।”

26একথা শুনে যে মহিলাটির শিশু মারা গিয়েছিল সে বলল, “ঠিক আছে তাই হোক, তাহলে আমরা কেউই আর ওকে পাব না।” কিন্তু অন্য মহিলাটি, যে শিশুটির আসল মা, যার শিশুটির প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও সহানুভূতি ছিল, সে রাজাকে বলল, “মহারাজ দয়া করে শিশুটিকে মারবেন না। ওকেই শিশুটি দিয়ে দিন।”

27তখন রাজা শলোমন বললেন, “থামো, শিশুটিকে কেটো না। প্রথম জনের হাতেই শিশুটিকে তুলে দাও, কারণ, ঐ হচ্ছে ওর আসল মা।”

28ইস্রায়েলের সকলে শলোমনের এই বিচারের কথা শুনলো। তারা সকলেই শলোমনের অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। তারা বুঝতে পেরেছিল সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে রাজা শলোমনের অন্তর্দৃষ্টি প্রায় ঈশ্বরের মতোই কাজ করে।

শলোমনের রাজত্ব

4 সমগ্র ইস্রায়েলের লোকের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা শলোমন। 2শাসনকার্য্য পরিচালনা করতে যে সমস্ত রাজকর্মচারী তাঁকে সাহায্য করতেন তারা হল:

সাদোকের পুত্র যাজক অসরিয়।

3শীশার দুই পুত্র ইলীহোরফ ও অহিয়। এঁরা দুজনে রাজদরবারের সমস্ত ঘটনার বিবরণ নথিভুক্ত করতেন।

অহীলুদের পুত্র যিহোশাফট লোকেদের ইতিহাস বিষয়ক টীকা রচনা করতেন।

4যিহোয়াদার পুত্র বনায় ছিল সেনাবাহিনীর প্রধান।

সাদোক ও অবিয়াথর যাজকের কাজ করতেন।

5নাথনের পুত্র অসরিয় জেলা শাসকদের তত্ত্বাবধান করতেন।

নাথনের আরেক পুত্র যাজক সাবূদ রাজা শলোমনের পরামর্শদাতা ছিলেন।

6অহীশারের ওপর রাজপ্রাসাদের সব কিছুর তত্ত্বাবধান করবার দায়িত্ব ছিল।

অব্দের পুত্র অদোনীরামের কাজ ছিল শ্রমিকদের খবরদারি করা।

7সমগ্র ইস্রায়েলকে 12টি জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। এই জেলাগুলির প্রত্যেকটির শাসন কাজ পরিচালনার জন্য শলোমন নিজে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা জেলাশাসকদের বেছে নিয়েছিলেন। এই সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ওপর তাদের নিজেদের প্রদেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে রাজা ও তাঁর পরিবারকে সেই খাদ্য সরবরাহ করার নির্দেশ ছিল। বছরের 12 মাসের এক একটিতে এই 12 জন প্রদেশকর্তার এক এক জনের দায়িত্ব ছিল রাজাকে খাবার পাঠানো। 8এই 12 জন প্রাদেশিক শাসনকর্তার নাম নীচে দেওয়া হল:

ইফ্রয়িমের পার্বত্য প্রদেশের শাসক ছিলেন বিন্-হূর।

9মাকস, শালবীম, বৈৎ-শেমশ ও এলোন-বৈৎ-হাননের শাসক ছিলেন বিন্-দেকর।

10বিন্-হেষদ ছিলেন অরুব্বোত, সোখো ও হেফর প্রদেশের শাসনকর্তা।

11দোর উপগিরি অঞ্চলের শাসনভার ছিল বিন্-অবীনাদবের ওপর। তিনি রাজা শলোমনের কন্যা টাফৎকে বিয়ে করেছিলেন।

12যিষ্রিয়েলের নিম্নবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত অঞ্চল অর্থাৎ বৈৎ-শান থেকে আবেল-মহোলা হয়ে যকমিয়াম পর্যন্ত বিস্তৃত তানক, মগিদ্দোর শাসক ছিলেন অহীলূদের পুত্র বানা।

13বিন্-গেবর ছিলেন রামোৎ-গিলিয়দের শাসক। গিলিয়দের মনঃশির পুত্র যায়ীর সমস্ত শহর ও গ্রামগুলির শাসন কার্য্য পরিচালনা করতেন। তিনি অর্গোব জেলার বাশন অঞ্চলেরও শাসনকর্তা ছিলেন। এই অঞ্চলে বড় দেওয়ালে ঘেরা 60 টি শহর ছিল। শহরের দরজা ব করার জন্য পিতলের কব্জা ব্যবহার হোত।

14ইদ্দোরের পুত্র অহীনাদব ছিলেন মহনয়িমের শাসক।

15নপ্তালির প্রাদেশিক কর্তা অহীমাস বিয়ে করেছিলেন শলোমনের আরেক কন্যা বাসমৎকে।

16হূশয়ের পুত্র বানা ছিলেন আশের ও বালোতের শাসক।

17ইষাখরের প্রদেশকর্তা ছিলেন পারূহের পুত্র যিহোশাফট।

18এলার পুত্র শিমিয়ির ওপর বিন্যামীন প্রদেশের দায়িত্ব ছিল।

19ঊরির পুত্র গেবর গিলিয়দের রাজ্যপাল ছিল। গিলিয়দে যেখানে ইমোরীয়দের রাজা সীহোন ও বাশনের রাজা ওগ বাস করতেন। কিন্তু একমাত্র গেবর ছিল ঐ দেশের রাজ্যপাল।

20সমুদ্রতীরে ছড়িয়ে থাকা রাশি রাশি বালির মতোই যিহূদা ও ইস্রায়েলে অসংখ্য মানুষ বাস করত। খেয়ে পরে, মহাফূর্তিতে ও আনন্দে তারা সকলে দিন কাটাতো।

21রাজা শলোমন ফরাৎ নদী থেকে পলেষ্টীয়দের দেশ ও মিশরের সীমা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। শলোমন যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন এই অঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলি বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং তারা শলোমনের জন্য উপহার পাঠাত।

22-23প্রতিদিন শলোমনের নিজের জন্য ও তাঁর সঙ্গে যারা একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করতো তাদের সকলের জন্য সব মিলিয়ে প্রায়:

150 কেজি ময়দা,
300 কেজি আটা,
10টি হৃষ্টপুষ্ট গরু,
20 টি সাধারণ গরু,
100 টি মেষ, হরিণ, খরগোশ, নানান
পাখপাখালির মাংস প্রয়োজন হত।

24ঘসা থেকে তিপ্‌সহ পর্যন্ত ফরাৎ নদীর
পশ্চিমভাগের সমস্ত অঞ্চল শলোমনের অধীনস্থ ছিল।
পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গেও রাজা শলোমনের
মৈত্রী ও শান্তির সম্পর্ক বজায় ছিল। 25শলোমনের
রাজত্বকালে দান থেকে বের্-শেবা পর্যন্ত, যিহূদা ও
ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দা সুখে ও শান্তিতে জীবনযাপন
করতো। তারা নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের দ্রাক্ষাক্ষেত বা
ডুমুর বাগানে বসে সময় কাটাতে পারত।
26শলোমনের আস্তাবলে রথ টানার জন্য 4,000
ঘোড়া রাখার ব্যবস্থা তো ছিলই, এছাড়াও তাঁর অধীনে
ছিল 12,000 অশ্বারোহী সৈনিক। 27বছরের প্রত্যেকটি
মাসে 12 জন প্রাদেশিক শাসনকর্তার এক জন শলোমন
এবং রাজার টেবিলে ভোজনকারী প্রত্যেকের জন্য নিত্য
প্রয়োজনীয় খাবার সামগ্রী পাঠাতেন। তাদের সকলের
জন্য তা প্রচুর পরিমাণ হত।
28এই সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তারা রাজা
শলোমনের ঘোড়াগুলির জন্য প্রচুর পরিমাণে খড় ও
বার্লি পাঠাতেন। লোকেরা এই সমস্ত খড় বা বার্লি
আনত।

শলোমনের প্রজ্ঞা

29ঈশ্বর শলোমনকে প্রভূত জ্ঞানী করে তুলেছিলেন।
শলোমনের বুদ্ধিমত্তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা প্রায়
অসম্ভব ছিল। তিনি বহু বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন ও
অনেক কিছু গভীরভাবে বুঝতে পারতেন। 30প্রাচ্যের
সমস্ত মানুষদের জ্ঞানের চেয়েও শলোমনের জ্ঞান বেশী
ছিল। এমনকি তা মিশরের সমস্ত বাসিন্দাদের
চেয়েও বেশী ছিল। 31পৃথিবীর যে কোন ব্যক্তির
চেয়েও তিনি বেশী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ইস্রাহীর
এথন বা মাহোলের পুত্র হেমন, কল্‌কোল ও দর্দার
চেয়েও তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা বেশী ছিল। ইস্রায়েল
ও যিহূদার চারিদিকের সমস্ত দেশগুলিতে রাজা
শলোমনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। 32তাঁর জীবদ্দশায়
তিনি 1,005টি গান ও 3,000 প্রবাদ বাক্য লিপিবদ্ধ
করেছিলেন।
33প্রকৃতি সম্পর্কেও মহারাজ শলোমনের গভীর জ্ঞান
ছিল। শলোমন বিভিন্ন গাছপালা থেকে শুরু করে
লিবানোনের সুবিশাল মহীরূহ, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, পশু, পাখী,
সাপখোপ, সব বিষয়েই শিক্ষাদান করেন। 34সমস্ত দেশের
লোকেরা রাজা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনতে আসত।
সমস্ত দেশের রাজারা তাঁদের রাজ্যের জ্ঞানী ব্যক্তিদের
শলোমনের কাছে তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা শোনবার জন্য
পাঠাতেন।

শলোমনের মন্দির নির্মাণ

5 সোরের রাজা হীরম ছিলেন রাজা শলোমনের পিতা
দায়ূদের বন্ধু। হীরম যখন খবর পেলেন দায়ূদের
পরে শলোমন নতুন রাজা হয়েছেন, তিনি তাঁর দাসদের
শলোমনের কাছে পাঠালেন। 2শলোমন রাজা হীরমকে
জানালেন: 3“আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমার পিতা
রাজা দায়ূদকে তাঁর চারপাশে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল
যতদিন পর্যন্ত না প্রভু তাঁকে তাদের উপর বিজয়ী হতে
দেন, যে কারণে প্রভু, তাঁর ঈশ্বরের সম্মানে, কোনো
মন্দির বানানোর সময় পাননি। 4কিন্তু এখন প্রভু, আমার
ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজ
করছে। আমার কোন শত্রু নেই। আমার প্রজাদেরও
কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।
5“প্রভু আমার পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,
‘তোমার পরে আমি তোমার পুত্রকেই রাজা করবো
আর সে আমার জন্য একটা মন্দির বানাবে।’ তাই
আমার আন্তরিক ইচ্ছা প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমি
এবার সেই মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করব। 6আর
একাজে আমি আপনার সাহায্য চাই। এরজন্য আপনি
দয়া করে লিবানোনে আপনার লোকজন পাঠান। তারা
সেখানে এসে আমার এই কাজের জন্য এরস গাছ
কাটবে। আমার নিজের ভৃত্যরাও আপনার লোকেদের
সঙ্গে হাত লাগাবে। একাজের জন্য আপনার ভৃত্যদের
যে পারিশ্রমিক দেওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করবেন
আমি তাই দেব, কিন্তু আপনার সাহায্য অবশ্যই চাই।
আমাদের এখানকার ছুতোররা সীদোনের ছুতোরদের
মতো দক্ষ নয়।”
7হীরম শলোমনের এই অনুরোধ শুনে খুবই খুশি
হলেন। তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, “প্রভুকে আমি
আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাই, কারণ এই মহান সাম্রাজ্য
শাসনের জন্য তিনি রাজা দায়ূদকে একজন বুদ্ধিমান
পুত্র উপহার দিয়েছেন।” 8এরপর হীরম শলোমনকে
খবর পাঠালেন, “তোমার অনুরোধের কথা জানলাম।
তোমার যতগুলি এরস গাছ ও দেবদারু গাছের প্রয়োজন
আমি তোমায় দেব। 9আমার ভৃত্যরা সেগুলো লিবানোন
থেকে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত আনার পর একসঙ্গে বেঁধে
তুমি যেখানে চাও সেখানেই ভেলা করে সমুদ্রের কিনারা
বেয়ে ভাসিয়ে দেব। তারপর আমি ভেলাগুলো সরিয়ে
নেবার পর তুমি গাছগুলো নিয়ে নিতে পার। এবং
আমার পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করাই হবে
আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ।”
10-11একাজের জন্য শলোমন প্রতি বছর হীরম ও
তাঁর পরিবারবর্গের জন্য প্রায় 1,20,000 বুশেল গম,
1,20,000 গ্যালন খাঁটি তেল পাঠাতেন।
12প্রতিশ্রুতি মতো প্রভু শলোমনকে অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান
দিয়েছিলেন এবং রাজা হীরম ও শলোমনের মধ্যে শান্তি
বজায় ছিল। তাঁরা দুজনে নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি
করেন।
13রাজা শলোমন ইস্রায়েলের 30,000 ব্যক্তিকে তাঁর
কাজে সহায়তার জন্য নিয়োগ করলেন। 14তিনি এই

সমস্ত লোকেদের খবরদারি করার জন্য অদোনীরাম নামে এক ব্যক্তিকে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেন। শলোমন এই 30,000 লোককে 10,000 লোকের তিনটি দলে ভাগ করে দিয়েছিলেন। লিবানোনে এক মাস কাজ করবার পর প্রত্যেকটি দলের লোকেরা বাড়ী যেত এবং দু মাস বিশ্রাম নিত। 15এছাড়াও শলোমন পার্বত্য অঞ্চলের 80,000 লোককে এই কাজে যোগ দিতে বাধ্য করেন। এদের কাজ ছিল পাথর কাটা। আর আরো 70,000 লোক সেই পাথর বয়ে নিয়ে যেত। 16এদের সকলের তদারকির জন্য নিযুক্ত হয়েছিল আরো 3,300 জন। 17রাজা শলোমন শ্রমিকদের মন্দিরের ভিত বানানোর জন্য বড় দামী পাথর কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সমস্ত পাথরগুলি খুব সাবধানে কাটা হত। 18তারপর শলোমন ও হীরমের মিস্ত্রিরা আর বিব্লস্‌ের লোকেরা এই সব পাথর খোদাই করত। তারা মন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় তক্তা ও পাথর বানাত।

শলোমন মন্দির নির্মাণ করলেন

6 ইস্রায়েলের লোকেরা মিশর থেকে চলে আসার 480 বছর* পরে এবং তাঁর রাজত্বের চার বছরের মাথায়, রাজা শলোমন ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এটি ছিল ঐ বছরের দ্বিতীয় মাস বা সিব মাস। 2মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ছিল 60 হাত, প্রস্থে 20 হাত এবং উচ্চতায় 30 হাত। 3মন্দিরের সামনেই 20 হাত দীর্ঘ ও 10 হাত চওড়া একটি বারান্দা ছিল। 4মন্দিরের গায়ে কয়েকটা জানালা ছিল, যেগুলোর ভেতরের অংশ বাইরের অংশের তুলনায় চওড়া। 5অতঃপর শলোমন মূল মন্দিরের চারপাশ ঘিরে একটার ওপর আর একটা একসারি ঘর তৈরী করলেন। এগুলো প্রায় তিনতলা পর্যন্ত উঁচু ছিল। 6ঘরগুলো মন্দিরের দেওয়াল সংলগ্ন হলেও, ঘরের কড়ি-বরগাগুলো মন্দিরের দেওয়ালের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। মন্দিরের দেওয়ালটি ওপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে উঠেছিল, অতএব এই ঘরগুলোর একদিকের দেওয়াল ঠিক নীচের ঘরের দেওয়ালের থেকে সরু হয়ে গিয়েছিল। একদম নীচের তলার ঘরের প্রস্থ ছিল 5 হাত, মাঝের ঘরের প্রস্থ ছিল প্রায় 6 হাত এবং একেবারে ওপরের ঘরের প্রস্থ ছিল প্রায় 7 হাত। 7দেওয়ালগুলো বানানোর জন্য মিস্ত্রিরা বড় পাথর ব্যবহার করেছিল। এইসব পাথর যেখান থেকে আনা, সেখানেই কেটে আনা হয়েছিল বলে মন্দির প্রাঙ্গণে হাতুড়ি, কুড়ুল বা কোনরকমের আওয়াজ পাওয়া যেতো না।

8নীচের ঘরগুলোয় প্রবেশদ্বার ছিল মন্দিরের দক্ষিণ দিক থেকে। তারপর ভেতরে ঢোকার পর সিঁড়ি ওপরদিকে উঠে গিয়েছিল একতলা ও দোতলা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে তিনতলা পর্যন্ত।

9শলোমনের মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হল। মন্দিরের প্রতিটি অংশ এরস গাছের তক্তা দিয়ে ঢাকা ছিল। 10মন্দিরের চারপাশের ঘর বানানোর কাজও শেষ হল। এই ঘরগুলো প্রায় 5 হাত উঁচু ছিল। এইসব ঘরের এরস কাঠের কড়ি মন্দিরকে ছুঁয়ে থাকত।

11প্রভু শলোমনকে বলেছিলেন, 12"যদি তুমি আমার বিধি এবং নির্দেশগুলি মেনে চলো তাহলে আমি তোমার যা যা করব বলে তোমার পিতা দায়ূদকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পালন করব। 13এছাড়াও তুমি যে মন্দির তৈরী করছ সেখানে ইস্রায়েলের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে বাস করব। ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের কখনো ছেড়ে যাব না।"

মন্দিরের বিবরণ

14শলোমন মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করলেন।

15মন্দিরের ভেতরের পাথরের দেওয়াল ও ছাদ এরস কাঠে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। মন্দিরের মেঝে ঢাকা হয়েছিল দেবদারু গাছের তক্তা দিয়ে। 16মন্দিরের পেছন দিকে 20 হাত দীর্ঘ একটি ঘর বানানো হয়েছিল। এই ঘরটি ছিল মন্দিরের পবিত্রতম স্থান। এই ঘরের দেওয়াল মেঝের থেকে ছাদ পর্যন্ত এরস কাঠে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। 17পবিত্রতম স্থানের সামনে ছিল মন্দিরের মূল অংশ বা ঘরটি, যার দৈর্ঘ্য প্রায় পৌনে 40 হাত। 18এখানকার দেওয়াল এবং ছাদও একইভাবে এরসকাঠে ঢাকা ছিল। দেওয়ালের কোন পাথরই দেখা যেত না। দেওয়ালে এরস কাঠের নানা ধরণের ফুল ও লতাপাতার ছবি খোদাই করা ছিল।

19প্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুকটি রাখার জন্য শলোমন মন্দিরের একেবারে পেছনদিকে বিশেষভাবে ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন। 20এই ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ছিল 20 হাত। 21শলোমন ঘরটি আগাগোড়া বিশুদ্ধ সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি ঘরের সামনে ধূপধূনো দেবার জন্য একটি বেদী তৈরী করেছিলেন। তিনি বেদীটি সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন এবং তার চারপাশে সোনার হার জড়িয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়াও ঘরটিতে সোনায় মোড়া দুই করূব দূতের মূর্ত্তি ছিল। 22বস্তুত গোটা মন্দিরটাই সোনায় মোড়া ছিল। পবিত্রতম স্থানের সামনের বেদীটিও ছিল সোনায় ঢাকা।

23মন্দির নির্মাতারা 10 হাত দীর্ঘ করূব দূতের ডানাওয়ালা মূর্ত্তি দুটো প্রথমে বিশেষ এক ধরণের গাছের কাঠে বানিয়ে তারপর সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল। 24-27মূর্ত্তি দুটোর প্রত্যেকটি ডানার দৈর্ঘ্য প্রায় 5 হাত করে, অর্থাৎ ডানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মূর্ত্তিদুটো ছিল প্রায় 10 হাত চওড়া। গর্ভগৃহের পাশাপাশি, সম দৈর্ঘ্যের এই মূর্ত্তিদুটো দাঁড় করানো থাকত। 28দুটো করূব দূত সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল।

29মন্দিরের মূল ঘরটির দেওয়ালের ওপর এবং মন্দিরের অন্তবর্ত্তী ঘরটির দেওয়ালের তালগাছ, বিভিন্ন ফুল, লতাপাতা ও করূব দূতের ছবি খোদাই করা ছিল। 30দুটো ঘরের মেঝেই সোনায় ঢাকা ছিল।

31কর্মীরা জিতগাছের কাঠ দিয়ে দুটো দরজা বানিয়েছিল এবং সে দুটি পবিত্রতম স্থানের প্রবেশ পথে

---

480 বছর এটা ছিল সম্ভবতঃ যীশু খ্রীষ্টের জন্মের 960 বছর আগে।

বসিয়ে দিয়েছিল। দরজার পথে চারপাশের কাঠামো 1/5 হাত চওড়া ছিল। 32তারা জৈতুন গাছের কাঠ থেকে দুটো দরজা তৈরী করল। মিস্ত্রীর সোনার পাতে মোড়া দরজা দুটোয় খোদাই করা ছিল তালগাছ, বিভিন্ন লতাপাতা ও করূব দূতের ছবি।

33মূল ঘরটিতে প্রবেশ করবার জন্যও তারা দরজা বানিয়েছিল। একটি চারকোণা দরজার কাঠামো বানানোর জন্য তারা জিতগাছের কাঠ ব্যবহার করেছিল। যা চওড়ায় ছিল চারভাগের একভাগ। 34-35সেই কাঠামোয় দেবদারু কাঠের দুটি দরজা বসানো হয়। এই প্রত্যেকটি দরজা আবার দুভাগে মুড়ে ভাঁজ হতো। এগুলোর ওপরেও একইরকম করূব দূতের ছবি খোদাই করে সোনায় মোড়া ছিল।

36এরপর তিনসারি কাটা পাথরের দেওয়াল ও একসারি এরস কাঠের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে মন্দিরের ভেতরের অংশ তৈরী করা হল।

37সিব মাসে শলোমনের চতুর্থ বছরের রাজত্বের দ্বিতীয় মাসে শুরু করে বুল মাসে, 38অর্থাৎ তাঁর একাদশ বছরের অষ্টম মাসের রাজত্বের সময় মন্দিরটির নির্মাণ কার্য্য শেষ হয়। যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল সাত বছর সময় নিয়ে ঠিক সেভাবে মন্দিরটি বানানো হয়েছিল।

শলোমনের রাজপ্রাসাদ

7 রাজা শলোমন তাঁর নিজের জন্য একটি রাজপ্রাসাদও বানিয়েছিলেন। প্রাসাদটি বানাতে 13 বছর সময় লেগেছিল। 2এছাড়াও তিনি “লিবানোনের বাগান” নামে একটি বাড়ি বানিয়েছিলেন। এই বাড়ীটির দৈর্ঘ্য ছিল 100 হাত, প্রস্থ 50 হাত ও উচ্চতা 30 হাত। বাড়ীটায় এরস কাঠের চারসারি স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভগুলির মাথায় কাঠের আচ্ছাদন ছিল। 3স্তম্ভের শীর্ষভাগে ছিল সারি সারি কড়ি বর্গা। আর তার ওপর ছাদের জন্য এরস তক্তা বসানো হয়েছিল। একেকটি স্তম্ভের ওপর 15টি কড়ি মিলিয়ে মোট 45 টি কড়ি বসানো ছিল। 4প্রত্যেকটি ধারের দেওয়ালে তিন সারি করে মুখোমুখি জানালা বসানো ছিল। 5প্রত্যেক সারির শেষে দরজা ছিল। দরজাগুলোর মুখ এবং কাঠামো ছিল চারকোণা।

6এছাড়া শলোমন 50 হাত লম্বা ও 30 হাত চওড়া একটি “ঝুলন্ত বারান্দা” বানিয়েছিলেন। বারান্দার সামনে একটা ছাদ ছিল যেটা অনেক থাম বা ঘিলানকে অবলম্বন করেছিল।

7লোকের বিচার করার জন্য শলোমন একটি “বিচার কক্ষও” বানিয়েছিলেন। এই ঘরের আগাগোড়া এরস কাঠে মোড়া ছিল।

8শলোমনের নিজের বাসগৃহটি এই বিচারকক্ষের ভেতরে ছিল। এই গৃহটি বিচারকক্ষের মতোই ছিল। তিনি তাঁর স্ত্রী, মিশরের রাজার মেয়ের জন্যও একইরকম একটা গৃহ বানিয়ে দিয়েছিলেন।

9প্রত্যেকটি বাড়ী মূল্যবান পাথরে তৈরী হয়েছিল। বিশেষ একধরণের করাতের সাহায্যে প্রথমে পাথরগুলোকে সঠিক মাপে সামনে ও পেছনে কেটে নেওয়া হত। একেবারে বাড়ির ভিত থেকে দেওয়ালের মাথা পর্যন্ত এইসব দামী পাথর বসানো হত। এমনকি উঠোনের চারপাশের দেওয়ালগুলোও এইসমস্ত দামী পাথরে বানানো হয়েছিল। 10বাড়ির ভিতগুলো যেসমস্ত বড় বড় দামী পাথরে বানানো হত সেগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল 10 হাত এবং কয়েকটি ছিল 8 হাত। 11ঐসব পাথরের ওপর ছিল অন্যান্য মূল্যবান পাথর এবং এরস গাছের তৈরি থাম। 12রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনা থেকে শুরু করে মন্দির প্রাঙ্গণ, মন্দিরের বারান্দা, ঘরের চারপাশে তিন সারি পাথর ও এক সারি এরস কাঠের দেওয়াল ছিল।

13রাজা শলোমন খবর পাঠিয়ে সোর থেকে হীরম নামে এক ব্যক্তিকে জেরুশালেমে নিয়ে আসেন। 14হীরমের মা ছিলেন নপ্তালির এক ইস্রায়েলীয় পরিবারগোষ্ঠীর মহিলা। তাঁর মৃত পিতা ছিলেন সোরের বাসিন্দা। হীরম ছিল পিতলের জিনিষপত্রের দক্ষ কারিগর। এ কারণেই শলোমন হীরমকে ডেকে পাঠিয়ে পিতলের কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যা কিছু পিতলের কাজ সে সবই হীরম করেছিল।

15হীরম প্রায় 18 হাত দীর্ঘ, 12 হাত পরিধিযুক্ত এবং 3 ইঞ্চি পুরু পিতলের দুটো ফাঁপা স্তম্ভ বানিয়েছিল। 16এছাড়া হীরম মন্দিরের জন্য 5 হাত উচ্চ খাঁটি পিতলের দুটি রাজস্তম্ভ বানিয়েছিল এবং তাদের স্তম্ভগুলির মাথায় বসিয়েছিল। 17এরপর হীরম এই স্তম্ভগুলি ঢাকার জন্য দুটো শিকলের জাল বানায়। 18তারপর সে ডালিমের মত দেখতে পিতলের দুসারি ফুল বানায়। এগুলি প্রতিটি স্তম্ভের জালের ওপর এমনভাবে রাখা হয় যে স্তম্ভগুলির চূড়া ঢাকা পড়ে যায়। 19ফলতঃ স্তম্ভগুলির সওয়া হাত থেকে 5 হাত পর্যন্ত লম্বা শিখরগুলি ফুলের মত দেখতে লাগল। 20স্তম্ভ চূড়াগুলো স্তম্ভের ওপর বাটির মত দেখতে জালে বসানো হয়েছিল। ওখানে স্তম্ভ চূড়াগুলোর চারপাশে 20টা ডালিম সারিবদ্ধভাবে বসানো ছিল। 21হীরম পিতল নির্মিত মন্দিরের বারান্দাতে দুটি স্তম্ভ স্থাপন করল। দক্ষিণ দিকের স্তম্ভটিকে বলা হত যাখীন। উত্তর দিকের স্তম্ভটিকে বলা হোত বোয়স। 22পুষ্পাকৃতি স্তম্ভ চূড়া দুটোকে স্তম্ভের মাথায় বসিয়ে স্তম্ভের কাজ শেষ করা হয়।

23অতঃপর হীরম পিতল দিয়ে গোলাকার একটা জলাধার বানালো, যার নাম দেওয়া হলো “সমুদ্র।” এটির পরিধি ছিল 30 হাত, ব্যাস ছিল 10 হাত ও গভীরতা ছিল 5 হাত।

24জলাধারটি ঘিরে পিতলের একটি ফালি বসানো ছিল। এই ফালিটির তলায় জলাধারের গায়ে দুসারি পিতলের লতাপাতার নকশা কাটা ছিল। 25আর গোটা জলাধারটি বসানো ছিল 12 টি পিতলের তৈরী ষাঁড়ের পিঠে। 12 টি ষাঁড়ের তিনটির মুখ ছিল উত্তরমুখী, তিনটির দক্ষিণমুখী, তিনটির পূর্বমুখী ও বাকী তিনটির পশ্চিমমুখী। 26জলাধারটির চারিধার 3 ইঞ্চি পুরু। জলাধারের কাণা পানপাত্রের কাণার সদৃশ অথবা ফুলের

পাপড়ির মতো ছিল। জলাধারটিতে প্রায় 11,000 গ্যালন জল ধরত।

27এরপর হীরম 10টি পিতলের ঠেলা বানাল। প্রত্যেকটি ঠেলা ছিল 4 হাত লম্বা, 4 হাত চওড়া আর উচ্চতায় 3 হাত। 28ঠেলাগুলি কাঠামোয় বসানো চৌকোণা তক্তা দিয়ে বানানো হয়েছিল, 29যার ওপর পিতলের সিংহ, ষাঁড় ও করূব দূতের প্রতিকৃতি খোদাই করা ছিল। এইসব প্রতিকৃতির ওপরে ও নীচে নানান ফুলের নকশা কাটা হয়েছিল। 30প্রতিটি ঠেলায় 4টি করে পিতলের চাকা ছিল। কোণায় ছিল একটি বড় পাত্র রাখার মতো পিতলের কয়েকটি পায়া, যেগুলোর গায়ে নানাধরণের ফুল লাগানো হয়েছিল। 31বাটিগুলির প্রায় 1 হাত ওপরে একটি নকশা খোদাই করা কাঠামো ছিল। বাটিগুলির মুখ ছিল গোল, ব্যাস 1.5 হাত। কাঠামোটি ছিল চৌকোণা, গোল নয়। 32কাঠামোর নীচের দিকে চারটি চাকা ছিল। চাকাগুলির ব্যাস 1.5 হাত। চাকার মধ্যের দণ্ডগুলি ঠেলা গাড়ীর সঙ্গে একসঙ্গেই যুক্ত ছিল। 33এই চাকাগুলো ছিল রথের চাকার মতো এবং চাকার সবকিছুই ছিল পিতলে বানানো।

34পাত্র ধরে রাখার পায়া চারটি প্রত্যেকটা ঠেলার চারকোণায় বসানো ছিল। এগুলোও ঠেলার সঙ্গে একই ছাঁচে বসানো হয়। 35প্রত্যেকটা ঠেলার ওপরের দিকে পিতলের একটা করে ফালি বসানো ছিল। এই ফালিটাও ছিল একই ছাঁচে বানানো। 36ঠেলার চারপাশে এবং কাঠামোর গায়ে সিংহ, তালগাছ, করূব দূত ইত্যাদির ছবি খোদাই করা ছিল। গোটা ঠেলার যেখানেই জায়গা ছিল সেখানেই এইসব খোদাই করে দেওয়া হয়। আর ঠেলার চতুর্দিকে ফুলের নকশা খোদাই করে দেওয়া হয়েছিল। 37হীরম একইরকম দেখতে মোট 10টি ঠেলা বানিয়েছিল। এই প্রত্যেকটা ঠেলাই পিতল দিয়ে তৈরী একই ছাঁচে ফেলে বানানো হয়েছিল, যে কারণে এই সবকটাই একরকম দেখতে ছিল।

38এছাড়াও হীরম প্রত্যেকটা ঠেলার জন্য একটা করে মোট 10টি বড় বাটি বানিয়েছিল। যেগুলো প্রায় 4 হাত করে চওড়া ছিল এবং এই পাত্রগুলোয় 230 গ্যালন পর্যন্ত পানীয় ধরত। 39হীরম ঠেলাগুলোর পাঁচটি রেখেছিল মন্দিরের উত্তর দিকে এবং পাঁচটি মন্দিরের দক্ষিণ দিকে। আর বড় পাত্রটিকে মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব কোণায় বসিয়েছিল। 40-45এছাড়াও শলোমনের নির্দেশ মতো অজস্র পাত্র, ছোট হাতা, ছোট বাটি যা কিছু তাকে বানাতে বলা হয়েছিল সে বানিয়েছিল। প্রভুর মন্দিরে হীরম যা কিছু বানিয়েছিল তার তালিকা দেওয়া হল:

2টি স্তম্ভ, স্তম্ভের ওপরে বসানোর জন্য বাটির
মতো দেখতে
2টি স্তম্ভ চূড়া, গম্বুজগুলো ঘেরার জন্য
2টি জাল, জালে লাগানোর জন্য
400 টা ডালিম। প্রতিটি জালের জন্য 2 সারি
ডালিম ছিল যাতে স্তম্ভগুলির মাথার
ওপরের গম্বুজ ঢাকা পড়ে, একটা বাটি সহ
10টি ঠেলা, একটি বড় চৌবাচ্চা যার নীচে ছিল
12টি ষাঁড়, ছোট হাতা, ছোটখাটো পাত্র ও
প্রভুর মন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য
বাসনকোসন।

শলোমন যা যা চেয়েছিলেন, হীরম তার সবই বানিয়ে দিয়েছিল চকচকে পিতল দিয়ে। 46-47পিতল দিয়ে এতো বেশী জিনিসপত্র বানানো হয়েছিল যে শলোমন কখনো এসব ওজন করার চেষ্টা করেন নি। শলোমন এসবই যর্দন নদীর সুক্কোৎ ও সর্ত্তনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এইসব জিনিসই পিতল গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে বানানো হয়।

48-50শলোমন তাঁর মন্দিরের জন্য অনেক জিনিসই সোনা দিয়ে বানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মন্দিরের যেসব জিনিস শলোমন সোনা দিয়ে বানিয়েছিলেন সেগুলো হল:

সোনার বেদী,
একটি সোনার টেবিল (যার ওপরে সাজিয়ে
ঈশ্বরকে রুটির নৈবেদ্য দেওয়া হত),
পবিত্রতম স্থানের উত্তর ও দক্ষিণে পাঁচটি-
পাঁচটি করে মোট 10টি বাতিদান,
পবিত্রতম স্থানের উত্তর ও দক্ষিণের জন্য
5টি করে চিমটে, সোনার বাটি,
কব্জাসমূহ, ছোট বাটি, পবিত্রতম স্থান ও
মূল ঘরটির দরজার জন্য সোনার কপাট।

51এমনি করে শেষ পর্যন্ত শলোমন প্রভুর মন্দিরের জন্য যা যা করতে চেয়েছিলেন সেই কাজ শেষ হল। এরপর তাঁর পিতা রাজা দায়ূদ মন্দিরের জন্য যেসব জিনিস তাঁর কোষাগারে রেখে দিয়েছিলেন, শলোমন সেই সমস্ত জিনিস মন্দিরে নিয়ে এলেন। সোনা ও রূপো তিনি প্রভুর মন্দিরের কোষাগারে তুলে রাখলেন।

মন্দিরে সাক্ষ্যসিন্দুক

8 এরপর রাজা শলোমন ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তি, পরিবারগোষ্ঠীর প্রধান ও নেতাদের তাঁর কাছে জেরুশালেমে ডেকে পাঠালেন। শলোমন দায়ূদ নগরী থেকে সাক্ষ্যসিন্দুকটি মন্দিরে আনার সময় তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য এইসব ব্যক্তিদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। 2অতঃপর এথানীম মাসে অর্থাৎ সপ্তম মাসে ফসল সঞ্চয়ের উৎসবের সময় ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দা এসে রাজা শলোমনের সঙ্গে যোগদান করল।

3সমস্ত প্রবীণরা এসে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর পর যাজকরা 4সেই প্রভুর পবিত্র সিন্দুক, ঈশ্বরের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত পবিত্র তাঁবুটি ও তাঁবুর জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে চলল। লেবীয়রা এই কাজে যাজকদের সাহায্য করেছিল। 5রাজা শলোমন ও ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দারা সেই পবিত্র সিন্দুকের সামনে একত্রিত হবার পর অগণিত পশু বলি দেওয়া হল। 6তারপর যাজকরা

প্রভুর এই পবিত্র সিন্দুকটিকে মন্দিরের পবিত্রতম স্থানে যেখানে সিন্দুক রাখার জায়গা সেখানে স্থাপন করলো। 7সিন্দুকটিকে করূব দূতদের মূর্ত্তির ডানার তলায় এমনভাবে রাখা হল, যাতে দেবদূতদের ছড়ানো ডানা সেই সিন্দুকটা ও সিন্দুকটার বহনদণ্ডের ওপর মেলা থাকে। 8বহনদণ্ডগুলো খুবই লম্বা ছিল। পবিত্রতম স্থানের পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে যদিও বহনদণ্ডগুলি দেখা যেত, বাইরে থেকে এই দণ্ডগুলি দেখা যেতো না। এমনকি দণ্ডগুলি এখনো সেই একই জায়গায় রাখা আছে।

9সিন্দুকের মধ্যে কেবল দুটি পবিত্র প্রস্তর-ফলক রাখা ছিল। প্রস্তর ফলক দুটোই মোশি, হোরেব বলে একটা জায়গায় এই সিন্দুকের মধ্যে ভরে রেখেছিলেন। মিশর থেকে বেরিয়ে আসার পর ইস্রায়েলের বাসিন্দারা ঈশ্বরের সঙ্গে একটি চুক্তির ফলস্বরূপ হোরেব নামে জায়গাটিতে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

10যাজকরা পবিত্র সিন্দুকটিকে পবিত্রতম স্থানের পবিত্র জায়গায় রেখে বেরিয়ে আসার পর, প্রভুর মন্দিরটি অলৌকিক মেঘে* ভরে গেল। 11মন্দিরটি প্রভুর মহিমায়* ভরে যাওয়ায় যাজকরা তাঁদের কাজ শেষ করতে পারলেন না। 12তখন শলোমন বললেন:

“প্রভু আকাশের ঐ জাজ্বল্যমান সূর্য নিজেই গড়েছেন, কিন্তু তিনি থাকবার জন্য ঘন মেঘকে বেছে নিয়েছেন।*
13হে প্রভু চিরদিন তোমার থাকার জন্য আমি এই সুন্দর মন্দিরটি বানিয়েছি।”

14ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দা তখন সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তাই রাজা শলোমন তাদের দিকে ফিরে, ঈশ্বরকে তাদের আশীর্বাদ করতে অনুরোধ করলেন।

15তারপর শলোমন এক সুদীর্ঘ মন্ত্রোচ্চারণে প্রভুর প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন,

“ধন্য প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর মহামহিম। আমার পিতা দায়ূদকে তিনি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার সবই তিনি পালন করেছেন। প্রভু আমার পিতাকে বলেছিলেন,

16‘আমি আমার সমস্ত লোকেদের, ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে নিয়ে এসেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি আমার মন্দির বানানোর জন্য ইস্রায়েলের কোন নগর বেছে নিই নি। আর আমার লোকেদের ইস্রায়েলীয়দের পরিচালনার জন্য কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করি নি। এবার আমি আমার উপাসনার জন্য জেরুশালেম শহরকে বেছে নিলাম, আর দায়ূদকে বেছে নিলাম আমার লোকেদের, ইস্রায়েলীয়দের শাসন করার জন্য।’

মেঘ ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্নস্বরূপ।

প্রভুর মহিমা এটি একটি উজ্জ্বল আলো। এটা দেখা যায় যখন ঈশ্বর লোকেদের মধ্যে আবির্ভূত হয়।

প্রভু … নিয়েছেন এটি একটি প্রাচীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে। হিব্রুতে শুধু আছে, “প্রভু বলেছেন অ কারে বাস করতে।”

17“আমার পিতা দায়ূদ প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য একটি মন্দির বানাতে খুবই উৎসুক ছিলেন। 18কিন্তু প্রভু, আমার পিতা দায়ূদকে বললেন, ‘আমি জানি, আমার প্রতি তোমার আনুগত্য প্রকাশের জন্য তুমি একটা মন্দির বানাতে চাও। খুবই ভালো কথা, 19কিন্তু তোমাকে নয়, আমি এই মন্দির বানানোর জন্য তোমার পুত্রকে বেছে নিয়েছি। সে-ই এই মন্দির বানাবে।’

20“প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আজ তিনি সেই কথা রাখলেন। আমার পিতা দায়ূদের জায়গায় এখন আমি রাজা হয়েছি। প্রভুর প্রতিশ্রুতি মতো আমি এখন ইস্রায়েল শাসন করি এবং প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য আমিই এই মন্দির বানিয়েছি। 21পবিত্র এই সিন্দুকটি রাখার জন্য আমি মন্দিরের ভেতর একটা জায়গা রেখেছি। ঐ পবিত্র সিন্দুকের ভেতরে প্রভুর সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের যে চুক্তি হয়, তা রাখা আছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের মিশর থেকে নিয়ে আসার সময়, প্রভু তাদের সঙ্গে এই চুক্তি করেছিলেন।”

22তারপর শলোমন প্রভুর বেদীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আর সবাই তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শলোমন তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, আকাশের দিকে তাকালেন 23এবং বললেন:

“হে প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, পৃথিবীর এই আকাশে এবং এই পৃথিবীতে আপনার মতো আর কোন ঈশ্বরই নেই। আপনি আপনার লোকেদের সঙ্গে করুণাবশতঃ চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন এবং আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। যে সমস্ত লোক আপনাকে অনুসরণ করে আপনি তাদের সহায় হয়ে থাকেন। 24আপনি আপনার সেবক আমার পিতা দায়ূদকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রেখেছেন। নিজের মুখে আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনার অসীম ক্ষমতার বলে আজ তাকে সত্য করেছেন। 25এখন প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর এবার আপনি আমার পিতা দায়ূদকে দেওয়া অন্য প্রতিশ্রুতিগুলোও পূরণ করুন। আপনি বলেছিলেন, ‘দায়ূদ, তোমারই মতো যেন তোমার ছেলেরাও সদাসতর্কভাবে আমাকে অনুসরণ করে, আর তা যদি করে তাহলে সবসময়েই তোমারই বংশের কেউ না কেউ ইস্রায়েলে রাজত্ব করবে।’ 26আবার প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আমি আপনাকে আমার পিতাকে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি অনুগ্রহ করে পালন করতে বলছি।

27“কিন্তু হে প্রভু, আপনি কি সত্যিই আমাদের সঙ্গে এই পৃথিবীতে বাস করবেন? ঐ বিশাল আকাশ আর স্বর্গের উচ্চতম স্থান, এমন কি স্বর্গের শিখর স্থান আপনাকে ধরে রাখতে পারে না। স্বভাবতঃই আমার বানানো এই মন্দিরও আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। 28কিন্তু দয়া করে আপনি আমার প্রার্থনা ও মিনতি মনে রাখবেন। আমি আপনার দাস, আর আপনি আমার প্রভু ঈশ্বর। আজ আমি আপনার কাছে যে প্রার্থনা করলাম তা আপনি স্মরণে রাখবেন। 29অতীতে আপনিই বলেছিলেন, ‘আমি ওখানে সম্মানিত হবো।’ আপনি দিবারাত্র এই মন্দিরের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি রাখবেন। এই মন্দিরে

দাঁড়িয়ে আমি আপনার উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনা করবো তা
যেন আপনার কানে পৌঁছায়। 30প্রভু আমি ও আপনার
ইস্রায়েলের অনুচররা এখানে এসে আপনার কাছে যা
প্রার্থনা করবো তার প্রতি আপনি সজাগ থাকবেন।
আমরা জানি স্বর্গেই আপনার বাস। আমাদের বিনতি
সেখান থেকে আপনি আমাদের প্রার্থনা শুনে আমাদের
ক্ষমা করবেন।

31"কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়
আচরণ করে তাহলে তাকে এই বেদীতে নিয়ে আসা
হবে। যদি সে সত্যিই অপরাধী না হয় তাহলে তাকে
শপথ করে বলতে হবে যে সে নির্দোষ। 32আপনি স্বর্গ
থেকে সেকথা শুনে তার যথাযথ বিচার করবেন। যদি
সে ব্যক্তি অপরাধী হয় তবে আমাদের তার প্রমাণ
দেবেন। যদি সে ব্যক্তি নির্দোষ হয় তাহলে তার প্রমাণও
দেবেন।

33"হয়তো কখনো কখনো আপনার ইস্রায়েলের
ভক্তরা আপনার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করবে, শত্রুরা
তাদের পরাজিত করবে। তখন তারা আপনার কাছেই
ফিরে এসে এই মন্দিরে আপনার প্রশংসা করবে এবং
আপনার সাহায্য চেয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করবে।
34আপনি অনুগ্রহ করে স্বর্গ থেকে সেই প্রার্থনা শুনে
আপনার ইস্রায়েলের ভক্তদের অপরাধ মার্জনা করে,
তাদের হৃত বাসভূমিতে তাদের ফিরিয়ে আনবেন। এই
ভূমি আপনিই তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলেন।

35"যদি তারা আপনার বিরুদ্ধে পাপাচার করে,
আপনি তাদের জমিতে খরা আনবেন। তাহলে তারা
এখানে এসে আপনার কাছে প্রার্থনা করবে এবং আপনার
প্রশংসা করবে। আপনি তাদের কষ্ট দেবেন আর তারা
তাদের পাপ থেকে সরে আসবে। 36তখন আপনি স্বর্গ
থেকে তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেবেন আর আমাদের
পাপ ক্ষমা করবেন। মানুষকে সৎ পথে চলার শিক্ষা
দিয়ে, হে প্রভু, আবার আপনি তাদের রুক্ষ জমি বৃষ্টিতে
ভিজিয়ে দেবেন।

37"হয়তো এই জমি এতোই শুকিয়ে যাবে যে এখানে
আর কোন ফসল জন্মাবে না। অথবা হয়তো লোকেরা
কোন মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত হবে, অথবা হয়তো
সমস্ত শস্য কীট-পতঙ্গের দ্বারা ধ্বংস হবে, কিংবা
আপনার ভক্তরা তাদের বাসস্থানে শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত
হবে, অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়বে। 38কখনো যদি এরকম
কিছু ঘটে আর তখন যদি অন্তত একজনও তার পাপের
কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত চিত্তে এই মন্দিরের দিকে
দুহাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করে, 39তাহলে আপনি আপনার
স্বর্গের বাসভূমি থেকে তার সেই ডাকে সাড়া দেবেন।
সমস্ত লোককে ক্ষমা করে তাদের সাহায্য করবেন।
একমাত্র আপনিই অন্তর্যামী তাই প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে
নিরপেক্ষভাবে আপনি বিচার করেন, 40যাতে যতদিন
তারা এখানে তাদের পূর্বপুরুষদের, আপনার দেওয়া
এই ভূখণ্ডে বাস করে ততদিন আপনাকে ভয় ও ভক্তি
করে চলে। 41-42দূরদূরান্তরের লোক আপনার মহিমা ও
ক্ষমতার কথা জানতে পেরে এখানে এই মন্দিরে এসে
প্রার্থনা করবে। 43আপনি আপনার স্বর্গের বাসভূমি থেকে
তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ
করবেন। তাহলে এইসব ব্যক্তিরা আপনার ইস্রায়েলের
লোকেদের মতোই আপনাকে ভয় ও ভক্তি করবে।
আর সকলে সব জায়গায় জানবে আপনার প্রতি সম্মান
প্রকাশ করে আমি এই মন্দির বানিয়েছিলাম।

44"কখনো কখনো আপনাকে আপনার অনুচরদের
শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতে হবে। তখন
আপনার লোকেরা আপনার মনোনীত করা এই স্থানে
আমার বানানো শহরে আসবে এবং আপনার কাছে
প্রার্থনা করবে। 45স্বর্গ থেকে আপনি তাদেরও প্রার্থনায়
সাড়া দিয়ে তাদের সাহায্য করবেন। 46আপনার লোকেরা
আপনার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করবে। একথা আমি জানি
কারণ মানুষ মাত্রেই পাপ করে। আর আপনি তাদের
প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের শত্রুদের হাতে পরাজিত হতে
দেবেন। শত্রুরা তাদের বন্দী করে কোনো দূর দেশে
নিয়ে যাবে। 47সেই দূরের দেশে বসে আপনার লোকেরা
কি হয়েছে ভেবে তাদের পাপ কর্মের জন্য অনুতপ্ত
হয়ে আবার আপনারই কাছে প্রার্থনা করে বলবে, 'আমরা
পাপ করেছি। আমরা ভুল করেছি।' 48সেই দূর দেশে
থেকেও তারা এই দেশের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে যে দেশটি
আপনি তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলেন এবং এই শহর
যেটি আপনার মনোনীত এবং এই মন্দির যেটি আপনার
সম্মানে আমি নির্মাণ করেছি, সেটির দিকে ঘুরে দাঁড়াবে
এবং তারা আপনার কাছে প্রার্থনা করবে। 49তাহলে
স্বর্গ থেকে আপনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন। 50আপনার
লোকেদের তাদের পাপ থেকে মুক্তি দেবেন এবং
আপনার প্রতি তাদের পাপাচরণকে ক্ষমা করবেন।
তাদের শত্রুদের তখন তাদের প্রতি নরম মনোভাব
করে তুলবেন। 51মনে রাখবেন, ওরা আপনারই ভক্ত।
আপনিই ওদের মিশর থেকে, গরমচুল্লী থেকে বের
করার মতো করে বাঁচিয়েছিলেন।

52"প্রভু ঈশ্বর, দয়া করে যখনই আমি এবং আপনার
ইস্রায়েলের লোকেরা আপনার কাছে প্রার্থনা করবো,
তখনই সেই প্রার্থনায় সাড়া দেবেন। 53পৃথিবীর সমস্ত
লোকেদের মধ্যে থেকে তাদের আপনি নিজে আপনার
একান্ত ভক্ত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। প্রভু, মোশির
মাধ্যমে আমাদের মিশর থেকে বের করে আনার সময়
আপনি পূর্বপুরুষদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে
আমাদের জন্যও আপনি ওরকম করবেন।"

54শলোমন বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাত
আকাশে তুলে ঈশ্বরের কাছে এই সুদীর্ঘ প্রার্থনা করলেন।
প্রার্থনা শেষ হলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 55তারপর
উচ্চ স্বরে ঈশ্বরকে ইস্রায়েলের সমস্ত মানুষকে আশীর্বাদ
করতে বললেন। শলোমন বললেন:

56"প্রভুর প্রশংসা করো! তিনি তাঁর লোকেদের,
ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের বিশ্রাম দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন, কথা মতো তিনি আমাদের বিশ্রাম
দিয়েছেন। প্রভু তাঁর অনুগত দাস মোশির মাধ্যমে
ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন

তার সবকটিই তিনি পূর্ণ করেছেন। 57আমি প্রার্থনা
করি, প্রভু, আমাদের ঈশ্বর যেভাবে আমাদের
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ছিলেন, ঠিক সেভাবেই যেন তিনি
আমাদেরও পাশে থাকেন, কখনো আমাদের পরিত্যাগ
না করেন। 58আমি প্রার্থনা করছি যে আমরা সকলে
তাঁকেই অনুসরণ করবো। তাঁর বিধি নির্দেশ ও
আদেশগুলি মেনে চলবো যেগুলো তিনি আমাদের
পূর্বপুরুষদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। 59আমি আশা
করছি আমাদের প্রভু ঈশ্বর সর্বদা এই প্রার্থনার কথা
এবং আমার অনুরোধ মনে রাখবেন। আমি প্রার্থনা
করছি, প্রভু যেন প্রতিদিন রাজা, তাঁর ভৃত্য ও তাঁর
সমস্ত ইস্রায়েলবাসীদের জন্য এগুলো করেন।60প্রভু
যদি তা করেন তাহলে সমস্ত পৃথিবীবাসী জানতে পারবে
যে প্রভুই একমাত্র সত্য ঈশ্বর। 61তোমরা সকলে
আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রতি অনুগত এবং সত্যবদ্ধ
থাকবে এবং তাঁর বিধি ও আদেশগুলি এখনকার মতোই
ভবিষ্যতেও মেনে চলবে।”

62তারপর রাজা শলোমন ও ইস্রায়েলের লোকেরা
একসঙ্গে প্রভুর উদ্দেশ্যে বলিদান করলেন। 63সেদিন
শলোমন মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে 22,000 গবাদি পশু ও
1,20,000 মেষ বলি দিয়েছিলেন। এভাবে রাজা ও
ইস্রায়েলের লোকেরা মিলে প্রভুর মন্দির উৎসর্গ
করেছিল।

64এছাড়া রাজা শলোমন হোমবলি, শস্য নৈবেদ্য
এবং বলিপ্রদও পশুর চর্বি নৈবেদ্য দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণটি
উৎসর্গ করলেন। তিনি এরকম করলেন কারণ প্রভুর
পিতলের বেদীটি খুব বেশী বড় ছিল না যে এত সব
নৈবেদ্য ধারণ করতে পারে।

65সেদিন মন্দিরে থেকে রাজা শলোমন ও
ইস্রায়েলের লোকেরা এইভাবে ছুটি* উদযাপন
করেছিল। উত্তরে হমাতের প্রবেশ দ্বার থেকে দক্ষিণে
মিশর পর্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দাই সেদিন সেখানে
উপস্থিত ছিল। তারা সাতদিন ধরে পানাহার, উৎসব ও
স্ফুর্তির মধ্যে দিয়ে প্রভুর সঙ্গে সময় কাটাল। তারপর
আরো সাতদিন সেখানে থাকল। অর্থাৎ একটানা 14
দিন ধরে তারা উৎসব করল। 66পরের দিন শলোমন
সকলকে বাড়ীতে ফিরে যেতে বললেন। তারা সকলে
রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে
বাড়ি ফিরে গেল। তারা সকলেই প্রভু তাঁর দাস ও
ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য যেসব ভাল কাজ
করেছিলেন সেইসব ভেবে খুবই উৎফুল্ল ছিল।

শলোমনের কাছে ঈশ্বরের পুনরাগমন

9 শলোমন প্রভুর মন্দির ও তাঁর রাজপ্রাসাদ বানানোর
কাজ শেষ করলেন। তিনি যা যা বানাতে চেয়েছিলেন
সবই বানিয়েছিলেন। 2এরপর প্রভু আবার শলোমনকে
দেখা দিলেন, যেভাবে তিনি গিবিয়োনে তাঁকে স্বপ্নদর্শন
দিয়েছিলেন সেভাবে। 3প্রভু তাঁকে বললেন, “তোমার
প্রার্থনা এবং তুমি যা যা আমার কাছে চেয়েছ সে সবই
আমি শুনেছি। তুমি এই মন্দির বানিয়েছ এবং আমি
এটিকে একটা পবিত্র স্থানে পরিণত করেছি যাতে আমি
এখানে সর্বদাই পূজিত হই। আমি সবসময়েই এখানে
দৃষ্টি রাখব এবং এখানকার কথা মনে রাখবো। 4তোমার
পিতা দায়ূদ যেভাবে আমার সেবা করেছিলেন,
তোমাকেও সেভাবেই আমার সেবা করতে হবে। দায়ূদ
ছিলেন সৎ ও পরিশ্রমী। তুমি অবশ্যই আমার বিধিগুলি
এবং আর যা যা আমি তোমায় আদেশ দেব মেনে
চলবে।

5“আর তা যদি তুমি করো আমি অবশ্যই খেয়াল
রাখবো যাতে ইস্রায়েলের রাজ সিংহাসনে সদাসর্বদা
তোমারই পরিবারের কেউ আসীন হয়। তোমার পিতা
রাজা দায়ূদকেও আমি এই একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।
আমি বলেছিলাম ইস্রায়েল সর্বদা তারই কোনো না
কোনো উত্তরপুরুষ দ্বারা শাসিত হবে।

6-7“কিন্তু যদি কখনো তুমি ও তোমার সন্তান-
সন্ততিরা আমাকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দাও, আমার
দেওয়া বিধি-আদেশগুলি পালন না করো এবং অন্য
কোনো মূর্ত্তির পূজা করো, তাহলে আমি আমার দেওয়া
এই ভূমি ত্যাগ করতে তাদের বাধ্য করবো। এবং আমি
এই পবিত্র মন্দির যেখানে আমার উপাসনা হয়, তা
ধ্বংস করব। তখন ইস্রায়েলের ঘটনা সবার কাছে খারাপ
দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, সকলে ইস্রায়েলকে নিয়ে পরিহাস
করবে। 8এই মন্দির ধ্বংস হবে। যে দেখবে সেই
অত্যাশ্চর্য্য হবে এবং শিস্ দিয়ে হৈচৈ করবে।তখন যে
এই মন্দির দেখবে প্রশ্ন করবে, ‘প্রভু কেন এই মন্দির
ও এই ভূখণ্ডের লোকেদের প্রতি এমন সাংঘাতিক
কাণ্ড করলেন।’ 9অন্যরা তাদের উত্তর দিয়ে বলবে,
‘এরা তাদের প্রভুকে ত্যাগ করেছিল বলেই এই ঘটনা
ঘটেছে। প্রভু তাদের পূর্বপুরুষদের মিশর থেকে বের
করে নিয়ে আসা সত্ত্বেও তারা তাঁকে উপাসনা করেনি
এবং অন্য মূর্ত্তির সেবা করেছিল, তাই প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে
তাদের জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে তুলেছেন।’”

10প্রভুর মন্দির ও নিজের রাজপ্রাসাদ নির্মাণের
কাজ শেষ করতে রাজা শলোমনের 20 বছর লেগেছিল।
11তারপর তিনি সোরের রাজা হীরমকে গালীল প্রদেশের
20টি শহর উপহার দিয়েছিলেন। কারণ রাজা হীরম,
শলোমনকে এরস গাছ ও দেবদারু গাছের কাঠ প্রয়োজন
মতো সোনা দিয়ে প্রভুর মন্দির বানানোর কাজে সাহায্য
করেছিলেন।

12হীরম তখন সোর থেকে শলোমনের দেওয়া
শহরগুলো দেখতে এলেন। কিন্তু এই শহরগুলো দেখে
তিনি মোটেই খুশি হলেন না। 13তিনি শলোমনকে
বললেন, “ভাই আমার, এ শহরসমূহ কি এমন যে তুমি
আমাকে উপহার দিলে?” হীরম এইসব ভূখণ্ডের নাম
কাবূল দিয়েছিলেন এবং আজ পর্যন্ত ঐ অঞ্চল কাবূল
নামেই পরিচিত। 14হীরম রাজা শলোমনকে মন্দির
তৈরীর কাজে ব্যবহারের জন্য প্রায় 9,000 পাউণ্ড সোনা
পাঠিয়েছিলেন।

ছুটি এটি সম্ভবতঃ নিস্তারপর্ব।

15মন্দির এবং প্রাসাদ নির্মাণের সময় রাজা শলোমন
ক্রীতদাসদের কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন। রাজা
শলোমন মিল্লো, জেরুশালেম শহরের দেওয়াল নির্মাণ
করেছিলেন এবং তারপর হাৎসোর, মগিদ্দো ও গেষর
নামে শহরগুলি বানিয়েছিলেন।

16অতীতে মিশরের রাজা গেষরে কনানীয়দের সঙ্গে
যুদ্ধ করে তাদের হত্যা করে শহরটি জ্বালিয়ে
দিয়েছিলেন। মিশরের ফরৌণের মেয়েকে বিয়ে করার
সময়, ফরৌণ শলোমনকে গেষর শহরটি যৌতুক দেন।
17শলোমন সেই শহরটাকে আবার নতুন করে গড়ে
তুললেন। এছাড়াও শলোমন নিম্ন বৈৎ-হোরোণ, 18বালৎ
ও তামর মরু শহর দুটি বানিয়েছিলেন। 19শস্য ও অন্যান্য
সামগ্রী সুরক্ষিত রাখার জন্যও শলোমন কয়েকটি নগর
নির্মাণ করেন। নিজের রথ ও ঘোড়া রাখার জায়গাও
তিনি বানিয়েছিলেন। জেরুশালেম, লিবানোন ও অন্যান্য
যেসব জায়গা শলোমন শাসন করেছিলেন সেইসব
জায়গায় তিনি যা যা বানাতে চেয়েছিলেন তা
বানিয়েছিলেন।

20দেশে ইস্রায়েলীয় ছাড়াও ইমোরীয়, হিত্তীয়,
পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় প্রভৃতি অনেক বাসিন্দা
বাস করতো। 21ইস্রায়েলীয়রা তাদের বিনষ্ট করতে
পারেনি। কিন্তু শলোমন তাদের ক্রীতদাস হিসেবে কাজ
করতে বাধ্য করান। তারা এখনো ক্রীতদাস হিসেবেই
আছে। 22তবে রাজা শলোমন কখনো কোন
ইস্রায়েলীয়কে তাঁর দাসত্ব করতে দেননি। ইস্রায়েলীয়রা
সৈনিক, সেনাপতি, সেনাধিনায়ক, আধিকারিক, সারথী
বা রথ পরিচালক হিসেবে কাজ করতো।

23শলোমনের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য সব মিলিয়ে
550 পরিদর্শক ছিল, তারা, অন্যান্য যারা কাজ করত
তাদের তত্ত্বাবধান করত। 24ফরৌণের কন্যা দায়ূদ শহর
থেকে শলোমন তাঁর জন্য যে বড় বাড়িটি বানিয়েছিলেন
সেখানে চলে আসার পর শলোমন মিল্লো বানান।

25প্রতি বছর তিন বার করে শলোমন তাঁর বানানো
প্রভুর মন্দিরের বেদীতে হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য
উৎসর্গ করতেন। এছাড়াও তিনি মন্দিরে ধূপধূনো দেবার
ব্যবস্থা করেন ও মন্দিরের যা কিছু নিয়মিত প্রয়োজন
তা যোগাতেন।

26রাজা শলোমন ইদোম দেশে সূফ সাগরের তীরে
এলাতের কাছে ইৎসিয়োন-গেবরে কিছু জাহাজ
বানিয়েছিলেন। 27রাজা হীরমের রাজ্যে কিছু নাবিক
ছিলেন, যারা সমুদ্রের সব খবরাখবর রাখত। তিনি
এইসব নাবিকদের শলোমনের নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে,
তাঁর লোকেদের সঙ্গে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।
28শলোমন তাঁর জাহাজ ওফীরে পাঠানোর পর তারা
সেখান থেকে শলোমনের জন্য 31,500 পাউণ্ড সোনা
এনেছিল।

শিবার রাণী শলোমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন

10 শিবার রাণী লোকমুখে শলোমনের খ্যাতি ও
প্রজ্ঞার কথা শুনতে পেয়ে তাঁকে কঠিন প্রশ্ন
দিয়ে পরীক্ষা করতে এলেন। 2তিনি বহু দাস-দাসীদের
নিয়ে জেরুশালেমে উপস্থিত হলেন। তিনি অজস্র উটে
করে নানাধরণের মশলাপাতি, অলঙ্কার ও সোনা নিয়ে
এলেন এবং শলোমনের সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর
শলোমনকে সম্ভাব্য বহুবিধ কঠিন প্রশ্ন করলেন।
3শলোমনের কাছে সেইসব প্রশ্ন খুব একটা কঠিন ছিল
না। তিনি তার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন। 4তখন শিবার
রাণী উপলব্ধি করলেন যে সত্যিই শলোমন খুবই জ্ঞানী।
5তিনি তাঁর সুন্দর রাজপ্রাসাদটিও দেখলেন, তাঁর
ভোজসভার বিলাসবহুল আয়োজন, সেনাপতিদের
বৈঠক, প্রাসাদের ভৃত্য ও তাদের বহুমূল্য পোশাক,
মন্দিরের অনুষ্ঠান ও বলিদানের রকমসকম দেখে বিস্ময়ে
বাকরহিত হয়ে গেলেন।

6তিনি তখন রাজা শলোমনকে বললেন, “আমি
আমার নিজের দেশে বসে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও
কীর্তিকলাপের বহু খ্যাতি শুনেছিলাম। এখন দেখছি
তার এক কণাও মিথ্যা নয়। 7আমি নিজের চোখে না
দেখা পর্যন্ত এসব কথা বিশ্বাস করিনি কিন্তু এখন
দেখতে পাচ্ছি, লোকমুখে যা শুনেছিলাম আপনার
বুদ্ধিমত্তা ও সম্পদ তার চেয়েও অনেক বেশি। 8সত্যিই
আপনার লোকেরা ও ভৃত্যরা খুবই ভাগ্যবান কারণ
তাঁরা প্রতিদিন আপনার সেবা করতে পায় ও আপনার
সান্নিধ্যে থেকে আপনার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনতে পায়।
9প্রভু, আপনার ঈশ্বরকে প্রশংসা করুন! তিনি নিশ্চয়ই
আপনার প্রতি সন্তুষ্ট, তাই আপনাকে ইস্রায়েলের
রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছেন। প্রভু ঈশ্বর ইস্রায়েলকে
ভালোবাসেন বলেই আপনাকে এদেশের রাজা করেছেন।
আপনি বিধি মেনে নিরপেক্ষভাবে প্রজাদের শাসন
করেন।”

10এরপর শিবার রাণী রাজা শলোমনকে প্রায় 9,000
পাউণ্ড সোনা, বহু মশলাপাতি ও অলঙ্কার উপহার
দিলেন। তিনি রাজাকে যে পরিমাণ মশলাপাতি
দিয়েছিলেন তার পরিমাণ এতদিন পর্যন্ত ইস্রায়েলে যে
মশলাপাতি প্রবেশ করেছিল তার চেয়েও বেশি।

11এদিকে হীরমের নৌবহর ওফীর থেকে সোনা
ছাড়াও বহু পরিমাণ কাঠ ও অলঙ্কার নিয়ে এসেছিল।
12শলোমন সেইসব কাঠ দিয়ে রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরের
ঠেকা দেওয়া ছাড়াও মন্দিরের গায়কদের জন্য বীণা
ও বাদ্যযন্ত্র বানিয়ে দিয়েছিলেন। তখনও পর্যন্ত
ইস্রায়েলের কোনো লোকই সেই ধরণের কাঠ চোখে
দেখেনি এবং সেই সময়ের পরও আর কেউ সে ধরণের
কাঠ দেখেনি।

13প্রথামতো রাজা শলোমন এক শাসক হিসেবে
আরেক শাসক শিবার রাণীকে বহু উপহার দিলেন।
এছাড়াও তিনি শিবার রাণীকে, তিনি যা যা চেয়েছিলেন
সবই দিয়েছিলেন। এরপর শিবার রাণী ও তাঁর দাসদাসীরা
নিজের দেশে ফিরে গেলেন।

14প্রতি বছর রাজা শলোমন প্রায় 79,920 পাউণ্ড
সোনা পেতেন। 15এছাড়াও তিনি তাঁর নৌ-বহরের
ব্যবসায়ী ও বণিকদের কাছ থেকে আরবের শাসক ও

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছ থেকে বহু পরিমাণে সোনা
পেতেন।
16রাজা শলোমন পেটানো সোনা দিয়ে 200টি বড়
ঢাল বানিয়েছিলেন। প্রতি ঢালে প্রায় 15 পাউণ্ড করে
সোনা ছিল। 17তিনি পেটানো সোনা দিয়ে আরো 300
টি ঢাল বানিয়েছিলেন; তার প্রত্যেক ঢালে 4 পাউণ্ড
করে সোনা ছিল। এই ঢালগুলোকে তিনি "লিবানোনের-
জঙ্গল" নামের বাড়ীতে রেখেছিলেন।
18রাজা শলোমন খাঁটি সোনায় মোড়া হাতির দাঁতের
একটা বিশাল সিংহাসন বানিয়েছিলেন। 19সেই
সিংহাসনটায় দুটো ধাপ বেয়ে উঠতে হতো। সিংহাসনের
পেছনের দিকটা ওপরে গোলাকার ছিল। বসার জায়গার
দুধারেই ছিল হাতল লাগানো। আর দুদিকের হাতলের
তলায় আঁকা ছিল সিংহের ছবি। 20ওঠার সিঁড়ির ছটি
ধাপের প্রত্যেকটার শেষেও একটা করে সিংহের মূর্ত্তি
ছিল। আর কোনো দেশেই এধরণের রাজসিংহাসন ছিল
না। 21রাজা শলোমনের ব্যবহার্য সমস্ত পেয়ালা ও
গ্লাস ছিল সোনায় বানানো। "লিবানোনের জঙ্গল" বাড়ির
সমস্ত পাত্রও ছিল খাঁটি সোনার। রাজপ্রাসাদের কোন
কিছুই রূপোর ছিল না। শলোমনের সময়ে চতুর্দিকে
এতো বেশি সোনা ছিল যে লোকেরা রূপোকে কোনো
মূল্যবান ধাতু বলে মনেই করত না।
22অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য রাজা
শলোমনের বাণিজ্য তরী ছিল। এগুলো আসলে ছিল
হীরমেরই জাহাজ। তিন বছর অন্তর এই সমস্ত জাহাজ
সোনা, রূপা, হাতির দাঁত ও পশু পাখিতে ভর্তি হয়ে
ফিরে আসত।
23শলোমন ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজা।
তিনি ছিলেন সব চেয়ে বেশী ধনী ও পণ্ডিত। 24সব
জায়গার লোকেরাই শলোমনের দর্শন পেতে চাইতো,
তারা শলোমনের ঈশ্বর-প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেতে
চাইতো এবং তাঁর কথা শুনতে চাইতো। 25প্রতি বছর
দূরদূরান্তের দেশ থেকে বহু লোক সোনা এবং রূপোর
জিনিসপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, মশলাপাতি,
ঘোড়া এবং খচ্চর উপহার নিয়ে রাজা শলোমনের
সঙ্গে দেখা করতে আসতো।
26সে জন্য শলোমনের অনেক রথ ও ঘোড়া ছিল।
তাঁর কাছে 1,400 রথ ও 12,000 ঘোড়া ছিল। আলাদা
শহর বানিয়ে সেইসব শহরে এই রথগুলো রাখা থাকত
আর জেরুশালেমে তাঁর নিজের কাছে শলোমন অল্প
কিছু রথ রেখে দিয়েছিলেন। 27ইস্রায়েলকে তিনি সম্পদে
ও ঐশ্বর্যে ভরে দিয়েছিলেন। জেরুশালেম শহরে রূপো
ছিল পাথরের মতোই সাধারণ। এরস গাছও ছিল পাহাড়ি
গাছগাছালির মতো সহজলভ্য। 28শলোমন মিশর ও কূ
থেকে ঘোড়া এনেছিলেন। তাঁর বণিকেরা কূ থেকে
কিনে এই সমস্ত ঘোড়া ইস্রায়েলে নিয়ে আসতো।
29মিশর থেকে আনা একটা রথের দাম পড়ত প্রায় 15
পাউণ্ড রূপোর সমান। আর ঘোড়ার দাম পড়ত 3 3/4
পাউণ্ড রূপোর সমান। শলোমন হিত্তীয় ও অরামীয়
রাজাদের কাছে ঘোড়া ও রথ বিক্রি করতেন।

শলোমন ও তাঁর বহু পত্নী

11 রাজা শলোমন নারীদের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন।
তিনি এমন অনেক মহিলাকে ভালোবেসেছিলেন
যারা ইস্রায়েলের বাসিন্দা নয়। মিশরের ফরৌণের কন্যা
ছাড়াও শলোমন হিত্তীয়া, মোয়াবীয়া, অম্মোনীয়া,
ইদোমীয়া, সীদোনীয়া প্রভৃতি অনেক বিজাতীয় রমণীকে
ভালোবাসতেন। 2অতীতে প্রভু ইস্রায়েলের লোকেদের
এব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, "তোমরা অন্য
দেশের লোকেদের বিয়ে করবে না, কারণ তাহলে ওরা
তাদের মূর্ত্তিকে পূজা করতে তোমাদের প্রভাবিত
করবে।" কিন্তু তা সত্ত্বেও শলোমন বিজাতীয় রমণীদের
প্রেমে পড়েন। 3শলোমনের 700 জন স্ত্রী ছিল। (যারা
সকলেই অন্যান্য দেশের নেতাদের কন্যা।) এছাড়াও
তাঁর 300 জন ক্রীতদাসী উপপত্নী ছিল। শলোমনের
পত্নীরা তাঁকে ঈশ্বর বিমুখ করে তুলেছিল। 4শলোমনের
তখন বয়স হয়েছিল, স্ত্রীদের পাল্লায় পড়ে তিনি অন্যান্য
মূর্ত্তির পূজা করতে শুরু করেন। তাঁর পিতা রাজা
দায়ূদের মতো একনিষ্ঠভাবে শলোমন শেষ পর্যন্ত প্রভুকে
অনুসরণ করেন নি। 5শলোমন সীদোনীয় দেবী অষ্টোরত
এবং অম্মোনীয়দের ঘৃণ্য পাষাণ মূর্ত্তি মিল্‌কমের অনুগত
হন। 6অতএব শলোমন প্রভুর সামনে ভুল কাজ করলেন।
তিনি পুরোপুরি প্রভুর শরণাগত হননি যেভাবে তাঁর
পিতা দায়ূদ হয়েছিলেন।
7এমনকি তিনি মোয়াবীয়দের ঘৃণ্য মূর্ত্তি কমোশের
আরাধনার জন্য জেরুশালেমের পাশেই পাহাড়ে একটা
জায়গা বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ একই পাহাড়ে তিনি ঐ
ভয়ংকর মূর্ত্তির আরাধনার জন্যও একটি জায়গা
বানিয়েছিলেন। 8এইভাবে রাজা শলোমন তাঁর প্রত্যেকটি
ভিনদেশী স্ত্রীর আরাধ্য মূর্ত্তির জন্য একটি করে পূজোর
জায়গা করে দেন, আর তাঁর স্ত্রীরা ধুপধুনো দিয়ে
সেইসব জায়গায় তাদের মূর্ত্তিসমূহের কাছে বলিদান
করত।
9এইভাবে রাজা শলোমন প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের,
কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। সুতরাং প্রভু
শলোমনের প্রতি খুব ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি দুবার
শলোমনকে দেখা দিয়ে, 10তাঁকে অন্য মূর্ত্তির পূজা করতে
নিষেধ করা সত্ত্বেও শলোমন সেই নিষেধ মানেন নি।
11তখন প্রভু শলোমনকে বললেন, "শলোমন, তুমি চুক্তি
ভঙ্গ করেছ। তুমি আমার আদেশ মেনে চলোনি। আমিও
কথা দিলাম তোমার রাজত্ব তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে
নেব এবং আমি তা তোমার কোন একটি ভৃত্যের
হাতে তুলে দেব। 12কিন্তু যেহেতু আমি তোমার পিতা
দায়ূদকে ভালোবাসতাম আমি তোমার জীবদ্দশায়
তোমার রাজ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব না।
তোমার সন্তান রাজা না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা
করব। আর তারপর আমি তার কাছ থেকে এই রাজত্ব
কেড়ে নেব। 13তবে আমি তার কাছ থেকে গোটা রাজত্ব
কেড়ে নেব না, তার শাসন করার জন্য একটি
পরিবারগোষ্ঠী রেখে দেব। দায়ূদের কথা ও
জেরুশালেমের কথা ভেবেই আমি এই অনুগ্রহ করব

কারণ দায়ূদ আমার পরম অনুগত সেবক ছিল। আর তাছাড়া এই জেরুশালেম শহরকে আমি নিজেই বেছে নিয়েছিলাম।"

শলোমনের শত্রুপক্ষ

14সেসময় প্রভু ইদোমীয় হদদকে শলোমনের শত্রু করে তুললেন। হদদ ছিলো ইদোমের রাজপরিবারের সন্তান। 15একসময়ে দায়ূদ ইদোমকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান যোয়াব তখন ইদোমে নিহতদের কবর দিতে যান। সে সময়ে ইদোমে অবশিষ্ট যারা জীবিত ছিল যোয়াব তাদেরও হত্যা করেছিলেন। 16যোয়াব ও ইস্রায়েলের লোকেরা সে সময়ে 6 মাস ইদোমে ছিলেন। এইসময়ে তারা সমস্ত ইদোমীয়দের হত্যা করেন। 17সেসময়ে হদদ ছিল নেহাতই শিশু। সে মিশরে পালিয়ে যায়। তার পিতার কিছু ভৃত্যও তখন তার সঙ্গে গিয়েছিল। 18মিদিয়ন পার হয়ে তারা পারণে গিয়ে পৌঁছলে আরো কিছু লোক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর এই গোটা দলটি মিশরে গিয়ে ফারৌণের সাহায্য প্রার্থনা করল। ফারৌণ হদদকে একটা বাড়ি ও কিছু জমি ছাড়াও তার খাবার-দাবার দেখাশোনার ব্যবস্থা করেন।

19ফারৌণ হদদকে খুবই পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর শালীর সঙ্গে হদদের বিয়ে দিয়েছিলেন। (রানী তহ্পনেষ ফরৌণের স্ত্রী ছিলেন।) 20ফারৌণের স্ত্রী তহ্পনেষের বোনকে হদদ বিয়ে করার পর গনুবৎ নামে তার একটি পুত্র হয়। রাণী তহ্পনেষ গনুবৎকে ফরৌণের প্রাসাদে তাঁর নিজের সন্তানদের সঙ্গে মানুষ হতে দিয়েছিলেন।

21এদিকে মিশরে থাকাকালীন হদদ দায়ূদের মৃত্যু সংবাদ পেল। সেনাপতি যোয়াবের মৃত্যুর খবরও তার কানে পৌঁছাল। তখন হদদ ফারৌণকে বলল, "আমাকে আমার নিজের দেশের বাড়িতে ফিরে যেতে দিন।"

22কিন্তু ফারৌণ তার উত্তরে বললেন, "আমি তোমাকে এখানে তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা দিয়েছি। তবু কেন তুমি তোমার নিজের দেশে ফিরে যেতে চাইছ?"

হদদ মিনতি করে বলল, "দয়া করে আমায় বাড়িতে ফিরতে দিন।"

23ইলিয়াদার পুত্র রষোণকেও ঈশ্বর শলোমনের শত্রু করে তুলেছিলেন। রষোণ তার মনিব সোবার রাজা হদদেষরের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল। 24দায়ূদ সোবার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে হারানোর পর রষোণ কিছু লোকেদের জোগাড় করে একটা ছোট সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে বসেন। এরপর রষোণ দম্মেশকে গিয়ে সেখানকার রাজা হন। 25রষোণ অরামে রাজত্ব করতেন ও ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্বেষ ছিল। যে কারণে শলোমনের জীবদ্দশায় রষোণ ইস্রায়েলের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলেন। রষোণ ও হদদ দুজনেই ইস্রায়েলে নানান ঝামেলা পাকিয়েছিলেন।

26নবাটের পুত্র যারবিয়াম ছিল শলোমনের জনৈক ভৃত্য। সরেদানিবাসী যারবিয়াম ছিল ইফ্রয়িমীয় পরিবারগোষ্ঠীর লোক। তার বিধবা মায়ের নাম ছিল সরূয়া। এই যারবিয়ামও রাজার বিপক্ষে যোগ দিয়েছিল।

27এই হল সেই গল্প, কেন যারবিয়াম রাজার বিরুদ্ধে গেল। শলোমন তখন মিল্লো নির্মাণ করছিলেন এবং দায়ূদ তাঁর পিতার নামে শহরের দেওয়াল গাঁথছিলেন। 28যারবিয়াম যথেষ্ট শক্তসমর্থ ছিল এবং শলোমন দেখলেন, 'এই তরুণটি একজন সুদক্ষ কর্মী।' তখন তিনি যারবিয়ামকে যোষেফ পরিবারগোষ্ঠীর কর্মীদের অধ্যক্ষ করে দিলেন। 29একদিন যখন যারবিয়াম জেরুশালেম থেকে বাইরে যাচ্ছিল তখন শীলোনীয় ভাববাদী অহিয়ের সঙ্গে তার পথে দেখা হল। অহিয় একটি নতুন জামা পরেছিলেন। 30সেই জনশূন্য প্রান্তরে অহিয় তাঁর নতুন জামাটিকে ছিঁড়ে বারোটি টুকরো করেন।

31তারপর যারবিয়ামকে বললেন, "জামার 10টি টুকরো তোমার নিজের জন্য নাও। প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন, 'আমি শলোমনের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে তোমায় 10 টি পরিবারগোষ্ঠী দিয়ে দেব। 32আমি দায়ূদের উত্তরপুরুষদের শুধুমাত্র একটি পরিবারগোষ্ঠীর ওপর শাসন করতে দেব। আমার পরমভক্ত দায়ূদ ও জেরুশালেমের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এটুকু করব। ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবারগোষ্ঠীর থেকে আমিই স্বয়ং জেরুশালেমকে বেছে নিয়েছিলাম। 33আমি শলোমনের কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নেব কারণ শলোমন আমার উপাসনা বন্ধ করেছে। শলোমন সীদোনীয়দের মূর্ত্তি অষ্টোরত, মোয়াবীয়দের মূর্ত্তি কমোশ ও আম্মোনীয়দের মিল্কমের আরাধনা করছে। শলোমন ভালো ও সঠিক কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। সে আর এখন আমার বিধি ও আদেশ মেনে চলে না। ওর পিতা দায়ূদ যেভাবে জীবনযাপন করেছিল শলোমন আর সেভাবে জীবনযাপন করে না। 34একারণেই আমি শলোমনের পরিবারের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেব। কিন্তু আমার একনিষ্ঠ ভক্ত শলোমনের পিতা দায়ূদের কথা মনে রেখে শলোমনকে তার বাকী জীবনটুকু শাসক থাকতে দেব। 35তবে তার পুত্রের হাত থেকে আমি অবশ্যই রাজত্ব নিয়ে নেব। আর তারপর তার থেকে দশটি পরিবারগোষ্ঠী যারবিয়াম তোমাকে শাসন করতে দেব। 36শলোমনের সন্তান একটি পরিবারগোষ্ঠীর ওপর শাসন করবে। কারণ জেরুশালেমে যে শহরটি আমার নিজের বলে আমি বেছে নিয়েছিলাম সবসময়েই দায়ূদের কোনো উত্তরপুরুষ তা শাসন করবে। 37কিন্তু, তা বাদে, আমি তোমায় তোমার চাহিদামত আর সমস্ত কিছুরই ওপর শাসন করতে দেব। তুমি ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যগুলি শাসন করবে। 38যদি তুমি সৎ পথে থেকে আমার নির্দেশ মেনে চলো, তাহলেই আমি তোমার জন্য এই সব করব। তুমি যদি দায়ূদের মতো আমার বিধি ও আদেশ মেনে চলো তাহলে আমি তোমার পাশে থাকব এবং তোমার বংশকে রাজবংশে পরিণত করব, যেমন আমি দায়ূদের জন্য করেছিলাম। ইস্রায়েল আমি তোমার হাতে তুলে দেব। 39শলোমনের কৃতকার্যের

জন্যই আমি দায়ূদের বংশধরদের শাস্তি দেব, তবে অবশ্যই তা বরাবরের জন্য নয়।'"

শলোমনের মৃত্যু

40শলোমন যারবিয়ামকে হত্যা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যারবিয়াম তখন মিশরে পালিয়ে গেল এবং শলোমনের মৃত্যু পর্যন্ত যারবিয়াম মিশররাজ শীশকের আশ্রয়ে ছিল।

41শলোমন তার শাসনকালে বহু বড় বড় কাজ করেছিলেন। সেসব কথা 'শলোমনের ইতিহাস গ্রন্থে' লিপিবদ্ধ আছে।
42শলোমন জেরুশালেমের অন্তর্গত ইস্রায়েলে 40 বছর রাজত্ব করেছিলেন।
43তারপর তিনি যখন মারা গেলেন তাঁকে দায়ূদ শহরে সমাধিস্থ করা হল। এরপর রাজা হলেন শলোমনের পুত্র রহবিয়াম।

গৃহযুদ্ধ

12 1-2নবাটের পুত্র যারবিয়াম তখনও মিশরে লুকিয়ে ছিল। যখন সে শলোমনের মৃত্যু সংবাদ পেল, তার জন্মভূমি ইফ্রয়িমে পার্বত্য অঞ্চলের সেরেদতে ফিরে এল।

এদিকে রাজা শলোমনের মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হলে নতুন রাজা হলেন তার পুত্র রহবিয়াম।
3ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দা রহবিয়ামকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করতে শিখিমে গিয়েছিল। কারণ রহবিয়াম তখন সেখানেই ছিল। সকলে রহবিয়ামকে বলল,
4"আপনার পিতা আমাদের খাটিয়ে খাটিয়ে জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিলেন। আপনি দয়া করে আমাদের কাজের বোঝা একটু হালকা করে দিলেই আমরা আপনার হয়ে কাজ করব।"

5রহবিয়াম তাদের উত্তর দিলেন, "তোমরা তিনদিন পরে আমার কাছে এস। তখন আমি আমার সিদ্ধান্ত তোমাদের জানাব।" একথা শুনে সবাই ফিরে গেল।

6শলোমনের যে সমস্ত প্রবীণ পরামর্শদাতা তখনও জীবিত ছিলেন, রাজা রহবিয়াম তাদের তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, "আমার এক্ষেত্রে কি করা উচিৎ? আমি এদের কি বলব?"

7প্রবীণরা তাঁকে বললেন, "তুমি যদি আজ ওদের কাছে দাসের মতো হও, ওরা সত্যি তোমার সেবা করবে। তুমি যদি ওদের সঙ্গে দয়াপরবশ হয়ে কথা বলো, তাহলে ওরা চিরদিনই তোমার হয়ে কাজ করবে।"

8কিন্তু রহবিয়াম এই পরামর্শে কর্ণপাত করলো না। তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।
9সে তাদের বলল, "লোকেরা বলছে, 'আপনার পিতা যা কাজ দিতেন তার চেয়েও আমাদের হালকা কাজ দিন।' কি করা যায় বলো তো? আমি এখন ওদের কি বলি?"

10রাজার বন্ধুরা রহবিয়ামকে বলল, "শোন কথা! ওরা নাকি বলছে তোমার পিতা ওদের বেশি খাটাতেন। তুমি কেবলমাত্র ওদের ডেকে বলে দাও, 'দেখ হে, আমার কড়ে আঙ্গুল আমার পিতার পুরো দেহের চেয়েও শক্তিশালী।
11আমার পিতার জন্য তোমরা যে কাজ করেছ তার চেয়েও অনেক কঠিন কাজ আমি তোমাদের দিয়ে করাব। কাজ আদায় করার জন্য আমার পিতা তোমাদের শুধু চাবকাতেন, আমি ধারালো লোহা বসানো চাবুক দিয়ে চাবকাবো।'"

12রহবিয়াম লোকেদের তিনদিন পরে আসতে বলেছিলেন তাই ঠিক তিন দিন পরে ইস্রায়েলের লোকেরা আবার রহবিয়ামের কাছে ফিরে এল।
13রহবিয়াম তখন প্রবীণদের কথা না শুনে
14তার বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ অনুযায়ী বললেন, "আমার পিতা তোমাদের জোর করে বেশি খাটিয়েছিল বলছো, এখন আমি আরো বেশি খাটাবো। আমার পিতা তোমাদের শুধু চাবকেছেন, আমি লোহা বসানো চাবুক দিয়ে চাবকাবো।"
15অর্থাৎ রাজা লোকেদের আবেদনে সাড়া দিলেন না । প্রভুর অভিপ্রায়েই এই ঘটনা ঘটল। প্রভু নবাটের পুত্র যারবিয়ামের কাছে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখার জন্যই এই ঘটনা ঘটালেন। শীলোনীয় ভাববাদী অহিয়ের মাধ্যমে প্রভু যারবিয়ামের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন।

16ইস্রায়েলের সমস্ত লোক দেখল নতুন রাজা তাদের আবেদনে কর্ণপাত পর্যন্ত করল না। তখন তারা রাজাকে এসে বলল, "আমরা কি দায়ূদের পরিবারভুক্ত? মোটেই না। আমরা কি যিশয়ের জমির কোনো ভাগ পাই? না! তাহলে দেশবাসীরা চলো আমরা আমাদের নিজের বাড়িতে ফিরে যাই। দায়ূদের পুত্র তার নিজের লোকেদের ওপর রাজত্ব করুক।" একথা বলে ইস্রায়েলের লোকেরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেল।
17ইস্রায়েলের যে সমস্ত লোক যিহূদার শহরগুলিতে থাকত রহবিয়াম শুধুমাত্র তাদের ওপর রাজত্ব করেছিলেন।

18অদোরাম নামে একজন লোক কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান করত। রাজা তাকে ডেকে পাঠিয়ে লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেরা পাথর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলল। রহবিয়াম তখন কোনমতে তাঁর রথে চড়ে জেরুশালেমে পালিয়ে গেলেন।
19অতএব ইস্রায়েলের লোকেরা দায়ূদের পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং এখনও পর্যন্ত তারা দায়ূদ পরিবারবিরোধী।

20ইস্রায়েলের সমস্ত লোক যখন যারবিয়ামের ফিরে আসার কথা জানতে পারল, তারা একটি সমাবেশের আয়োজন করে তার সঙ্গে দেখা করে তাকেই সমগ্র ইস্রায়েলের রাজা হিসেবে ঘোষণা করল। একমাত্র যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী দায়ূদের পরিবারের অনুসরণ করতে লাগল।

21রহবিয়াম জেরুশালেমে ফিরে গেল এবং যিহূদা ও বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠীকে একত্রে জড়ো করলেন। এই দুই গোষ্ঠী মিলিয়ে মোট 1,80,000 জনের একটি সেনাবাহিনী গঠিত হল। রহবিয়াম ইস্রায়েলের লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তার রাজত্ব উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।

22কিন্তু প্রভু শময়িয় নামে এক ঈশ্বরের লোকের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন,
23"যাও যিহূদার

রাজা শলোমনের পুত্র রহবিয়াম আর যিহুদার লোকেরা ও বিন্যামীনকে গিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করতে বারণ করো। 24ওদের সকলকে ঘরে ফিরে যেতে বলো কারণ আমিই এইসব ঘটিয়েছি।" রহবিয়ামের সেনাবাহিনী প্রভুর আদেশ মেনে বাড়ি চলে গেল।

25শিখিম হল ইফ্রয়িমের পার্বত্য অঞ্চলের একটি শহর। যারবিয়াম শিখিমকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করে সেখানেই বসবাস করতে লাগল। পরে সে পনূয়েল নামে একটি শহরে গিয়ে সেটিকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করেছিলো।

26-27যারবিয়াম মনে মনে ভাবলেন, "যদি লোকেরা জেরুশালেমে প্রভুর মন্দিরে নিয়মিত যাতায়াত চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে তারা শেষ পর্যন্ত দায়ূদের উত্তরপুরুষদের দ্বারাই শাসিত হতে চাইবে। তারা আবার যিহুদার রাজা রহবিয়ামকে অনুসরণ করবে আর আমাকে হত্যা করবে।" 28তাই রাজা তার পরামর্শদাতাদের কাছে তার করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ চাইলেন। তারা রাজাকে তাদের পরামর্শ দিলেন। তখন যারবিয়াম দুটো সোনার বাছুর বানিয়ে লোকেদের বললেন, "তোমরা কেউ আরাধনা করতে জেরুশালেমে যাবে না। ইস্রায়েলের অধিবাসীরা শোনো, এই দেবতারাই তোমাদের মিশর থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"* 29একথা বলে যারবিয়াম একটা সোনার বাছুর বৈথেলে রাখলেন। অন্য বাছুরটাকে রাখলো দান শহরে। 30ইস্রায়েলের লোকেরা তখন বৈথেলে ও দানে বাছুর দুটোকে আরাধনা করতে গেল। কিন্তু এটি অত্যন্ত গর্হিত ও পাপের কাজ হল।

31এছাড়াও যারবিয়াম উচ্চ স্থানে মন্দির বানিয়েছিল। শুধুমাত্র লেবীয়দের পরিবারগোষ্ঠী থেকে যাজক বেছে নেওয়ার পরিবর্তে সে ইস্রায়েলের বিভিন্ন পরিবারগোষ্ঠী থেকে যাজকদের বেছে নিয়েছিল। 32এরপর রাজা যারবিয়াম ইস্রায়েলে উৎসবের মতো একটি নতুন ছুটির দিনের প্রবর্তন করল। অষ্টম মাসের 15 দিনে এই ছুটি পালিত হত। এসময়ে রাজা বৈথেল শহরের বেদীতে বলিদান করত। সে তার বানানো বাছুর দুটোর সামনে বলি দিত। রাজা যারবিয়াম বৈথেলে ও উঁচু জায়গায় তার বানানো পূজোর জায়গাগুলোর জন্য যাজকদের বেছে নিয়েছিল। 33অর্থাৎ রাজা যারবিয়াম তার সুবিধা মতো ইস্রায়েলীয়দের জন্য উৎসবের সময় বেছে নিয়েছিল। অষ্টম মাসের 15 দিনের মাথায় ঐ ছুটির দিনটিতে বৈথেল শহরে তার বানানো বেদীতে বলিদান ছাড়াও ধুপধূনো দেওয়া হতো।

বৈথেলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কথন

13 1-2প্রভু যিহূদার ঈশ্বরের প্রেরিত একজনকে বৈথেলে যাবার জন্য এবং বেদীর ওপরে পূজো করবার বিরুদ্ধে কথা বলবার জন্য ডেকে পাঠালেন। যখন সেই ভাববাদী বৈথেলে পৌঁছলেন তখন রাজা যারবিয়াম বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে ধুপধূনো দিচ্ছিলেন।

তিনি গিয়ে ঐ যজ্ঞবেদীকে সম্বোধন করে বললেন, "দায়ূদের পরিবারে যোশিয় নামে এক বালক জন্মাবে। যাজকরা এখন যজ্ঞবেদীতে পূজো দিচ্ছ, কিন্তু যোশিয় একদিন এই সমস্ত যাজকদের যজ্ঞবেদীর ওপরেই হত্যা করবে। এখন যাজকরা যে বেদীতে ধুপধূনো জ্বালাচ্ছে, সেই বেদীতেই মানুষের হাড় পুড়িয়ে যোশিয় তা ব্যবহারের অযোগ্য করে তুলবে।"

3এসমস্ত ঘটনা যে সত্যি সত্যি ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে ঈশ্বরের লোক উপস্থিত সবাইকে প্রমাণ দিলেন। তিনি বললেন, "আমি যা বললাম তা যে সত্যি সত্যি ঘটবে সেকথা প্রমাণের জন্য প্রভু আমাকে বলেছেন, 'এই বেদী ভেঙ্গে দুটুকরো হয়ে সমস্ত ছাই মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে।'"

4রাজা যারবিয়াম ঈশ্বরের লোকের কাছ থেকে বৈথেলের বেদীর কথা শুনে বেদী থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সেই লোককে দেখিয়ে বলল, "ওকে গ্রেপ্তার করো।" কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল, সে আর হাত নাড়াতে পারল না। 5একই সঙ্গে বেদীটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে সমস্ত ছাই মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। এর থেকেই ঈশ্বরের লোকের কথার সত্যতা প্রমাণ হল। 6তখন রাজা যারবিয়াম ঈশ্বরের লোককে বললো, "দয়া করে আপনার প্রভুর ঈশ্বরের কাছে আমার এই হাতটি আবার ঠিক করে দেবার জন্য প্রার্থনা করুন।"

লোকটি তখন প্রভুর কাছে সেই প্রার্থনা করায় রাজার হাত ঠিক হয়ে গেল। 7তখন রাজা ঈশ্বর প্রেরিত সেই লোকটিকে বলল, "অনুগ্রহ করে আপনি আমার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করবেন চলুন। আমি আপনাকে একটি উপহার দিতে চাই।"

8কিন্তু সেই লোকটি রাজাকে বলল, "তোমার অর্ধেক রাজত্ব আমাকে দিলেও আমি তোমার সঙ্গে যাবো না বা এখানে কোন পানাহার করব না। 9প্রভু আমাকে এখানে কিছু খেতে বা পান করতে বারণ করেছেন। প্রভু আমাকে আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে রাস্তা দিয়ে আমি এখানে এসেছি, সেই রাস্তা দিয়ে যেন না ফিরি।" 10একথা বলে তিনি বৈথেলে আসার সময় যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলেন, সেটাতে না গিয়ে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে ফিরে গেলেন।

11বৈথেল শহরে সেসময় একজন বৃদ্ধ ভাববাদী বাস করতেন। তাঁর ছেলেরা এসে তাঁকে বৈথেলের এই ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তির কার্যকলাপের কথা জানালো। 12সেই বৃদ্ধ ভাববাদী সব শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি কোন রাস্তা দিয়ে ফিরে গেল?" ছেলেরা তখন যিহুদা থেকে আসা সেই ভাববাদী যে পথে ফিরে গিয়েছেন পিতাকে দেখালো। 13বৃদ্ধ ভাববাদী তাঁর পুত্রদের তাঁর গাধায় লাগাম লাগিয়ে দিতে বললেন এবং সেই গাধায় চড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

14বৃদ্ধ ভাববাদী ঈশ্বর প্রেরিত লোকটিকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে দেখলেন একটা মস্ত বড় গাছের

ইস্রায়েল ... করেছিলেন হারোণ যখন মরুভূমিতে সোনার বাছুর বানিয়েছিল তখন ঠিক একই কথা বলেছিল।

তলায় একজন বসে আছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি ঈশ্বরের লোক যিনি যিহূদা থেকে এসেছেন?"

ভাববাদী উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।"

15তখন বৃদ্ধ ভাববাদী বললেন, "দয়া করে আমার সঙ্গে বাড়িতে চলুন, কিছু মুখে দেবেন।"

16কিন্তু ঈশ্বরের লোকটি এতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে বাড়িতে যেতে বা এখানে কোনো পানাহার করতে পারব না। 17কারণ প্রভু আমায় নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, 'তুমি যে রাস্তা দিয়ে যাবে সেই রাস্তা দিয়ে ফিরবে না।'"

18তখন বৃদ্ধ ভাববাদী বললেন, "আমিও আপনারই মতো একজন ভাববাদী।" উপরন্তু তিনি বানিয়ে বললেন, "প্রভুর কাছ থেকে দূত এসে আমায় আপনাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আপনার পানাহারের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।"

19তখন ঈশ্বর প্রেরিত সেই লোকটি বৃদ্ধ ভাববাদীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পানাহার করলেন। 20যখন তাঁরা টেবিলে বসে খাওয়াদাওয়া করছেন তখন প্রভু বৃদ্ধ ভাববাদীর সামনে আবির্ভূত হলেন। 21বৃদ্ধ ভাববাদী যিহূদা থেকে আসা ঈশ্বরের লোকটিকে বললেন, "প্রভু বললেন আপনি প্রভুর নির্দেশ অমান্য করেছেন।" 22আপনাকে প্রভু এখানে কিছু খেতে বা পান করতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু আপনি সেই নির্দেশ লঙ্ঘন করে এখানে পানাহার করলেন। শাস্তিস্বরূপ আপনার মৃত্যুর পর আপনার দেহ আপনার বংশের সমাধিস্থলে সমাধিস্থ হতে পারবে না।"

23ইতিমধ্যে ঈশ্বরের লোকটির পানাহার শেষ হলে বৃদ্ধ ভাববাদী তাঁর জন্য গাধায় লাগাম ও জিন চড়িয়ে দিলেন এবং সেই ব্যক্তি রওনা হল। 24পথে এক সিংহের আক্রমণে ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তির মৃত্যু হল। 25কিছু পথচারী যাবার সময়ে পথে পড়ে থাকা সেই মৃতদেহটি আর তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাধা ও সিংহটাকে দেখতে পেল। তারা ফিরে এসে শহরে বৃদ্ধ ভাববাদীকে এই খবর দিল।

26যদিও বৃদ্ধ ভাববাদীর পাল্লায় পড়েই ঈশ্বরের পাঠানো এই ব্যক্তি ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করেছিলেন, বৃদ্ধ ভাববাদী তারা যা বলল সব শুনলেন এবং বললেন, "প্রভুর আদেশ অমান্য করায় প্রভু সিংহ পাঠিয়ে তাঁর পাঠানো ব্যক্তির জীবন নিলেন। প্রভু বলেছিলেন যে তিনি এরকম করবেন।" 27এই বলে তিনি তাঁর পুত্রদের গাধায় জিন চাপাতে বলে, 28গাধা নিয়ে বেরিয়ে সেই মৃতদেহের কাছে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে গাধা আর সিংহ দুটোই সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সিংহটা সেই দেহে মুখ দেয়নি, এমনকি গাধাটাকেও কিছু করেনি।

29বৃদ্ধ ভাববাদী শোকপ্রকাশ করবার জন্য ও কবর দেবার জন্য গাধায় চাপিয়ে মৃতদেহটাকে শহরে নিয়ে চললেন। 30-31তিনি সেই ব্যক্তিকে তাঁর নিজের পরিবারের সমাধিস্থলে কবর দিলেন। তারপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "ভাই আমার, তোমার জন্য আমি দুঃখিত।" তিনি কবর দেওয়ার পর তাঁর পুত্রদের নির্দেশ দিলেন, "আমি মরলে আমাকেও এই কবরে ওঁর পাশে কবর দিস। আমার হাড় ক'খানাকে ওঁর পাশেই রাখিস। 32প্রভু ওঁর মুখ দিয়ে যে কথা বলিয়েছেন, তা একদিন সত্যি সত্যিই ঘটবে। বৈথেলের বেদী ও শমরিয়ায় অন্যান্য উচ্চস্থানে পূজা করার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য প্রভু ওঁকে ব্যবহার করেছেন।"

33রাজা যারবিয়ামের কোনোই পরিবর্তন হল না। সে আগের মতোই পাপাচরণ করে যেতে লাগল। বিভিন্ন পরিবারগোষ্ঠী থেকে যাজক বেছে নিয়ে তাদের দিয়ে উচ্চস্থানে সেবা করাতে লাগল। যে কেউ ইচ্ছা হলেই যাজক হয়ে যেতে পারত। 34এই পাপের ফলেই তার সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

যারবিয়ামের পুত্রের মৃত্যু

14 1-3যেসময়ে যারবিয়ামের পুত্র অবিয় খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, সেই সময় যারবিয়াম তার স্ত্রীকে বলল, "তুমি শীলোতে গিয়ে ভাববাদী অহিয়র সঙ্গে দেখা কর। অহিয়ই সে-ই ভাববাদী যিনি বলেছিলেন, আমি ইস্রায়েলের রাজা হব। তুমি দশটা রুটি, কিছু কেক, এক ভাঁড় মধু নিয়ে তার কাছে গিয়ে আমাদের পুত্রের কি হবে জিজ্ঞেস করো। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে বলে দেবেন। তবে দেখো এমনভাবে ছদ্মবেশে যেও যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে তুমি আমার স্ত্রী।"

4কথা মতো যারবিয়ামের স্ত্রী শীলোতে ভাববাদী অহিয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। যদিও অহিয়র তখন অনেক বয়েস হয়েছে এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। 5প্রভু তাঁকে বললেন, "যারবিয়ামের স্ত্রী তোমার সঙ্গে দেখা করে ওদের অসুস্থ ছেলে সম্পর্কে জানতে আসছে।" অহিয় কি বলবে সেকথাও প্রভু বলে দিলেন।

যারবিয়ামের স্ত্রী এসে অহিয়র বাড়িতে উপস্থিত হল। সে আত্মগোপন করে এসেছিল। 6কিন্তু অহিয় দরজায় তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলল, "এসো গো যারবিয়ামের স্ত্রী। তুমি কেন লোকের কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করছো? তোমাকে আমি একটা দুঃসংবাদ দেব। 7যাও ফিরে গিয়ে যারবিয়ামকে বলো প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন, 'যারবিয়াম আমি তোমাকে ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে আমার ভক্তদের অধীশ্বর বানিয়েছি। 8দায়ূদের বংশধর ইস্রায়েল শাসন করত। কিন্তু আমি সেই রাজ্য তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তোমাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সেবক দায়ূদের মতো নও। দায়ূদ একনিষ্ঠভাবে আমাকে অনুসরণ করত, আমি যা চাইতাম ও তাই করত। 9কিন্তু তুমি অনেক বড় বড় পাপ করেছ। তোমার আগে কোন শাসক এতো জঘন্য পাপ করেনি। তুমি আমাকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দিয়েছ। তুমি মূর্ত্তি পূজা ও অন্যান্য দেবতাদের পূজা শুরু করেছ। এর ফলে আমি খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছি। 10তাই আমি তোমার পরিবারে বিপদ ঘনিয়ে আনব। তোমার পরিবারের সমস্ত পুরুষকে আমি হত্যা করব। আগুন যেভাবে ঘুঁটে পোড়ায়

ঠিক সেভাবে আমি তোমার পরিবার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস
করে দেব। 11তোমার পরিবার থেকে যে কেউ শহরে
মারা যাবে তাকে কুকুরে খাবে এবং তোমার পরিবারের
যে লোক মাঠে মারা যাবে তাকে শকুনে খাবে। প্রভু
বলেছেন।”’

12ভাববাদী অহিয় যারবিয়ামের স্ত্রীকে আরো
বললেন, “এবার তুমি বাড়ি যাও। তুমি তোমার শহরে
পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার পুত্র মারা যাবে।
13ইস্রায়েলের সমস্ত লোক কাঁদতে কাঁদতে ওকে সমাধিস্থ
করবে। যারবিয়ামের পরিবারে একমাত্র তোমার পুত্রকেই
কবরে সমাধিস্থ করা হবে। কারণ যারবিয়ামের পরিবারে
একমাত্র প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর তুষ্ট ছিলেন। 14প্রভু
ইস্রায়েল শাসন করার জন্য এরপর যে নতুন রাজা
বেছে নেবেন সে যারবিয়ামের বংশ ধ্বংস করবে। এসব
ঘটতে আর বেশি দেরি নেই। তারপর প্রভু ইস্রায়েলের
ওপর আঘাত হানবেন। দেশের সমস্ত লোক ভয়ে থরথর
করে কাঁপতে থাকবে।

15“তারপর প্রভু ইস্রায়েলের ওপর আঘাত হানবেন।
ইস্রায়েলের লোকেরা ভীত হবে- তারা জলের মধ্যে
ঘাসের মতন কাঁপবে। এই ভালো দেশ থেকে প্রভু
ইস্রায়েলকে উপড়ে ফেলবেন। এটি সেই দেশ যেটি
তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলেন। তিনি তাদের
ফরাৎ নদীর অপর পারে ছড়িয়ে দেবেন। এসবই ঘটবে
কারণ প্রভু লোকেদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তিনি
ক্রুদ্ধ হয়েছেন কারণ তারা বাঁশ দিয়ে আশেরার
মূর্ত্তি বানিয়ে পূজা করেছিল। 16যারবিয়াম নিজে পাপ
করেছে, আর ইস্রায়েলের লোকেদের পাপাচরণের কারণ
হয়েছে। তাই প্রভু ইস্রায়েলের লোকেদের পরাস্ত হতে
দেবেন।”

17যারবিয়ামের স্ত্রী তির্সাতে ফিরে গেল। বাড়িতে
ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তার পুত্রের মৃত্যু হল। 18সমগ্র
ইস্রায়েল প্রভুর কথা মতো চোখের জলে ভাসতে
ভাসতে তাকে কবর দিল। প্রভু তাঁর সেবক ভাববাদী
অহিয়র মাধ্যমে এসবই জানিয়েছিলেন।

19রাজা যারবিয়াম আরো অনেক কিছু করেছিল।
সে অনেক যুদ্ধ করেছিল এবং লোকেদের ওপরে রাজত্ব
চালিয়ে যাচ্ছিল। সে যা করেছিল সে সমস্ত বিবরণই
‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
20যারবিয়াম 22 বছর রাজত্ব করার পর তার মৃত্যু হলে
তাকে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কবর দেওয়া হল।
যারবিয়ামের মৃত্যুর পরে তার পুত্র নাদব নতুন রাজা
হলেন। 21শলোমনের পুত্র রহবিয়াম যখন যিহূদার
রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন তখন তাঁর বয়স 41 বছর
ছিল। তিনি 17 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন।
ইস্রায়েলের অন্যান্য শহরের মধ্যে থেকে প্রভু এই
শহরটিকেই সম্মানিত করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন।
রহবিয়ামের মা নয়মা ছিলেন জাতিতে অম্মোনীয়া।

22যিহূদার লোকেরা পাপ করেছিল এবং এমনসব
কাজ করেছিল যা প্রভু অনুচিত বলে বিবেচনা
করেছিলেন। উপরন্তু তারা এমন অনেক কাজ করেছিল
যার ফলে প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এই সমস্ত লোকেরা
ছিল তাদের পিতৃপুরুষদের চেয়েও খারাপ। 23এরা উঁচু
বেদী ছাড়াও পাথরের স্মৃতি-সৌধ, বাঁশের পবিত্র মূর্ত্তি
প্রভৃতি বানিয়েছিল। প্রত্যেকটি উচ্চস্থান, সবুজ গাছের
তলায় তারা এইসব কদাকার জিনিস বানিয়েছিল।
24তাদের মধ্যে এমন মানুষ ছিল যারা অন্য দেবতার
পূজার জন্য রতিক্রিয়ার্থে দেহ বিক্রয় করেছিল। যিহূদার
অনেক লোক অনেক মন্দ কাজ করেছিল। এই পবিত্র
ভূভাগে আগে যারা বাস করত ঈশ্বর তাদের হাত থেকে
জমি কেড়ে নিয়ে ইস্রায়েলের লোকেদের হাতে তুলে
দিয়েছিলেন।

25রহবিয়ামের রাজত্বের পঞ্চম বছরে মিশরের রাজা
শীশক জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 26শীশক
প্রভুর মন্দির ও রাজপ্রাসাদ থেকে সমস্ত সম্পদ, এমনকি
দায়ূদের বানানো সোনার ঢালগুলো পর্যন্ত নিয়ে যান।
27তখন রহবিয়াম এই জায়গায় রাখার জন্য পিতল
দিয়ে নতুন ঢাল বানালেন। তিনি এই নতুন ঢালগুলো
রাজপ্রাসাদের দরজায় প্রহরীদের রাখতে দিয়েছিলেন।
28এরপর যখনই রাজা মন্দিরে যেতেন প্রহরীরা তাঁর
সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঢালগুলো নিয়ে যেত। তারপর যখন
প্রহরীরা ফিরে আসত, তারা ঐ ঢালগুলি প্রহরী কক্ষের
দেওয়ালের ওপর আবার রেখে দিত।

29রাজা রহবিয়াম যেসমস্ত কাজ করেছিলেন তা
‘যিহূদার রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
30রহবিয়াম ও যারবিয়াম দুজনেই সবসময়ে একে অন্যের
সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন।

31রহবিয়াম মারা যাবার পর তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে দায়ূদ নগরে সমাধিস্থ করা হল। তাঁর মা ছিলেন
নয়মা। তিনি ছিলেন অম্মোনীয়া জাতীয়। রহবিয়ামের
পর তার পুত্র অবিয়াম নতুন রাজা হলেন।

যিহূদার রাজা অবিয়াম

15 নবাটের পুত্র ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের
রাজত্বের 18 বছরের মাথায় অবিয়াম যিহূদার
নতুন রাজা হলেন। 2অবিয়াম জেরুশালেমে তিন বছর
রাজত্ব করেন। তাঁর মা মাখা ছিলেন অবীশালোমের
কন্যা।

3অবিয়ামও তাঁর পিতার মতো যাবতীয় পাপ
করেছিলেন। তিনি মোটেই তাঁর পিতামহ দায়ূদের মতো
প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন না। 4প্রভু দায়ূদকে
ভালবাসতেন বলে অবিয়ামকে জেরুশালেমে রাজত্ব
করতে দিয়েছিলেন। প্রভু দায়ূদকে পুত্রলাভ করতে
দিয়েছিলেন এবং তিনি দায়ূদের জন্য জেরুশালেমকে
নিরাপদে রেখেছিলেন। 5একমাত্র হিত্তীয় ঊরিয়র ঘটনা
ছাড়া দায়ূদ জীবনের সবক্ষেত্রেই কায়মনোবাক্যে প্রভুকে
অনুসরণ করেছিলেন।

6রহবিয়াম ও যারবিয়াম দুজনেই সবসময়ে
পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গিয়েছেন। 7অবিয়াম আর
যা কিছু করেছিলেন সে সবই ‘যিহূদার রাজাদের ইতিহাস’
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

অবিয়ামের রাজত্বের গোটা সময়টুকুই কেটেছিল
যারবিয়ামের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করে। 8অবিয়ামের মৃত্যুর
পর তাঁকে দায়ূদ নগরীতে সমাধিস্থ করা হল এবং তাঁর
পুত্র আসা নতুন রাজা হলেন।

যিহূদার রাজা আসা

9ইস্রায়েলে যারবিয়ামের রাজত্বের 20 বছরের মাথায়
আসা যিহূদার রাজা হলেন। 10আসা জেরুশালেমে 41
বছর রাজত্ব করেছিলেন। অবীশালোমের কন্যা মাখা
ছিলেন আসার ঠাকুরমা।

11আসা তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের মতো প্রভু নির্দেশিত
সৎ পথে জীবনযাপন করেন। 12তাঁর রাজত্বের সময়
যে সমস্ত ব্যক্তি অন্য মূর্ত্তির সেবার জন্য রতিক্রিয়ার্থে
নিজেদের দেহ বিক্রয় করেছিল তাদের তিনি দেশ ছাড়তে
বাধ্য করেন। তিনি সেই দেশ থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের
তৈরী সমস্ত মূর্ত্তিও সরিয়ে ফেলেছিলেন। 13আসা তার
ঠাকুরমা মাখাকেও রাণীর পদ থেকে অপসারণ করেন।
কারণ মাখা বিধর্মী দেবী আশেরার ঐ বীভৎস মূর্ত্তিসমূহ
নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই মূর্ত্তিটিকে ভেঙে আসা
কিদ্রোণ নদীর ধারে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। 14উচ্চ
বেদীগুলিকে ধ্বংস না করলেও আসা আজীবন প্রভুর
প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। 15সমস্ত সোনা, রূপো এবং প্রভুর
জন্য দেওয়া অন্যান্য উপহারসামগ্রী যেগুলি তাঁর পিতা
দায়ূদের দ্বারা সংরক্ষিত ছিল এবং যেগুলি লোকে দান
করেছিল, আসা সেগুলি প্রভুর মন্দিরে রেখে
দিয়েছিলেন।

16যিহূদায় রাজত্বকালে গোটা সময়টাই আসার
কেটেছিল ইস্রায়েলের রাজা বাশার সঙ্গে যুদ্ধ করে।
17বাশা যিহূদার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন কারণ কোনো
লোককে আসার রাজত্ব থেকে বেরোতে দিতে বা সেখানে
যেতে দেওয়া বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। একারণে তিনি
রামা শহরটিকে খুব সুরক্ষিতভাবে বানিয়েছিলেন।
18আসা তাই প্রভুর মন্দিরের কোষাগার থেকে এবং
রাজপ্রাসাদ থেকে সমস্ত সোনা ও রূপো বের করে
ভৃত্যদের হাত দিয়ে সেসব হিষিয়োণের পৌত্র
টব্রিম্মোণের পুত্র অরামের রাজা বিন্‌হদদকে পাঠিয়ে
দিয়েছিলেন। দম্মেশক ছিল বিন্‌হদদের রাজ্যের
রাজধানী। 19আসা বিন্‌হদদকে বলে পাঠান, “আমার
পিতা ও আপনার পিতার মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি
স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এখন আমি আপনার সঙ্গে শান্তি
চুক্তি করতে চাই। তাই আমি আপনাকে এই সমস্ত
সোনারূপো উপহারস্বরূপ পাঠালাম। অনুগ্রহ করে
আপনি ইস্রায়েলের রাজা বাশার সঙ্গে আপনার সন্ধি
ভঙ্গ করুন, যাতে সে আপনাদের নিজেদের মতো
থাকতে দিয়ে তার নিজের দেশে ফিরে যায়।”

20বিন্‌হদদ আসার সঙ্গে চুক্তি করে তার
সেনাবাহিনীকে ইয়োন, দান, আবেল-বৈৎ-মাখা, নপ্তালি
ও গালীলী হ্রদের আশেপাশের ইস্রায়েলীয় শহরগুলোতে
যুদ্ধ করতে পাঠালেন। 21এ খবর পেয়ে বাশা রামা
শহর সুদৃঢ় করার কাজ বন্ধ করে তির্সাতে ফিরে এলেন।
22তখন রাজা আসা যিহূদার সমস্ত লোকেদের সাহায্য
প্রার্থনা করে নির্দেশ দিলে সকলে মিলে রামাতে গেল।
তারপর সেখান থেকে রামা শহরটাকে শক্ত করে
বানানোর জন্য বাশা যে সব পাথর ও কাঠ এনেছিল
সেইসব বিন্যামীনের দেশ গেবা ও মিস্পাতে বয়ে আনা
হলো। এরপর আসা এই দুটো শহরকে সুদৃঢ় করে
তুললেন।

23আসা সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় তথ্য উনি যে
সমস্ত কাজ করেছিলেন বা যে সব শহর বানিয়েছিলেন
সে সবই ‘যিহূদার রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ
আছে। যেহেতু আসা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর পায়ে
একটা রোগ হয়। 24আসার মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দায়ূদ নগরীতে কবর দেওয়া হল।
এরপর আসার পুত্র যিহোশাফট নতুন রাজা হলেন।

ইস্রায়েলের রাজা নাদব

25যিহূদায় আসার রাজত্বের দ্বিতীয় বছরের সময়
যারবিয়ামের পুত্র নাদব ইস্রায়েলের রাজা হন। তিনি দু
বছর রাজত্ব করেছিলেন। 26নাদব তাঁর পিতা যারবিয়ামের
মতোই যাবতীয় পাপ কর্মে লিপ্ত হলেন। যারবিয়াম
রাজা থাকাকালীন তিনি ইস্রায়েলের লোকেদের
পাপাচরণের কারণ হয়েছিলেন।

27ইষাখর পরিবারগোষ্ঠীর অহিয়ের পুত্র বাশা, রাজা
নাদবকে হত্যার একটি চক্রান্ত করেছিলেন। এসময়ে
নাদব ও ইস্রায়েলের সবাই গিব্বথোন শহরের বিরুদ্ধে
লড়াই করছিল। গিব্বথোন শহরটি পলেষ্টীয় অধিকৃত
ছিল। 28এই শহরেই বাশা নাদবকে হত্যা করেছিলেন।
আসার যিহূদায় রাজত্বের তৃতীয় বছরে এ ঘটনা ঘটে।
এরপর বাশা ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলেন।

ইস্রায়েলের রাজা বাশা

29ইস্রায়েলের রাজা হবার পর বাশা যারবিয়ামের
পরিবারের সবাইকে একে একে হত্যা করলেন। প্রভু
যেভাবে সেই শীলোনীয় অহিয়ের মাধ্যমে ভাববাণী
করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটলো।
30যারবিয়ামের পাপের ফলেই তার বংশের সবাইকে
মরতে হলো। ইস্রায়েলের লোকেদের পাপাচরণের কারণ
হয়ে যারবিয়াম প্রভুকে খুবই ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল।

31নাদব আর যা কিছু করেছিলেন সেসব ‘ইস্রায়েলের
রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 32বাশার
ইস্রায়েলে রাজত্বের গোটা সময়টাই যিহূদার রাজা
আসার সঙ্গে যুদ্ধ করে কেটেছিল।

33আসার যিহূদায় রাজত্বের তৃতীয় বছরের মাথায়
অহিয়র পুত্র বাশা ইস্রায়েলের রাজা হলেন। বাশা
তির্সাতে 24 বছর রাজত্ব করেছিলেন। 34কিন্তু বাশা
তাঁর পিতা যারবিয়ামের মতোই পাপাচরণ করেছিলেন
এবং ইস্রায়েলের লোকেদের এমনসব পাপাচরণের কারণ
হয়েছিলেন যা প্রভুর মনঃপুত ছিল না।

16 প্রভু তখন হনানির পুত্র যেহূর সঙ্গে কথা বললেন
এবং রাজা বাশার বিরুদ্ধে কথা বললেন। 2তিনি

বললেন, “আমি তোমাকে ধূলো থেকে উঠিয়ে এনে ইস্রায়েলে আমার লোকেদের নেতা করেছিলাম। কিন্তু তুমি যারবিয়ামের আচরণ অনুসরণ করেছ। আমার ইস্রায়েলের লোকেদের পাপাচরণের কারণ হয়েছ এবং তারা তাদের পাপ দিয়ে আমাকে ক্রুদ্ধ করেছে। [3]তাই বাশা, আমি তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে ধ্বংস করব। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের পরিবারের যে দশা হয়েছিল তোমাদেরও তাই হবে। [4]তোমার পরিবারের সবাই শহরের পথেঘাটে মারা পড়বে, কুকুরে তাদের মৃতদেহ ছিঁড়ে খাবে। অন্যরা মাঠেঘাটে মরে পড়ে থাকবে। চিল শকুনী তাদের মৃতদেহ ঠোকরাবে।”

[5]বাশা ও তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তির সবকিছুই ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। [6]বাশার মৃত্যুর পর তাঁকে তির্সাতে সমাধিস্থ করা হল। এরপর তাঁর পুত্র এলা নতুন রাজা হলেন।

[7]যারবিয়ামের পরিবারের মতোই বাশাও প্রভুর বিরুদ্ধে বহু পাপাচরণ করে, যার ফলে প্রভু তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং ভাববাদী যেহূকে বাশার পরিণতির কথা জানিয়ে দেন। বাশা যারবিয়ামের পরিবারের সবাইকে হত্যা করার জন্যও প্রভু তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

ইস্রায়েলের রাজা এলা

[8]আসার যিহূদায় রাজত্বের 26 বছরের মাথায় বাশার পুত্র এলা ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলেন। এলা তির্সাতে দুবছর রাজত্ব করেছিলেন।

[9]সিম্রি ছিলেন এলার অধীনস্থ একজন রাজকর্মচারী। সিম্রি এলার অর্ধেক রথ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। সিম্রি এলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন।

রাজা এলা তখন অর্সার বাড়িতে বসে দ্রাক্ষারস পান করছিলেন। অর্সা তির্সার প্রাসাদরক্ষক ছিল। [10]সিম্রি সেসময় ঐ বাড়িতে ঢুকে এলাকে হত্যা করেন। যিহূদাতে আসার রাজত্বের 27 বছরের মাথায় এই ঘটনা ঘটে। সিম্রি এলার পরে ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলো।

ইস্রায়েলের রাজা সিম্রি

[11]সিম্রি ইস্রায়েলের নতুন রাজা হবার পর তিনি একে একে বাশার পরিবারের সকলকে হত্যা করলেন, কাউকে রেহাই দিলেন না। সিম্রি বাশার বন্ধু-বান্ধবদেরও সবাইকে হত্যা করলেন। [12]প্রভু যেভাবে ভাববাদী যেহূর কাছে বাশার মৃত্যু সম্পর্কে ভাববাণী করেছিলেন ঠিক সেভাবেই বাশা ও তাঁর পরিবারের সকলের মৃত্যু হল। [13]বাশা ও তাঁর পুত্র এলার পাপাচরণের জন্যই এই ঘটনা ঘটলো। তাঁরা শুধু নিজেরাই পাপ করেন নি, ইস্রায়েলের লোকেদেরও পাপাচরণে বাধ্য করেছিলেন। যে কারণে প্রভু তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এছাড়াও তারা মূর্ত্তিপূজা করতেন বলে প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

[14]এলা আর যা কিছু করেছিলেন তা ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

[15]যিহূদাতে আসার রাজত্বের 27 তম বছরে সিম্রি ইস্রায়েলের রাজা হলেন। সিম্রি মাত্র 7 দিনের জন্য তির্সাতে রাজত্ব করেছিলেন। পলেষ্টীয় অধিকৃত গিব্বথোনের কাছে ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী তখন শিবির গেড়েছিল। তারা সে সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। [16]তাদের কানে এলো সিম্রি ইস্রায়েলের রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে হত্যা করেছেন। তখন ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দা সেই শিবিরেই সেনাপতি অম্রিকে ইস্রায়েলের রাজা হিসেবে ঠিক করলো। [17]তখন অম্রি ও ইস্রায়েলের সবাই গিব্বথোন থেকে এসে তির্সা আক্রমণ করলো।

[18]সিম্রি যখন বুঝতে পারলেন তির্সা শত্রুপক্ষের দখলে চলে গেছে, তখন তিনি রাজপ্রাসাদে নিজেকে বন্ধ করে প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন। [19]সিম্রিও যারবিয়ামের মতোই প্রভুর অনভিপ্রেত পাপাচরণ করেছিলেন ও ইস্রায়েলের লোকেদের পাপকার্য্যের কারণ হয়েছিলেন। আর এই পাপের জন্যই সিম্রির মৃত্যু হল।

[20]সিম্রির গল্প, তাঁর চক্রান্ত ও অন্যান্য যা কিছু তিনি করেছিলেন তা ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সিম্রি রাজা এলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর কি হয়েছিল সেই কথাও এই গ্রন্থে লেখা আছে।

ইস্রায়েলের রাজা অম্রি

[21]সে সময়ে ইস্রায়েলের বাসিন্দারা দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। অর্ধেক লোক চাইছিল গীনতের পুত্র তিব্‌নিকে রাজা করতে, বাকী অর্ধেক ছিল অম্রির অনুগামী। [22]অম্রির সমর্থকরা বেশী শক্তিশালী হওয়ায় তিব্‌নি নিহত হলেন এবং অম্রি নতুন রাজা হলেন।

[23]আসা যিহূদায় রাজত্ব করার 31 বছরের মাথায় অম্রি ইস্রায়েলের রাজা হন। তিনি 12 বছর ইস্রায়েল শাসন করেন। তারমধ্যে 6 বছর তিনি তির্সা শহর থেকে রাজত্ব করেছিলেন। [24]অম্রি 150 পাউণ্ড রূপো দিয়ে শেমরের কাছ থেকে শমরিয়া পাহাড়টি কিনে সেখানে একটি শহর বানান। পাহাড়ের আগের মালিক শেমরের নামেই তিনি ঐ শহরটির নাম শমরিয়া দিয়েছিলেন।

[25-26]প্রভু যা যা অনুচিৎ বলে ঘোষণা করেছিলেন, রাজা অম্রি ঠিক সেইগুলোই করেছিলেন। তাঁর আগে যে সব রাজারা রাজত্ব করেছিলেন তিনি তাদের চেয়েও খারাপ ছিলেন। নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে সব পাপ করেছিলেন তিনিও ঠিক সেই পাপগুলোই করেছিলেন এবং তিনি ইস্রায়েলের লোকেদেরও পাপের কারণ হয়েছিলেন। অতএব তাঁরা ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভুকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিলেন কারণ তাঁরা অর্থহীন, মূল্যহীন মূর্ত্তিসমূহের পূজা করেছিলেন।

[27]অম্রি সম্পর্কে আর সব কিছু তিনি যা যা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। [28]অম্রির মৃত্যুর পর তাঁকে শমরিয়া শহরেই সমাধিস্থ করে হল। তাঁরপর তাঁর পুত্র আহাব নতুন রাজা হলেন।

ইস্রায়েলের রাজা আহাব

29আসার যিহূদায় রাজত্বকালের 38 বছরের সময়ে
অম্রির পুত্র আহাব ইস্রায়েলের রাজা হন। আহাব শমরিয়া
শহর থেকে 22 বছর ইস্রায়েল শাসন করেছি-লেন।
30আহাব তাঁর আগের রাজাদের তুলনায় আরো খারাপ
ছিলেন। প্রভু যা কিছু অন্যায় বলে ঘোষণা করেছিলেন
তিনি সেগুলোই করেছিলেন। 31নবাটের পুত্র যারবিয়ামের
মতো পাপাচরণ করেও আহাব ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু
তিনি সীদোনীয় রাজা ইৎবালের কন্যা ঈষেবলকে বিয়ে
করেছিলেন। এরপর আহাব বাল মূর্ত্তির পূজা করতে
শুরু করেন এবং 32শমরিয়া শহরে বাল পূজার জন্য
একটা মন্দির করে সেখানে বেদী বানিয়ে দিয়েছিলেন।
33আশেরার আরাধনার জন্যও তিনি একটি খুঁটি পুঁতে
দিয়েছিলেন। ইস্রায়েলে তাঁর আগে অন্য যে সব রাজা
শাসন করেছিলেন তাঁদের তুলনায় প্রভু ঈস্রায়েলের
ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করার মতো আহাব অনেক বেশী পাপকার্য্য
করেছিলেন।

34আহাবের শাসনকালে বৈথেলের হীয়েল যিরীহো
শহরটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এই কাজের ফলস্বরূপ
হীয়েল যেসময়ে শহরটি বানানোর কাজ শুরু করেন,
সে সময়ে তাঁর বড় ছেলে অবীরাম মারা যায়। আর
শহরের তোরণ বসানোর কাজ শেষ হলে হীয়েলের
ছোট ছেলে সগুবেরও মৃত্যু হল। নূনের পুত্র যিহোশূয়ের
মাধ্যমে প্রভু যেভাবে ভাববাণী করেছিলেন ঠিক
সেভাবেই এইসব ঘটেছিল।

এলিয় এবং অনাবৃষ্টির কাল

17 গিলিয়দের তিশ্‌বী শহরে এলিয় নামে এক
ভাববাদী বাস করতেন। তিনি রাজা আহাবকে
বললেন, "আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর, প্রভুর সেবক। আমি
সেই প্রভুর নামে অভিশাপ দিলাম আগামী কয়েকবছর
বৃষ্টিপাত তো দূরের কথা এদেশে একফোঁটা শিশির
পর্যন্ত আর পড়বে না। একমাত্র আমি নির্দেশ দিলেই
আবার বৃষ্টিপাত হবে।"

2-3প্রভু তখন এলিয়কে সে জায়গা ছেড়ে যর্দ্দন
নদীর পূর্ব দিকে করীৎ খাঁড়ির কাছে লুকিয়ে থাকতে
বললেন। 4তিনি এলিয়কে জানান যে তিনি কাক ও
শকুনিদের রোজ তাঁর জন্য সেখানে খাবার এনে দেবার
নির্দেশ দিয়েছেন এবং তৃষ্ণা পেলে এলিয় করীতের
জলধারা থেকে জলপানও করতে পারবেন। 5প্রভুর
নির্দেশ মতো এলিয় তখন যর্দ্দনের পূর্বদিকে করীৎ
খাঁড়ির কাছে বাস করতে গেলেন। 6প্রতিদিন সকালে ও
বিকেলে কাক ও শকুনিরা এলিয়কে খাবার এনে দিত
আর তৃষ্ণা পেলে তিনি করীতের স্রোত থেকে জল
পান করতেন।

7কিন্তু অনাবৃষ্টির দরুণ করীতের জলধারা শুকিয়ে
গেল। 8তখন প্রভু এলিয়কে বললেন, 9"সীদোনের
সারিফতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন,
"সেখানে এক বিধবা রমণী বাস করে। আমি তাঁকে
তোমার খাবারের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছি।"

10এলিয় তখন সারিফত নগরের দরজার কাছে গিয়ে
এক বিধবা মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলেন।
সে আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ জড়ো করছিল। এলিয়
তাঁকে বললেন, "আমায় একটু খাবার জল এনে দিতে
পারো?" 11সেই মহিলা জল আনতে যাবার সময় এলিয়
আবার তাকে অনুরোধ করলেন, "দয়া করে আমার
খাবার জন্য এক টুকরো রুটি এনো।"

12কিন্তু সেই মহিলা উত্তর দিলেন, "আমি তোমার
প্রভু ঈশ্বরের সামনে দিব্যি খেয়ে বলছি, আমার ঘরে
রুটি নেই। শুধু বয়ামে অল্প একটু ময়দা আর শিশিতে
অল্প খানিক তেল রাখা আছে। আমি এখানে কাঠ কুড়োতে
এসেছিলাম। আমি এই কাঠ বাড়ীতে বয়ে নিয়ে যাবো
এবং আগুন জ্বালিয়ে রুটি সেঁকব এবং আমার পুত্র ও
আমি আমাদের শেষ আহার করব এবং তারপর খিদের
জ্বালায় মরে যাবো।"

13এলিয় সেই মহিলাকে বললেন, "কোনো চিন্তা
কোরো না। কথা মতো বাড়ি গিয়ে রান্না চড়াও। কিন্তু
তার আগে ঐ ময়দা থেকে ছোট্ট একটা রুটি বানিয়ে
আমার জন্য নিয়ে এসো। তারপর তুমি তোমার আর
তোমার পুত্রের জন্য রান্না করো। 14ইস্রায়েলের প্রভু
ঈশ্বর বললেন, 'ঐ ময়দার কৌটো কখনো শূন্য হবে
না। যতদিন না প্রভু এ দেশে বৃষ্টি পাঠাচ্ছেন ততদিন
পর্যন্ত ঐ শিশির তেলও আর কমবে না।'"

15তখন ঐ মহিলা বাড়ি ফিরে গিয়ে এলিয়র কথা
মতো কাজ করল। এলিয়, ঐ মহিলাটি এবং তার পুত্র
বহুদিনের জন্য যথেষ্ট খাদ্য পেয়েছিল। 16প্রভু এলিয়কে
যা ভাববাণী করেছিলেন, সেই কথা মতোই ঐ ময়দার
বয়াম ও তেলের শিশি কখনো শূন্য হয়নি।

17কিছুদিন পরে মহিলার পুত্র খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে।
শেষে একসময়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে, 18মহিলা
এলিয়কে এসে বলল, "আপনি ঈশ্বরের লোক, আপনি
কি আমায় সাহায্য করতে পারবেন? নাকি আপনি এখানে
এসে কেবল আমাকে আমার পাপের কথা মনে করিয়ে
দিয়ে আমার পুত্রকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবেন?"

19এলিয় তাকে বললেন, "তোমার পুত্রকে আমার
কাছে এনে দাও।" তারপর এলিয় পুত্রটিকে ওপরে
নিয়ে গিয়ে যে ঘরে তিনি থাকতেন তার নিজের খাটে
শুইয়ে দিলেন। 20তারপর এলিয় প্রভুর কাছে প্রার্থনা
করে বললেন, "প্রভু, আমার ঈশ্বর, এই বিধবা রমণী
আমাকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। আপনি কি তার
প্রতি এই অনাচার করবেন? আপনি কি তার পুত্রকে
মারা যেতে দেবেন?" 21তারপর এলিয় পর পর
তিনবার সেই ছেলেটার ওপর শুয়ে প্রার্থনা করে বললেন,
"প্রভু, আমার ঈশ্বর, এই ছেলেটাকে আবার পুনর্জীবিত
করুন।"

22প্রভু এলিয়র ডাকে সাড়া দিলেন। ছেলেটি বেঁচে
উঠল এবং আবার স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে
শুরু করল। 23এলিয় তখন ছেলেটিকে নীচের তলায়
নিয়ে গিয়ে তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বললেন,
"দেখো তোমার পুত্র বেঁচেই আছে!"

24সেই মহিলা তখন বলল, “এবার আমার সত্যি সত্যি বিশ্বাস হল যে আপনি ঈশ্বরের লোক! প্রভু সত্যিই আপনার মুখ দিয়ে কথা বলেন!”

এলিয় ও বালের ভাববাদী

18 একটানা তিনবছর অনাবৃষ্টির পর প্রভু এলিয়কে বললেন, “আমি আবার শীগ্‌গিরই বৃষ্টি পাঠাবো। যাও গিয়ে রাজা আহাবের সঙ্গে দেখা করো।” 2এলিয় তখন আহাবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

সে সময়ে শমরিয় শহরে দুর্ভিক্ষ চলছিল। 3রাজা আহাব তাই ওবদিয়, যে প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণ করত তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওবদিয় প্রকৃত অর্থেই প্রভুর অনুগামী ছিলেন। 4একসময়ে ঈষেবল প্রভুর সমস্ত ভাববাদীদের হত্যা করতে শুরু করেছিলেন। ওবদিয় 100 জন ভাববাদীকে দুটি গুহার মধ্যে 50 ভাগের দুটি দলে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং নিয়মিত তাদের খাবার ও জল এনে দিতেন। 5রাজা আহাব ওবদিয়কে বললেন, “চলো আমরা বেরিয়ে সমস্ত ঝর্ণা আর নদীগুলোতে গিয়ে দেখি আমাদের ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার মতো ঘাস পাওয়া যায় কি না।” 6দুজনে দুটি অঞ্চল ভাগ করে নিয়ে সারা দেশে জলের খোঁজে বেরোল। আহাব গেলেন একদিকে আর ওবদিয় গেল আরেকদিকে। 7ওবদিয়র সঙ্গে পথে এলিয়র দেখা হল। এলিয়কে দেখেই ওবদিয় চিনতে পারল এবং তাঁর সামনে নতজানু হয়ে জিজ্ঞেস করল, “এলিয়! সত্যিই কি আপনি আমার সেই মনিব?”

8এলিয় বললেন, “হ্যাঁ আমি এসেছি। যাও তোমার রাজাকে এ খবর জানাও।”

9তখন ওবদিয় বলল, “আমি যদি আহাবকে বলি যে আপনি কোথায় আছেন আমি জানি তাহলে আহাব আমাকে মেরে ফেলবেন। প্রভু আমি তো আপনার কাছে কোনো অপরাধ করিনি, তাহলে আপনি কেন আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন?” 10রাজা পাগলের মতো উন্মত্ত হয়ে প্রভু, আপনার ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, চতুর্দিকে আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছেন। প্রত্যেকটা দেশে তিনি আপনাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছিলেন এবং সেখানে আপনাকে পাওয়া না গেলে আহাব সেখানকার শাসকদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন, যে সত্যিসত্যিই আপনি সেইসব দেশে নেই । 11আর এখন আপনি আমাকে বলছেন, রাজার কাছে গিয়ে আপনার এখানে থাকার খবর দিতে। 12আমি গিয়ে রাজা আহাবকে একথা বলার পর, রাজা যখন আপনাকে খুঁজতে আসবেন তখন হয়তো প্রভু আপনাকে অন্য কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখবেন, আর আপনাকে খুঁজে না পেয়ে রাজা আমাকেই তখন হত্যা করবেন। আমি সেই ছোটবেলা থেকে প্রভুকে অনুসরণ করে চলেছি। 13আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি কি করেছিলাম। ঈষেবল যখন প্রভুর ভাববাদীদের হত্যা করছিলেন, আমি তখন তাদের 50 জন করে দু ভাগে মোট 100 জন ভাববাদীকে দুটো গুহায় লুকিয়ে রেখে নিয়মিত খাবার ও জল দিয়েছিলাম। 14আর এখন আপনি আমাকে রাজার কাছে গিয়ে বলতে বলছেন, যে আপনি এখানে আছেন। রাজা সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে হত্যা করবেন।”

15এলিয় তখন বললেন, “সর্বশক্তিমান প্রভুর উপস্থিতি যেরকম সত্য, আমিও সেইরকমই প্রতিশ্রুতি করছি যে আমি রাজার সামনে আজ দাঁড়াব।”

16ওবদিয় তখন রাজা আহাবকে গিয়ে এলিয় কোথায় আছে তা জানাল। রাজা আহাব এলিয়র সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

17আহাব এলিয়কে দেখে প্রশ্ন করল, “তুমিই কি সেই লোক যার জন্য ইস্রায়েলের এই দুরাবস্থা?”

18এলিয় উত্তর দিলেন, “আমার জন্য ইস্রায়েলের কোনো দুর্দশাই হয়নি। তুমি ও তোমার পিতৃপুরুষরাই এজন্য দায়ী। তোমরা প্রভুর আদেশ অমান্য করে মূর্ত্তির পূজা শুরু করেছ। 19এখন ইস্রায়েলের সবাইকে কর্ম্মিল পর্বতে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। বালদেবের 450 জন ভাববাদী ও রানী ঈষেবল সমর্থক আশেরার মূর্ত্তির 400 জন ভাববাদীকেও যেন ওখানে আনা হয়।”

20আহাব তখন সমস্ত ইস্রায়েলীয় ও ঐসব ভাববাদীদের কর্ম্মিল পর্বতে ডাকলেন। 21এলিয় তখন সবাইকে বললেন, “তোমরা কবে স্থির করবে কোন দেবতাকে তোমরা অনুসরণ করবে? শোনো, প্রভুই যদি সত্য ঈশ্বর হন তাহলে তাঁকে অনুসরণ করো। আর বাল মূর্ত্তিকে যদি তোমাদের প্রকৃত দেবতা বলে মনে হয় তাহলে তাঁকে অনুসরণ করো।”

লোকেরা কিছুই বলল না। 22তখন এলিয় তাদের বললেন, “আমি এখানে প্রভুর একমাত্র ভাববাদী হিসেবে উপস্থিত আছি। আর বালদেবের অনুগামী 450 জন ভাববাদী আছেন।

23-24এবার দুটো ষাঁড় নিয়ে আসা হোক্। বাল মূর্ত্তির ভাববাদীরা তার একটি কেটে টুকরো টুকরো করে কাঠের ওপর রাখুন। আমি অন্যটাকে কেটে টুকরো করে কেটে কাঠের ওপর রাখছি। আমরা কেউই নিজে থেকে কাঠে আগুন ধরাবো না। আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি। বাল মূর্ত্তির অনুগামী ভাববাদীরাও তাঁদের দেবতার কাছে প্রার্থনা করুন। যার প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে কাঠে আগুন জ্বলে উঠবে, তার দেবতাই আসল প্রমাণিত হবেন। সমস্ত লোক এই পরিকল্পনায় সায় দিল।

25এলিয় তখন বাল মূর্ত্তির ভাববাদীদের ডেকে বললেন, “আপনারা সংখ্যায় অনেক। আপনারাই প্রথম যান। যে ভাবে বললাম ষাঁড়টাকে কেটে ঠিক করুন। তবে আগুন জ্বালাবেন না।”

26তখন বাল মূর্ত্তির অনুগামী ভাববাদীরা তাঁদের যে ষাঁড়টি দেওয়া হয়েছিল সেটাকে কথামতো কেটে সাজালেন। তারপর তাঁরা বেলা দুপুর পর্যন্ত বাল মূর্ত্তির কাছে প্রার্থনা করলেন, তাঁদের বানানো যজ্ঞবেদী ঘিরে নাচানাচি করলেন কিন্তু কেউ তাঁদের প্রার্থনায় সাড়া দিল না, আগুন জ্বললো না।

27দুপুর গড়িয়ে গেলে এলিয় এইসব ভাববাদীদের
নিয়ে রসিকতা শুরু করলেন। এলিয় বললেন, “বাল
যদি সত্যি সত্যিই দেবতা হন, তাহলে একটু জোরে
প্রার্থনা করা উচিৎ! হয়তো উনি এখন ভাবনায় ডুবে
আছেন! কিম্বা হয়তো ঘুম লাগিয়েছেন। না না!
আপনাদের আরেকটু জোরে হাঁকডাক করে ওঁকে ঘুম
থেকে তোলা দরকার।” 28একথা শুনে এইসব ভাববাদীরা
তারস্বরে প্রার্থনা করতে লাগলেন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে
নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করে রক্ত বের করে ফেললেন।
(বালদেবের আরাধনার এটিও একটি বিশেষ প্রক্রিয়া
ছিল।) 29কিন্তু দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে গেল তখনো
আগুন ধরার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ক্রমে
বিকেলের বলিদানের সময় ঘনিয়ে এলো, ভাববাদীরা
উন্মত্তের মতো ডাকাডাকি করতে লাগলেন কিন্তু
বালদেবের দিক থেকে কোনো সাড়াই পাওয়া গেল
না।

30এলিয় তখন সমস্ত লোকেদের বললেন, “এবার
আমার কাছে এসো।” সকলে এলিয়কে ঘিরে দাঁড়ালে,
এলিয় প্রথমে প্রভুর ভেঙ্গে যাওয়া বেদীটিকে ঠিক
করলেন। 31তারপর ইস্রায়েলের 12টি পরিবারগোষ্ঠীর
প্রত্যেকের নামে একটা করে মোট 12টি পাথর খুঁজে
বের করলেন। যাকোবের 12 জন সন্তানের নামে এই
12 টি পরিবারগোষ্ঠীর নামকরণ হয়েছিল। যাকোবকেই
প্রভু ইস্রায়েল বলে ডেকেছিলেন। 32এলিয় প্রভুকে সন্মান
জানাতে এই পাথরগুলো দিয়ে যজ্ঞবেদীটি ঠিক
করেছিলেন। তারপর তিনি বেদীর পাশে 7 গ্যালন জল
ধরার মতো একটি ছোট ডোবা কাটলেন, 33এবং সমস্ত
জ্বালানি কাঠ বেদীতে রাখলেন। ষাঁড়টাকে টুকরো করে
কাটার পর এলিয় সেইসব টুকরো কাঠের ওপর রাখলেন।
34তারপর তিনিবললেন, “চারটে পাত্রে জল ভরে নিয়ে
এসে সেই জল এই মাংসের টুকরো ও কাঠের ওপর
ছড়িয়ে দাও।” 35এলিয় পর পর তিনবার একাজ করলে,
বেদী থেকে জল গড়িয়ে পড়ে ডোবাটা ভরিয়ে দিল।

36তখন বৈকালিক বলিদানের সময়। ভাববাদী এলিয়
বেদীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, “প্রভু অব্রাহাম,
ইস্হাক ও যাকোবের ঈশ্বর, আমি আপনাকে আহ্বান
করছি। আপনি এসে প্রমাণ করুন যে আপনিই
ইস্রায়েলের প্রকৃত ঈশ্বর। এইসব লোককে দেখান যে
আপনিই আমাকে এসব করবার জন্য আদেশ
দিয়েছিলেন। 37হে প্রভু, আপনি এসে আমার ডাকে
সাড়া দিলে তবেই এইসব লোকেরা বুঝতে পারবে
আপনিই তাদের আপনার কাছে ফিরিয়ে নিলেন।”

38তখন প্রভু আগুন পাঠালেন। সেই আগুনে সমস্ত
বলি, কাঠ, পাথর বেদীর পাশের মাটি পর্যন্ত পুড়ে
গেল। আগুন ডোবায় জমা জলকে ভক্ষণ করে নিল।
39সমস্ত লোক এ ঘটনা দেখে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে
বলতে শুরু করলো, “প্রভুই ঈশ্বর। প্রভুই ঈশ্বর।”

40এলিয় তখন বললেন, “বাল মূর্ত্তির সমস্ত
ভাববাদীদের ধরে নিয়ে এসো। একটাও যেন পালাতে
না পারে।” তখন সবাই মিলে ঐ সমস্ত ভাববাদীদের
ধরে নিয়ে এল। এলিয় তাদের কীশোনের খাঁড়িতে নিয়ে
গিয়ে হত্যা করলেন।

আবার বৃষ্টি নামলো

41এলিয় তখন রাজা আহাবকে বললেন, “যাও এবার
গিয়ে পানাহার করো। প্রবল বৃষ্টি আসছে।” 42রাজা
আহাব তখন খেতে গেলেন আর এলিয় কর্ম্মিল পর্বতের
চূড়ায় গিয়ে নতজানু হয়ে হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে 43তাঁর
ভৃত্যকে বললেন, “সমুদ্রের দিকে তাকাও।”

সেই ভৃত্য তখন যেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়
সেখানে গেল। সে ফিরে এসে বলল, “কই কিছু তো
দেখতে পেলাম না।” এলিয় তাকে আবার দেখতে
পাঠালেন।

44পর পর সাতবার একই ঘটনা ঘটার পর সাতবারের
বার সেই ভৃত্য এসে বলল, “মানুষের হাতের মুঠোর
মতো ছোট্ট এক টুকরো মেঘ দেখলাম সমুদ্রের দিক
থেকে আসছে।”

এলিয় তাঁর ভৃত্যকে বললেন, “যাও রাজা আহাবকে
তাঁর রথ প্রস্তুত করে বাড়িতে যেতে বলো কারণ এক্ষুনি
রওনা না হলে ও বৃষ্টিতে আটকে যাবে।”

45অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা আকাশ কালো মেঘে
ঢেকে গিয়ে বাতাস বইতে শুরু করলো এবং প্রবল বৃষ্টি
শুরু হল। আহাব তাঁর রথে চড়ে যিষ্রিয়েলের দিকে
রওনা হলেন। 46প্রভুর শক্তি তখন এলিয়কে ভর করলো।
এলিয় আঁট করে পোশাক বেঁধে আহাবের আগেই দৌড়ে
যিষ্রিয়েলে পৌঁছে গেলেন।

সীনয় পর্বতে এলিয়

19রাজা আহাব রাণী ঈষেবলকে এলিয় যা যা
করেছেন, যেভাবে সমস্ত ভাববাদীদের তরবারি
দিয়ে হত্যা করেছেন সবই বললেন। 2ঈষেবল তখন
এলিয়র কাছে দূত মারফৎ খবর পাঠালেন, “আমি
প্রতিজ্ঞা করছি আগামীকাল এসময়ের আগে তুমি
যেভাবে ঐ ভাববাদীদের হত্যা করেছ ঠিক সেভাবেই
তোমাকে হত্যা করব। আর যদি তা না পারি তাহলে
যেন দেবতারা আমায় হত্যা করেন।”

3এলিয় যখন একথা শুনলেন তখন ভয়ে তিনি তাঁর
প্রাণ বাঁচাতে ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে যিহূদার বেরশেবাতে
পালিয়ে গেলেন। তাঁর ভৃত্যকে বেরশেবাতে রেখে 4এলিয়
সারাদিন হেঁটে হেঁটে অবশেষে মরুভূমিতে গিয়ে
পৌঁছলেন। সেখানে একটা কাঁটা ঝোপের তলায় বসে
তিনি মৃত্যু প্রার্থনা করে বললেন, “প্রভু যথেষ্ট হয়েছে।
এবার আমাকে মরতে দাও। আমি আমার পূর্বপুরুষদের
অপেক্ষা কোনো অংশেই ভালো নই।”

5এরপর এলিয় সেই ঝোপের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে
পড়লেন। এসময়ে এক দেবদূত এসে এলিয়কে স্পর্শ
করে বলল, “ওঠো এলিয় খেয়ে নাও!” 6এলিয় দেখতে
পেলেন তাঁর পাশেই কয়লার ওপরে একখানা কেক
বানানো আছে আর এক ঘড়া জল রাখা আছে। এলিয়
তা খেয়ে জল পান করে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

7পরে আবার প্রভুর দূত ফিরে এসে তাঁকে বলল,
“ওঠো এলিয়! কিছু খাও! সামনে লম্বা সফর, যদি
তুমি খেয়ে গায়ে জোর না বাড়াও পাড়ি দিতে পারবে
না।” 8এলিয় তখন উঠে পানাহার করলেন। সেই খাবার
এলিয়কে একটানা 40 দিন 40 রাত্রি হাঁটার মতো শক্তি
জোগালো। হাঁটতে হাঁটতে তিনি ঈশ্বরের পর্বত নামে
পরিচিত হোরেব পর্বতে গিয়ে পৌঁছলেন। 9সেখানে একটি
গুহার ভেতরে এলিয় রাত্রি বাস করলেন।
সে সময়ে প্রভু এলিয়র সঙ্গে কথা বললেন, “এলিয়
তুমি এখানে কেন?”
10এলিয় উত্তর দিলেন, “প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান
আমি সবসময়ে সাধ্যমতো তোমার সেবা করেছি। কিন্তু
ইস্রায়েলের লোকেরা তোমার সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করে
তোমার বেদী ধ্বংস করে ভাববাদীদের হত্যা করেছে।
এখন আমিই একমাত্র জীবিত ভাববাদী আর তাই ওরা
আমাকেও হত্যার চেষ্টা করছে।”
11প্রভু তখন এলিয়কে বললেন, “যাও পর্বতে গিয়ে
আমার সামনে দাঁড়াও। আমি ঐ জায়গা দিয়ে যাব।”
তখন ঝোড়ো হাওয়া এসে পর্বতটাকে ভেঙ্গে দ্বিখণ্ডিত
করল, বড় বড় পাথরের চাঁই খসে পড়ল, কিন্তু সেই
ঝড়ের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। ঝড়ের পর হল ভূমিকম্প।
কিন্তু সেই ভূমিকম্পও প্রভু স্বয়ং নন। 12ভূমিকম্পের
আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু আগুনের মধ্যেও প্রভু ছিলেন
না। আগুন নিভিয়ে দেওয়া হল। একটি শান্ত, কোমল
স্বর শোনা গেল। 13এলিয় যখন স্বরটা শুনতে পেলেন
তখন তিনি তার শাল দিয়ে তার মুখ ঢেকে দিলেন।
তারপর তিনি গিয়ে গুহার প্রবেশ মুখে দাঁড়ালেন। একটি
স্বর তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, “এলিয়, তুমি এখানে কেন?”
14এলিয় বললেন, “প্রভু, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, আমি
সবসময়েই আমার সাধ্যমতো তোমার সেবা করে এসেছি
কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেরা তোমার সঙ্গে তাদের
চুক্তিভঙ্গ করেছে। তারা তোমার পূজোর বেদী ধ্বংস
করে সমস্ত ভাববাদীদের হত্যা করেছে। এখন আমিই
একমাত্র জীবিত আছি। আর ওরা আমাকে হত্যার
চেষ্টা করছে।”
15প্রভু বললেন, “যাও দম্মেশকের পাশের মরুভূমির
দিকে যে রাস্তা যাচ্ছে সেটা ধরে দম্মেশকে গিয়ে
হসায়েলকে অরামের রাজপদে অভিষিক্ত করো।
16তারপর নিম্‌শির পুত্র যেহূকে ইস্রায়েলের রাজপদে
অভিষেক করো। আর আবেলমহোলার শাফটের পুত্র
ইলীশায়কেও অভিষেক করো। সে ভাববাদী হিসেবে
তোমার জায়গা নেবে। 17হসায়েল বহু খারাপ লোককে
হত্যা করবে। হসায়েলের হাত থেকে যারা বেঁচে যাবে
তাদের হত্যা করবে যেহূ। আর যেহূর তরবারি থেকেও
যদি কেউ নিস্তার পেয়ে যায় তাকে ইলীশায় হত্যা
করবে।
18এলিয় ইস্রায়েলে তুমিই একমাত্র একনিষ্ঠভাবে
আমার সেবা করো নি। সেখানে আরো 7,000 লোক
আছে যারা কখনো বাল মূর্ত্তির কাছে মাথা নত করে নি
এবং এরা কখনো বাল মূর্ত্তি চুম্বন করেনি।

ইলীশায় একজন ভাববাদী হলেন

19এলিয় তখন শাফটের পুত্র ইলীশায়কে খুঁজতে
বেরোলেন। ইলীশায় তখন 12 বিঘা জমিতে হাল
দিচ্ছিলেন। এলিয় যখন এলেন তখন ইলীশায় শেষ
এক বিঘা জমিতে হাল দিচ্ছিলেন। এলিয় গিয়ে
ইলীশায়ের গায়ে নিজের আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিয়ে
দিলেন।
20ইলীশায় ষাঁড়কে ছেড়ে রেখে এলিয়র পেছনে ছুটে
এসে বললেন, “আমাকে অনুমতি দিন, আমি একবার
গিয়ে আমার মাকে আদর করে আসি এবং পিতার
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। তারপর আমি আপনার
সঙ্গে যাবো।”
এলিয় উত্তর দিল, “বেশ, যাও! আমি তোমাকে
বাধা দেব না।”
21ইলীশায় তখন বাড়িতে গিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে
দারুণ খাওয়া দাওয়া করলেন। তাঁর গরুগুলোকে মেরে
যোয়ালের কাঠ জ্বালিয়ে মাংস সেদ্ধ করে লোকেদের
খাওয়ালেন এবং নিজেও খেলেন। তারপর ইলীশায়
এলিয়কে অনুসরণ করলেন এবং তাঁর পরিচর্য্যা করতে
লাগলেন।

বিন্‌হদদ ও আহাব যুদ্ধে গেলেন

20 বিন্‌হদদ ছিলেন অরামের রাজা। তিনি তাঁর
সেনাবাহিনী এক জায়গায় জড়ো করলেন।
সেখানে তাঁর সঙ্গে আরো 32 জন রাজা যোগদান
করলেন। তাঁদের সঙ্গে ঘোড়া ও রথ ছিল। তারপর
তাঁরা সকলে মিলে শমরিয় আক্রমণ করে শমরিয় শহরের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 2রাজা বিন্‌হদদ ইস্রায়েলের
রাজা আহাবের কাছে শহরে বার্তাবাহক পাঠালেন। 3তিনি
বললেন, “তুমি আমাকে তোমার সোনা, রূপো, স্ত্রী,
পুত্রকন্যা সবকিছু সমর্পণ করো।”
4ইস্রায়েলের রাজা উত্তর দিলেন, “মহারাজ আমি
আপনার আনুগত্য স্বীকার করলাম। আমার যা কিছু
আছে এখন সবই আপনার হল।”
5বার্তাবাহকেরা ফিরে এসে আহাবকে জানালো
বিন্‌হদদ বলেছেন, “আমি তোমাকে আগেই তোমার
সোনা, রূপো, স্ত্রী, পুত্রকন্যা সবাইকে আমায় দিয়ে
দিতে বলেছিলাম। 6আগামীকাল আমার লোকেরা গিয়ে
তোমার ও তোমার রাজকর্মচারীদের বাড়ি তল্লাসী করবে।
তারা আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য যাবতীয় মূল্যবান
সম্পদ নিয়ে নেবে।’”
7আহাব তখন দেশের সমস্ত প্রবীণদের এক বৈঠক
ডাকলেন। আহাব বললেন, “দেখুন, বিন্‌হদদ একটা
গোলমাল করবার চেষ্টায় আছে। প্রথমে ও আমার কাছে
আমার স্ত্রী, পুত্রকন্যা, সোনা, রূপো সবকিছু চেয়েছিল।
আমি সেসবই ওকে দিতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু এখন
ও সবকিছুই নিয়ে যেতে চাইছে।”
8সমস্ত প্রবীণরা বললেন, “ওর কথা শোনার দরকার
নেই। ও যা বলছে তা আপনি কোনোমতেই করবেন
না।”

9আহাব তখন বিন্‌হদদকে খবর পাঠালেন, “প্রথমে
আপনি যা বলেছিলেন আমি তাতে সম্মত আছি, কিন্তু
আপনার দ্বিতীয় নির্দেশ মানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”
বিন্‌হদদের দূতেরা এখবর রাজার কাছে নিয়ে গেল।
10তারপর তারা বিন্‌হদদের কাছ থেকে এসে জানালো,
“আমি শমরিয় শহরকে ধ্বংস করে ধূলোয় মিশিয়ে
দেব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে এই শহর থেকে আমার
লোকেদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মতো এক টুকরো স্মারক
আমি অবশিষ্ট রাখবো না। যদি এ কাজ করতে না
পারি আমার ঈশ্বর যেন আমাকেই ধ্বংস করেন।”
11রাজা আহাব জবাব দিলেন, “যাও বিন্‌হদদকে
গিয়ে বলো, যুদ্ধে যাওয়ার আগে বর্ম যে পরে তার,
যুদ্ধ করে এসে যে বর্ম খোলে তার মতো গলাবাজি
সাজে না।”
12বিন্‌হদদ তখন তাঁবুতে বসে অন্যান্য রাজাদের
সঙ্গে দ্রাক্ষারস পান করছিলেন। সে সময়ে বার্তাবাহকরা
রাজা আহাবের কাছ থেকে ফিরে এসে তাঁকে এই
খবর দিতে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে শহর আক্রমণের
জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। তখন তাঁর লোকেরা যুদ্ধ
করবার জন্য যে যার নিজের জায়গায় সরে গেল।
13সে সময়ে এক ভাববাদী রাজা আহাবকে গিয়ে
বলল, “প্রভু বলেছেন, ‘তুমি কি ঐ সুবিশাল সেনাবাহিনী
দেখতে পাচ্ছো? আমি স্বয়ং আজ তোমায় ঐ বাহিনীকে
যুদ্ধে হারাতে সাহায্য করবো। তাহলেই তুমি বুঝবে
আমিই প্রভু।”
14আহাব জিজ্ঞাসা করলেন, “ওদের যুদ্ধে হারানোর
জন্য আপনি কাকে ব্যবহার করবেন?”
সেই ভাববাদী উত্তর দিল, “প্রভু বলেছেন, ‘সরকারী
রাজকর্মচারীদের তরুণ সহকারীদের আমি ব্যবহার
করবো।’”
তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, “মূল সেনাবাহিনীর
সেনাপতিত্ব কে করবে?”
ভাববাদী উত্তর দিল, “আপনি।”
15আহাব তখন সরকারী কর্মচারীদের তরুণ
সহকারীদের জড়ো করলেন। সব মিলিয়ে এরা সংখ্যায়
ছিল 232 জন। তারপর রাজা ইস্রায়েলের
সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠালেন। সব মিলিয়ে সেখানে
7,000 জন ছিল।
16দুপুর বেলায় যখন বিন্‌হদদ ও অন্যান্য 32 জন
রাজা দ্রাক্ষারস পান করে তাঁবুতে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন
সেসময়ে রাজা আহাব আক্রমণ শুরু করলেন। 17তরুণ
সহকারীরাই প্রথম আক্রমণ করলো। রাজা বিন্‌হদদের
লোকেরা তাঁকে জানাল, শমরিয়া থেকে সেনারা যুদ্ধ
করতে বেরিয়েছে। 18বিন্‌হদদ বললেন, “হতে পারে
ওরা যুদ্ধ করতে আসছে অথবা ওরা হয়তো শান্তি
প্রস্তাব নিয়ে আসছে। ওদের জীবন্ত ধরে ফেলো।”
19রাজা আহাবের তরুণ যোদ্ধারা আক্রমণের
সামনের দিকে ছিল আর ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী ওদের
অনুসরণ করছিল। 20ইস্রায়েলের সমস্ত ব্যক্তি তাদের
সামনে যাকে পেলো হত্যা করল। তখন অরামের
লোকেরা পালাতে শুরু করল। ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী
তাদের ধাওয়া করলো। রাজা বিন্‌হদদ কোনো মতে
রথের একটা ঘোড়ায় চেপে পালালেন। 21রাজা আহাব
সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে অরামের সেনাবাহিনীর সমস্ত
ঘোড়া ও রথ কেড়ে নিলেন। রাজা আহাব এভাবেই
অরামীয় সেনাবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত
করেছিলেন।
22তারপর সেই ভাববাদী রাজা আহাবের কাছে গিয়ে
বললেন, “আগামী বসন্তে অরামের রাজা বিন্‌হদদ
আবার আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ফিরে আসবে। এখন
ফিরে গিয়ে আপনি আপনার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী
করুন আর তার বিরুদ্ধে রাজ্য রক্ষা করার জন্য
সতর্কভাবে পরিকল্পনা করুন।”

বিন্‌হদদ আবার আক্রমণ করলেন

23রাজা বিন্‌হদদের রাজকর্মচারীরা তাঁকে বললেন,
“ইস্রায়েলের দেবতারা আসলে পর্বতের দেবতা। আর
আমরা পর্বতে গিয়ে যুদ্ধ করেছি তাই ইস্রায়েলের
লোকেরা জিতে গিয়েছে। ওদের সঙ্গে এবার সমতল
ভূমিতে যুদ্ধ করা যাক, তাহলে আমরা জিতে যাবো।
24আপনি ঐ 32 জন রাজাকে সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব
করতে না দিয়ে সেনাপতিদের সেনাবাহিনী পরিচালনা
করতে দিন।
25“প্রথমে আপনি ধ্বংস হয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীর
মতো আরেকটা বাহিনী গড়ার জন্য সেনা জড়ো করুন।
আগের সেনাবাহিনীর মতো ঘোড়া ও রথ জোগাড়
করুন। তারপরে চলুন ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে সমতল
ভূমিতে গিয়ে যুদ্ধ করি। তাহলেই আমরা জিতবো।”
বিন্‌হদদ তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন।
26বসন্তকাল এলে বিন্‌হদদ অরামের লোকেদের
জড়ো করে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অফেকে
গেলেন।
27ইস্রায়েলীয়রাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।
তারাও অরামের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল
এবং তাদের তাঁবুর ঠিক উল্টোদিকে নিজেদের তাঁবু
গাড়ল। শত্রুপক্ষের তুলনায় ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনীকে
দুটো ছোট ছোট ছাগলের পালের মতো দেখাচ্ছিল।
এদিকে অরামীয় সেনারা গোটা মাঠ ছেয়ে ফেললো।
28ঈশ্বরের একজন লোক তখন এসে রাজা আহাবকে
বলল, “প্রভু বলেছেন, ‘অরামীয়দের ধারণা আমি
কেবলমাত্র পর্বতেরই প্রভু ও ঈশ্বর, সমতল ভূমির নয়।
তাই আমি এবার তোমায় এই বিরাট সেনাবাহিনীকে
পরাস্ত করতে সাহায্য করব। তাহলে তুমি বুঝবে আমি
সর্বশক্তিমান প্রভু।’”
29দুই পক্ষের সেনাবাহিনী মুখোমুখি তাঁবু গেড়ে আরো
সাতদিন বসে থাকল। সাতদিনের দিন যুদ্ধ শুরু হল।
একদিনেই ইস্রায়েলীয়রা অরামীয়দের 1,00,000
সৈন্যকে হত্যা করল। 30যারা বেঁচে থাকল তারা পালিয়ে
অফেক শহরে আশ্রয় নিল। কিন্তু শহরের দেওয়াল
ভেঙ্গে পড়ায় সেই সেনাবাহিনীর আরো 27,000 সৈন্যের

মৃত্যু হল। বিন্হদদও অফেকে পালিয়ে গিয়ে একটি
বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। 31তাঁর ভৃত্যরা তাঁকে বলল,
“আমরা শুনেছি ইস্রায়েলের রাজারা দয়ালু হন। চলুন
আমরা চটের পোশাক পরে মাথায় দড়ি দিয়ে ইস্রায়েলের
রাজার সামনে যাই। তাহলে হয়তো তিনি আমাদের
প্রাণে মারবেন না।”
32তারা তখন সকলে চটের পোশাক পরে মাথায়
দড়ি দিয়ে ইস্রায়েলের রাজার সামনে এসে বলল,
“আপনার ভৃত্য বিন্হদদ প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছে।”
আহাব বললেন, “বিন্হদদ এখনো বেঁচে আছে, সে
তো আমার ভাইয়ের মত।”
33বিন্হদদের লোকেরা চেয়েছিল রাজা আহাব এমন
কিছু প্রতিশ্রুতি দিন যাতে বোঝা যায় তিনি রাজা
বিন্হদদকে হত্যা করবেন না। আহাবের মুখে ‘ভাই’
সম্বোধন শুনে বিন্হদদের পরামর্শদাতারা সঙ্গে সঙ্গে
বলল, “হ্যাঁ মহারাজ বিন্হদদ আপনার ভাই হলেন।”
আহাব বললেন, “তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।”
বিন্হদদ রাজা আহাবের কাছে এলে আহাব তাঁকে,
তাঁর সঙ্গে রথে চড়তে বললেন।
34বিন্হদদ তাঁকে বললেন, “আহাব, আমার পিতা
তোমার পিতার কাছ থেকে যে সমস্ত শহর নিয়েছিলেন
আমি সেই সমস্তই তোমাকে ফেরৎ দেব। আর তাছাড়া
তুমি দম্মেশকে দোকান বসাতে পার যেমন আমার
পিতা শমরিয়ায় বসিয়েছিলেন।”
আহাব উত্তর দিলেন, “তুমি যদি এই প্রতিশ্রুতি
দাও তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি।” তারপর
এই দুই রাজার মধ্যে শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হলে রাজা
আহাব রাজা বিন্হদদকে মুক্তি দিলেন।

আহাবের বিরুদ্ধে জনৈক ভাববাদীর অভিযোগ

35এক ভাববাদী আরেক ভাববাদীকে আঘাত করতে
বললেন। তিনি এরকম বলেছিলেন কারণ প্রভু তাঁকে
এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য ভাববাদী তাকে
আঘাত করতে রাজী হলেন না। 36তখন সেই প্রথম
ভাববাদী বললেন, “তুমি প্রভুর আদেশ অমান্য করেছ,
তাই এখান থেকে যাওয়ার পথে এক সিংহের হাতে
তোমার মৃত্যু হবে।” দ্বিতীয় ভাববাদী সে জায়গা থেকে
যাওয়ার সময় একটা সিংহ এসে তাকে হত্যা করল।
37প্রথম ভাববাদী তখন আরেক ব্যক্তির কাছে গিয়ে
তাকে আঘাত করতে বলল।
এই ব্যক্তি আঘাত করে ভাববাদীকে আহত করলে,
38ভাববাদী একটি কাপড়ে মুখ ঢাকলেন। এর ফলে
কেউ সেই ভাববাদীকে চিনতে পারছিল না। সেই ভাববাদী
পথের ধারে রাজার যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকলেন।
39রাজা এলে সেই ভাববাদী তাঁকে বললেন, “আমি
যখন যুদ্ধে গিয়েছিলাম তখন আমাদের দলের একজন
এক শত্রু সৈন্যকে নিয়ে এসে আমাকে তাকে পাহারা
দিতে বলে। সে বলেছিল, ‘একে পাহারা দাও। যদি ও
পালিয়ে যায় তাহলে তোমাকে ওর বদলে প্রাণ দিতে
হবে, আর না হলে 75 পাউণ্ড রূপো জরিমানা দিতে
হবে।’ 40কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি তখন অন্য কাজে
ব্যস্ত থাকায় শত্রু সেনাটি পালিয়ে যায়।”
ইস্রায়েলের রাজা উত্তর দিলেন, “তুমি বলছো তুমি
বিপক্ষ দলীয় এক সেনাকে পালিয়ে যেতে দেওয়ার
দোষে দোষী। এবার কি হবে তা তো তুমি জানোই। ঐ
সেনাটির কথা মতোই তোমায় কাজ করতে হবে।”
41তখন সেই ভাববাদী তাঁর মুখ থেকে কাপড় সরালে
ইস্রায়েলের রাজা দেখে বুঝতে পারলেন যে তিনি
একজন ভাববাদী। 42সেই ভাববাদী রাজাকে বললেন,
“প্রভু বলেছেন, ‘আমি যাকে হত্যা করার নির্দেশ
দিয়েছিলাম তুমি তাকে মুক্তি দিয়েছ। তাই তোমায়
তার জায়গা নিতে হবে। তোমার মৃত্যু হবে। আর
তোমার প্রজারা তোমার শত্রুর জায়গা নেবে এবং
তারাও মারা যাবে।’”
43রাজা তখন চিন্তিত ও দুঃখিত মনে শমরিয়ায়
তাঁর বাড়িতে ফিরে এলেন।

নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত

21 শমরিয়ায় রাজা আহাবের রাজপ্রাসাদের কাছেই
একটা দ্রাক্ষাক্ষেত ছিল। যিষ্রিয়েলের নাবোতে
নামে এক ব্যক্তি ছিল এই ক্ষেতের মালিক। 2একদিন
রাজা আহাব নাবোতকে বললেন, “আমাকে তোমার
ক্ষেতটা দিয়ে দাও, আমি সব্জির বাগান করবো। তোমার
ক্ষেতটা আমার রাজপ্রাসাদের কাছে। আমি তোমাকে
এর বদলে আরো ভাল দ্রাক্ষাক্ষেত দেব। কিংবা তুমি
যদি চাও আমি ক্ষেতটা কিনেও নিতে পারি।”
3নাবোত বলল, “এ আমার বংশের জমি। আমি
আপনাকে কোনোমতেই দিতে পারব না।”
4নাবোতের কথায় ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ আহাব তখন বাড়ি
ফিরে গেলেন। যিষ্রিয়েলের এই ব্যক্তির কথা তিনি
কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। নাবোত বলল
যে সে তার পরিবারের জমি দেবে না। আহাব বিছানায়
শুয়ে পড়লেন, মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন এবং খেতে অস্বীকার
করলেন।
5আহাবের স্ত্রী ঈষেবল গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,
“তোমার কি হয়েছে? খেলে না কেন?”
6আহাব বললেন, “আমি যিষ্রিয়েলের নাবোতকে
ওর জমিটা আমায় দিয়ে দিতে বলেছিলাম। তার বদলে
ওকে পুরো দাম দিতে বা আরেকটা জমি দিতে আমি
রাজি আছি। কিন্তু নাবোত আমাকে ওর জমি দেবে না
বলে দিয়েছে।”
7ঈষেবল বলল, “তুমি ইস্রায়েলের রাজা। বিছানা
ছেড়ে উঠে কিছু খাও, দেখবে তাহলেই অনেক ভাল
লাগবে। নাবোতের জমি আমি তোমায় দেব।”
8এরপর ঈষেবল আহাবের সীলমোহর দিয়ে তাঁর
বকলমে কয়েকটা চিঠি লিখে নাবোত যে শহরে বাস
করত সেখানকার প্রবীণদের পাঠিয়ে দিলেন। 9ঈষেবল
লিখলেন:
একটি উপবাসের দিন ঘোষণা করুন যেদিন কেউ
কোনো খাওয়া দাওয়া করবে না। তারপর শহরের

সমস্ত লোককে একটা বৈঠকে ডাকুন। সেখানে আমরা
নাবোতের সম্পর্কে আলোচনা করব। 10কিছু লোককে
জোগাড় করুন যারা নাবোতের নামে মিথ্যা কথা বলবে।
তারা বলবে তারা নাবোতকে রাজা ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে
কথা বলতে শুনেছে। এরপর নাবোতকে শহরের বাইরে
নিয়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলুন।

11যিষ্রিয়েলের প্রবীণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই নির্দেশ
পালন করলেন। 12তারা একটি উপবাসের দিনের কথা
ঘোষণা করলেন যেদিন কেউ কিছু খেতে পারবে না।
সেদিন তাঁরা সমস্ত লোকেদের নিয়ে এক বৈঠক
ডাকলেন। তারা সমস্ত লোকের সামনে নাবোতকে একটি
বিশেষ জায়গায় স্থাপিত করলেন। নাবোতকে সেখানে
লোকেদের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পর 13দু’জন
লোক বলল, তারা নাবোতকে রাজা ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে
কথা বলতে শুনেছে। তখন লোকেরা নাবোতকে শহরের
বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে ফেলল।
14তারপর নেতারা ঈষেবলকে খবর পাঠালেন,
“নাবোতকে হত্যা করা হয়েছে।”

15ঈষেবল যখন এখবর পেলেন তিনি আহাবকে
বললেন, “নাবোত মারা গিয়েছে। তুমি যে ক্ষেতটা
চেয়েছিলে, তা এবার নিয়ে নিতে পার।” 16আহাব তখন
গিয়ে সেই দ্রাক্ষার ক্ষেত নিজের জন্য দখল করলেন।

17এসময়ে প্রভু তিশ্‌বের ভাববাদী এলিয়কে
শমরিয়ায় নাবোতের দ্রাক্ষার ক্ষেতে গিয়ে আহাবের
সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দিলেন। 18-19তিনি বললেন,
“আহাব ঐ ক্ষেত নিজের জন্য দখল করতে গিয়েছেন।
ওকে গিয়ে বল, ‘আহাব তুমি নাবোতকে হত্যা করে
এখন ওর জমি দখল করছ। তাই আমি তোমায় শাপ
দিলাম যে জায়গায় নাবোতের মৃত্যু হয়েছে সেই একই
জায়গায় তোমারও মৃত্যু হবে। যেসব কুকুর নাবোতের
রক্ত চেটে চেটে খেয়েছে তারা ঐ একই জায়গায়
তোমারও রক্ত চেটে খাবে।’”

20এলিয় তখন আহাবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।
আহাব এলিয়কে দেখতে পেয়ে বললেন, “তুমি আবার
আমার পিছু নিয়েছ। তুমি তো সবসময়েই আমার
বিরোধিতা করো।”

এলিয় উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ আমি আবার তোমাকে
খুঁজে বের করেছি। তুমি আজীবন প্রভুর বিরুদ্ধে
পাপাচরণ করে কাটালে। 21তাই প্রভু তোমাকে
জানিয়েছেন, ‘আমি তোমায় ধ্বংস করব। আমি তোমাকে
ও তোমার পরিবারের সমস্ত পুরুষকে হত্যা করব।
22তোমার পরিবারের দশাও নবাটের পুত্র যারবিয়ামের
পরিবারের মতো হবে। কিংবা রাজা বাশার পরিবারের
মতো। এই দুই পরিবারই পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।
আমি একাজ করব কারণ আমি তোমার ব্যবহারে
ক্রুদ্ধ হয়েছি। তুমি ইস্রায়েলের লোকেদের পাপাচরণের
কারণ।’ 23প্রভু আরো বলেছেন, ‘কুকুরেরা তোমার
স্ত্রী ঈষেবলের দেহ যিষ্রিয়েল শহরের পথে ছিঁড়ে
খাবে। 24তোমার পরিবারের যে সমস্ত লোকের শহরে
মৃত্যু হবে তাদের মৃতদেহ কুকুর খাবে আর মাঠেঘাটে
যারা মারা যাবে তাদের মৃতদেহ চিল শকুনিতে
ঠোকরাবে।’”

25আহাবের মতো এতো বেশি অপরাধ বা পাপ
আগে কেউ করেন নি। তাঁর স্ত্রী ঈষেবলই তাঁকে এসব
করিয়েছিলেন। 26আহাব ইমোরীয়দের মতোই কাঠের
মূর্ত্তি পূজা করার মতো জঘন্য পাপাচরণ করেছিলেন।
এই অপরাধের জন্যই প্রভু ইমোরীয়দের ভূখণ্ড নিয়ে
তা ইস্রায়েলীয়দের দিয়েছিলেন।

27এলিয়র কথা শেষ হলে আহাবের খুবই দুঃখ হল।
তিনি তাঁর শোকপ্রকাশের জন্য পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে
ফেললেন। তারপর শোকপ্রকাশের পোশাক গায়ে
দিলেন। খাওয়া দাওয়া ব করে দুঃখিত ও শোকসন্তপ্ত
আহাব ঐ পোশাকেই ঘুমোতে গেলেন।

28প্রভু তখন ভাববাদী এলিয়কে বললেন, 29“আমি
দেখতে পাচ্ছি আহাব আমার সামনে বিনীত হয়েছে।
তাই আমি ওর জীবদ্দশায় কোনো সংকটের সৃষ্টি না
করে ওর ছেলে রাজা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।
তারপর আমি আহাবের বংশের ওপর বিপদ ঘনিয়ে
তুলব।”

মীখায় আহাবকে সতর্ক করে দিলেন

22 পরবর্তী দুবছর ইস্রায়েল ও অরামের মধ্যে শান্তি
বজায় ছিল। 2তারপর তৃতীয় বছরের মাথায়
যিহূদার রাজা যিহোশাফট ইস্রায়েলের রাজা আহাবের
সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

3এসময়ে আহাব তাঁর রাজকর্মচারীদের বললেন,
“মনে আছে অরামের রাজা গিলিয়দের রামোৎ আমাদের
কাছ থেকে নিয়েছিলেন? রামোৎ ফিরিয়ে নেবার জন্য
আমরা কিছু করিনি কেন? রামোৎ আমাদেরই থাকা
উচিৎ।” 4আহাব তখন রাজা যিহোশাফটকে জিজ্ঞেস
করলেন, “আপনি কি অরামের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ
করার জন্য আমাদের সঙ্গে রামোতে যোগ দেবেন?”

যিহোশাফট বললেন, “অবশ্যই। আমার সেনাবাহিনী
ও ঘোড়া আপনার সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য
প্রস্তুত। 5কিন্তু প্রথমে এ বিষয়ে আমরা প্রভুর পরামর্শ
নেব।”

6তখন আহাব ভাববাদীদের এক বৈঠক ডাকলেন।
সেই বৈঠকে প্রায় 400 ভাববাদী যোগ দিলেন। আহাব
তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কি রামোতে অরামের
সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাব, নাকি আমি
উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করব?”

ভাববাদীরা বললেন, “আপনি এখনই গিয়ে যুদ্ধ
করুন। প্রভু আপনার সহায় হয়ে আপনাকে জিততে
সাহায্য করবেন।”

7কিন্তু যিহোশাফট তাদের বললেন, “এখানে কি
প্রভুর অন্য কোন ভাববাদী উপস্থিত আছেন? তাহলে
আমাদের তাঁকেও ঈশ্বরের মতামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস
করা উচিৎ।”

8রাজা আহাব বললেন, “যিম্লের পুত্র মীখায় নামে
ভাববাদী এখানে আছেন। আমি তাকে পছন্দ করি না।

কারণ যখনই সে প্রভুর কথা বলে কখনো আমার সম্পর্কে ভালো কোনো কথা বলে না।"

যিহোশাফট বললেন, "মহারাজ আহাব আপনার মুখে একথা শোভা পায় না।"

9তখন রাজা আহাব রাজকর্মচারীদের একজনকে গিয়ে মীখায়কে খুঁজে বের করতে বললেন।

10সেসময়ে দুজন রাজাই তাঁদের রাজকীয় পরিচ্ছদ পরেছিলেন। তাঁরা শমরিয়ায় ঢোকার দরজার কাছে বিচারকক্ষে রাজ সিংহাসনে বসেছিলেন। সমস্ত ভাববাদীরা তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাববাণী করছিলেন।
11সেখানে কনানীর পুত্র সিদিকিয় নামে এক ভাববাদী ছিলেন। সিদিকিয় কিছু লোহার শিং বানিয়ে আহাবকে বললেন, "প্রভু বলেছেন, 'অরামের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তুমি এই শিংগুলো ব্যবহার করলে ওদের যুদ্ধে হারাতে ও ধ্বংস করতে পারবে।'" 12অন্য
সমস্ত ভাববাদীরাও সিদিকিয়র কথার সঙ্গে একমত হলেন। ভাববাদীরা বললেন, "আপনার সেনাবাহিনীর এবার যাত্রা শুরু করা উচিৎ। রামোতে প্রভুর সহায়তায় আপনার সেনাবাহিনী অরামের সৈন্য দলের বিরুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ করবে।"

13এসব যখন হচ্ছিল, যে রাজকর্মচারী মীখায়ের খোঁজে গিয়েছিল সে মীখায়কে খুঁজে বের করে বলল, "দেখ সমস্ত ভাববাদীরাই বলেছেন মহারাজ যুদ্ধে জয়লাভ করবেন। আমি তোমাকে আগেই বলে দিচ্ছি, সে কথায় সায় দেওয়াই কিন্তু সবচেয়ে নিরাপদ।"

14কিন্তু মীখায় বলল, "না! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে ঐশ্বরিক শক্তির বলে প্রভু আমায় দিয়ে যা বলাবেন আমি তাই বলব।"

15মীখায় তখন গিয়ে রাজা আহাবের সামনে দাঁড়ালে রাজা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "মীখায় আমি ও রাজা যিহোশাফট কি সম্মিলিত সেনাবাহিনী নিয়ে এখন রামোতে অরামের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে পারি?"

মীখায় বলল, "নিশ্চয়ই! আপনারা দুজনে গিয়ে এখন যুদ্ধ করলে, প্রভু আপনাদের জিততে সাহায্য করবেন।"

16আহাব বললেন, "মীখায় আপনি মোটেই দৈববাণী করছেন না। আপনি নিজের কথা বলছেন। আমাকে সত্যি কথা বলুন। আপনাকে কতবার বলবো? আপনি আমাকে প্রভুর অভিমত জানান।"

17অগত্যা মীখায় বলল, "আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কি ঘটতে চলেছে। ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী পরিচালনার যোগ্য লোকের অভাবে একপাল মেষের মতো ছড়িয়ে পড়বে। প্রভু বলছেন, 'এদের কোনো যোগ্য সেনাপতি নেই। যুদ্ধ না করে এদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিৎ।'"

18আহাব তখন যিহোশাফটকে বললেন, "দেখলেন! আপনাকে আগেই বলেছিলাম। এই ভাববাদী আমার সম্পর্কে কখনো ভাল কথা বলে না। এমন কথা বলে যা আমি শুনতে চাই না।"

19কিন্তু মীখায় তখন প্রভুর অভিমত ব্যক্ত করে বলে চলেছে, "শোনো! আমি স্বচক্ষে প্রভুকে তাঁর সিংহাসনে বসে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। দূতেরা তাঁর
পাশে দাঁড়িয়ে। 20প্রভু বলেছেন, 'তোমাদের দূতদের
মধ্যে কেউ কি রাজা আহাবকে প্রলোভিত করতে পারবে? আমি চাই আহাব রামোতে অরামের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। তাহলে ও নিহত হবে।' দূতেরা কি করবে সে বিষয়ে সহমত হতে পারলো
না। 21শেষ পর্যন্ত এক দূত বলল, 'আমি পারব রাজা
আহাবকে প্রভাবিত করতে।' 22প্রভু প্রশ্ন করলেন,
'কিভাবে তুমি এই কাজ করবে?' দূত উত্তর দিলেন, 'আমি যাব ও সমস্ত ভাববাদীদের মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা হব।' তখন প্রভু বললেন, "উত্তম প্রস্তাব! যাও, গিয়ে রাজা আহাবের ওপর তোমার চাতুরী দেখাও। তুমি সফল হবে।'"

23মীখায় তার গল্প শেষ করে বলল, "তার মানে এখানেও ঠিক একই কাণ্ডখানাই ঘটেছে। প্রভু আপনার ভাববাদীদের দিয়ে আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলিয়েছেন। প্রভু নিজেই আপনার ওপর দুর্যোগ ঘনিয়ে তোলার ব্যবস্থা করেছেন।"

24তখন ভাববাদী সিদিকিয় গিয়ে মীখায়ের মুখে আঘাত করে বলল, "তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে ঈশ্বরের ক্ষমতা আমাকে ছেড়ে গেছে এবং প্রভু এখন তোমার মুখ দিয়ে কথা বলছেন?"

25মীখায় উত্তর দিল, "শীগ্‌গিরি বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তুমি তখন গিয়ে একটা ছোট্ট ঘরে লুকিয়ে বুঝতে পারবে, আমিই সত্যি কথা বলেছি।"

26তখনরাজা আহাব তাঁর এক কর্মচারীকে, মীখায়কে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "ওকে গ্রেপ্তার করে আমোনের শাসনকর্তা রাজপুত্র যোয়াশের কাছে
নিয়ে যাও। 27ওদের মীখায়কে কারাগারে বন্ধ করতে
বললেন। জল আর রুটি ছাড়া যেন ওকে আর কিছু না খেতে দেওয়া হয়। আমি যুদ্ধ থেকে বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওকে এভাবে আটকে রেখো।"

28মীখায় তখন চিৎকার করে বলল, "আমি কি বলেছি তোমরা সকলেই শুনেছ। রাজা আহাব তুমি যদি যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরে আস তাহলে সবাই জানবে যে ঈশ্বর কখনোই আমার মধ্যে দিয়ে কথা বলেন নি।"

29তারপরে রাজা আহাব ও রাজা যিহোশাফট রামোতে অরামের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন।
30তারপর রাজা আহাব, রাজা যিহোশাফটকে বললেন, "আমরা যুদ্ধের জন্যে তৈরী হব। আমি এমন পোশাক পরবো যাতে বোঝা না যায় যে আমি রাজা। কিন্তু আপনি আপনার রাজকীয় পোশাক পরুন, যাতে বোঝা যায় আপনি রাজা।" তারপর ইস্রায়েলের রাজা সাধারণ পোশাকে তিনি রাজা নন এভাবে যুদ্ধ শুরু করলেন।

31অরামের রাজার রথবাহিনীর 32 জন সেনাপতি ছিল। রাজা এই 32 জন সেনাপতিদের ইস্রায়েলের রাজাকে খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।
তিনি তাদের রাজাকে হত্যা করতে বললেন। 32যুদ্ধের

সময় এইসব সেনাপতিরা রাজা যিহোশাফটকে দেখে ভাবলেন তিনিই বুঝি ইস্রায়েলের রাজা। তারা তখন যিহোশাফটকে হত্যা করতে গেলে তিনি চেঁচাতে শুরু করলেন। 33সেনাপতিরা দেখল তিনি রাজা আহাব নন, তাই তাঁরা তাঁকে হত্যা করল না। 34কিন্তু একজন সেনা কোনো কিছু লক্ষ্য না করেই বাতাসে একটা তীর ছুঁড়লো, সেই তীর গিয়ে ইস্রায়েলের রাজা আহাবের গায়ে লাগল। তীরটা একটা ছোট্ট জায়গায় বর্মের না-ঢাকা অংশে গিয়ে লেগেছিল। রাজা আহাব তখন তাঁর রথের সারথীকে বললেন, "আমার গায়ে তীর লেগেছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রথ বের করে নিয়ে চল।"

35এদিকে দুই সেনাবাহিনী যুদ্ধ করে যেতে লাগল। রাজা আহাব তাঁর রথে কাত হয়ে পড়ে অরামের সেনাবাহিনীর দিকে দেখছিলেন। তাঁর রক্ত গড়িয়ে পড়ে রথের তলা ভিজে গিয়েছিল। বিকেলের দিকে তিনি মারা গেলেন। 36সূর্যাস্তের সময়ে ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীর সবাইকে তাদের নিজেদের শহরে ফিরে যেতে বলা হল।

37এইভাবে রাজা আহাবের মৃত্যু হল। কিছু লোক তাঁর দেহ শমরিয়ায় নিয়ে গেলেন, তাঁকে সেখানে কবর দেওয়া হল। 38লোকেরা শমরিয়ায় একটা ডোবায় রথ থেকে আহাবের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করল। গণিকারা সেই জলে স্নান করল। কুকুররাও রথ থেকে আহাবের রক্ত চেটে চেটে খেল। প্রভু যে রকম বলেছিলেন সমস্ত ঘটনা ঠিক সেভাবেই ঘটল।

39আহাব তাঁর শাসনকালে যা কিছু করেছিলেন সে সবই 'ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থে আহাব কিভাবে হাতির দাঁত দিয়ে তাঁর রাজপ্রাসাদ সাজিয়ে ছিলেন সে কথা ছাড়াও আহাবের বানানো শহরগুলির সম্পর্কেও লেখা আছে। 40আহাবের মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হল। তাঁর পুত্র অহসিয় তাঁর পরে রাজা হলেন।

যিহূদার রাজা যিহোশাফট

41আহাবের ইস্রায়েলে রাজত্বের চতুর্থ বছরে যিহোশাফট যিহূদার রাজা হয়েছিলেন। যিহোশাফট ছিলেন আসার পুত্র। 42পঁয়ত্রিশ বছর পরে যিহূদার রাজা হবার পর তিনি জেরুশালেমে 25 বছর রাজত্ব করেছিলেন। যিহোশাফটের মা ছিলেন শিল্‌হির কন্যা অসূবা। 43যিহোশাফট তাঁর পিতার মতো সৎ পথে থেকে প্রভুর সমস্ত নির্দেশ মেনে চলেছিলেন। তবে তিনি বিধর্মী মূর্ত্তিগুলির উচ্চস্থানগুলো ভাঙ্গেন নি। লোকেরা সেসব জায়গায় পশু বলি ছাড়াও ধুপধূনো দিত।

44যিহোশাফট ইস্রায়েলের রাজার সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছিলেন। 45যিহোশাফট খুবই সাহসী ছিলেন এবং অনেক যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি যা যা করেছিলেন, 'যিহূদার রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 46যে সমস্ত নর-নারী গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করত যিহোশাফট তাদের ধর্মস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিলেন। এই সমস্ত নর-নারী তাঁর পিতা আসার রাজত্বকালে ঐসব ধর্মস্থানে ছিল।

47এসময়ে ইদোমে কোনো রাজা ছিল না। যিহূদার রাজা সেখানকার শাসন কাজ চালানোর জন্য একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বেছে নিয়েছিলেন।

যিহোশাফটের নৌ-বহর

48রাজা যিহোশাফট কিছু মালবাহী জাহাজ বানিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই সমস্ত জাহাজ ওফীরে গিয়ে সেখান থেকে সোনা নিয়ে আসবে। কিন্তু ওফীরে যাবার আগেই দেশেরই বন্দরে ইৎসিয়োন-গেবরে এইসব জাহাজ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। 49ইস্রায়েলের রাজা অহসিয় তখন নিজের কিছু নাবিককে যিহোশাফটের জাহাজে তাঁর নাবিকদের সঙ্গে কাজ করার জন্য পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যিহোশাফট অহসিয়ের এই সাহায্য প্রত্যাখান করেছিলেন।

50যিহোশাফটের মৃত্যুর পর তাঁকে দায়ূদ নগরীতে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে চিরনিদ্রায় সমাধিস্থ করা হল। এরপর রাজা হলেন তাঁর পুত্র যিহোরাম।

ইস্রায়েলের রাজা অহসিয়

51যিহূদার রাজা যিহোশাফটের রাজত্বের 17 বছরে আহাবের পুত্র অহসিয় ইস্রায়েলের রাজা হয়েছিলেন। অহসিয় 2 বছর শমরিয়ায় রাজত্ব করেছিলেন। 52অহসিয় তাঁর পিতা আহাব, মাতা ঈষেবল ও নবাটের পুত্র যারবিয়ামের মতোই প্রভুর বিরুদ্ধে যাবতীয় পাপাচরণ করেন। এই সমস্ত শাসকেরাই ইস্রায়েলকে আরো পাপের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন। 53অহসিয় তাঁর পিতার মতোই বাল মূর্ত্তির পূজা করতেন। ফলে প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এর আগে তিনি তাঁর পিতার ওপর যেরকম ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, অহসিয়ের প্রতিও তিনি ঠিক সেরকমই ক্রুদ্ধ হন।